বৃহৎ

ঝুমর-রসমঞ্জরী।



শ্রীভবপ্রীতানন্দ ওঝা

প্রণীত।

তৃতীয় সংস্করণ।

প্রকাশকগণের নাম

মানভূম জেলার অন্তর্গত বড়ামের

শ্রীশিরোমণি হাজরা

ও

বৈদ্যনাথের পাণ্ডাগণ

শ্রীশিরোমণি ঠাকুর ও শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঝা।

সন ১৩৩১ সাল।

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

৭:এ ষষ্ঠীতলা রোড নারিকেলডাঙ্গা, কলিকাতা
রামময় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

বৃহৎ

ঝুমর-রসমঞ্জরীর গ্রাহকগণকে সতর্ক করিবার বিজ্ঞাপন।

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

বাজারে নকল হইয়াছে।

এই অঞ্চলে মৎপ্রণীত "বৃহৎ ঝুমর-রস-মঞ্জরীর" এত প্রতিপত্তি এত বিক্রয় এত আদর গৌরব দেখিয়া নকল কারিগণ নিজের রসনা-রস সম্বরণে অসমর্থ হইয়া এই পুস্তকের জঘন্য নকল আরম্ভ করিয়া গ্রাহকগণকে প্রতারিত করিতেছে। গ্রাহক মহোদয়গণ এই পুস্তক ক্রয় করিবার সময় ইহার মলাটে কেবল মাত্র "বৃহৎ ঝুমর-রস-মঞ্জরী" নাম দেখিয়া এবং এই পুস্তকের ভূমিকার পর পৃষ্ঠায় আমার "হাফটোন ছবি" অর্থাৎ আমার নিজের অর্দ্ধ প্রতিকৃতি ও তাহার ভিতরের প্রত্যেক ঝুমরে আমার নামের ভনিতা ভালরূপে দেখিয়া তবে ক্রয় করিবেন। আরও প্রকাশ থাকে যে 'বৃহৎ ঝুমর-রস-মঞ্জরীর তৃতীয় সংস্করণে "বৈদ্যনাথ মাহাত্ম্যের" পর "শ্রীশ্রী৺কুণ্ডেশ্বরী জগদ্ধাত্রী মাহাত্ম্য" শাস্ত্রীয় প্রমাণানুসারে এই পুস্তকে প্রকাশ করা হইয়াছে ইহার সর্ব্বসত্ব সতত কাল হইতে আমার সংরক্ষিত। অতএব এই পুস্তকের নাম কিম্বা অন্য কোনও অংশ যেন কেহ নিজের অন্য পুস্তকে প্রকাশ না করেন করিলে আইন অনুসারে তাঁহাকে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। ইতি—

শ্রীভবপ্রীতানন্দ ওঝা।

ভূমিকা।

বঙ্গের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা সাঁওতাল পরগণায় ঝুমর সমধিক প্রচলিত। অত্রস্থ অধিবাসীদিগের ধারণা যে নন্দ-নন্দন-শ্রীমধুসূদন গোকুল নগরে বাস কালীন শ্রীমতীর প্রেমে বিভোর হইয়া, নীল-সলিলা উর্ম্মিমালামণ্ডিতা যমুনার চারু শ্যামলতটে বংশীধ্বনি দ্বারা শ্রীরাধার প্রণয় গীতিকা ঝুমুরছন্দে প্রকাশ করিতেন, এবং এই ঝুমর গান করিয়া মণ্ডলাকারে রাসে নৃত্য করিতেন। এখনও "ঘাটওয়ালদের" (অত্রস্থ জমীদারদের) গৃহে কার্ত্তিক পুর্ণিমায় বহু ব্যয়ে "রাসোৎসব" সম্পাদিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এ বিষয়ে কাহাকেও মনোযোগী হইতে অদ্যাবধি দেখি নাই। তাই নিজের অযোগ্যতা উপলব্ধি করিয়াও এই অভাব মোচনের জন্য আমি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছি আশা করি সহৃদয় পাঠকেরা আমার ভ্রম বা অপূর্ণতাগুলি প্রীতি-চক্ষে দেখিয়া আমায় কৃতার্থ করিবেন। প্রথম সংস্করণে এবং দ্বিতীয় সংস্করণে পাঠকেরা ঝুমর "রস-মঞ্জরীর" বা বৃহৎ ঝুমর রস-মঞ্জরীর যেরূপ আকার দেখিয়াছেন এই তৃতীয় সংস্করণে তাহার বিশেষ পরিবর্ত্তন না হইলেও আকারে অবশ্যই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে তজ্জন্য মূল্যও কিছু বেশী হইয়াছে। ইহাতে জগদ্ধাত্রী মাহাত্ম্য বর্ণনা পালা ঝুমর" এবং "কুন্তী গান্ধারীর শিবপূজা" কিম্বা "অর্জ্জুনের ধনঞ্জয় নাম প্রাপ্তির বিবরণ পালা ঝুমর" এবং নবীন সুরের কতিপয় ভাদুরীয়া ঝুমর ও ভরত রাম সম্বাদ পালার ঝুমর প্রভৃতি দেওয়া হইয়াছে। ইতি—

শ্রীভবপ্রীতানন্দ ওঝা।



কবিভূষণ

ভবপ্রীতানন্দ ওঝা

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

মহামান্যবর, প্রবলপ্রতাপান্বিত, সদ্‌গুণাশ্রয়, শরণাগত-বৎসল, পরমোদারহৃদয় পঞ্চকোটাধীশ্বর শ্রীলশ্রীযুক্ত শ্রীশ্রীমহারাজাধিরাজ জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহদেব বাহাদুর আমার দুরবস্থা দর্শনে করুণার্দ্রচিত্ত হইয়া আমার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ৩০৲ ত্রিশটাকা মাসিক বৃত্তি দান করিয়া, আমার অরণ্যবাস নিবারণপুর্ব্বক ৺বৈদ্যনাথধামে ২০০০৲ দুই হাজার টাকায় পোক্তা দালান খরিদ করিয়া বসবাসের জন্য আমায় দান করিয়াছেন। শ্রীশ্রীমান্ মহারাজ বাহাদুর আমার প্রতি এই প্রকার কৃপাপ্রকাশ না করিলে, অদ্যাবধি আমার জীবনরক্ষা সংশয় হইত, অতএব শ্রীশ্রীমহারাজ বাহাদুর আমার ভয়ত্রাতা এবং অন্নদাতা পিতা স্বরূপ। আমি আজীবন শ্রীশ্রীমানের নিকট কৃতজ্ঞ, এবং কায়মনো-বাক্যে সদা সর্ব্বদা আশীর্ব্বাদ করি যে শ্রীশ্রীহুজুর বাহাদুর সদারাপত্য দীর্ঘজীবন লাভ করুন ও বিপক্ষগণের হৃদয়ের শূলস্বরূপ হইয়া, উত্তরোত্তর ঐশ্বর্য্যলক্ষ্মী লাভ পূর্ব্বক চিরদিন নিষ্কণ্টক অচলরাজ্য ভোগ করুন, এবং ধর্ম্মে সর্ব্বদা অচলা মতি থাকুক। ইতি

শ্রীভবপ্রীতানন্দ ওঝা।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

ভূতপূর্ব্ব লক্ষ্মীপুরাধিপতি স্বর্গীয় ঠাকুর ৺প্রতাপ-নারায়ণ দেব বাহাদুর, আমায় মৌজে ফাগায় যে সাড়ে সাঁইত্রিশ বীঘা জমী ব্রহ্মোত্তর রূপে দান করিয়াছেন, আমি পরমসুখে তাহা ভোগ দখল করিতেছি এবং কায়মনোবাক্যে সদা সর্ব্বদা আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে ঠাকুরসাহেব বাহাদুরের পরলোকগত আত্মা ইন্দ্রতুল্য অক্ষয় স্বর্গসুখ ভোগ চিরদিন করিতে থাকুন। উক্ত ঠাকুরসাহেব বাহাদুরের প্রথমারাণী-ঠাকুরাণী শ্রীমতী কুসুমকুমারী দেবীও আমায় স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। অতএব আশীর্ব্বাদ করি, শ্রীমতী রাণীসাহেবা দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া চিরদিন অচল রাজ্য ভোগ করিতে থাকুন ইতি।

শ্রীভবপ্রীতানন্দ ওঝা।

প্রশংসাপত্র।

বড়ামের শ্রীযুক্ত শিরোমণি হাজরা মহাশয় আমার রচিত ঝুমর যেরূপে সরস কণ্ঠে গান করিয়া সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ করিতে পারেন, আমি অদ্যাবধি আর এমনভাবে গান করিতে অপর ব্যক্তিকে দেখি নাই। ইনি আমার ধর্ম্ম-পুত্র স্বরূপ এবং কৃতজ্ঞ শিষ্য, আশীর্ব্বাদ করি ইনি দীর্ঘজীবী এবং পুত্রবান হউন, আর হাজরা মহাশয়ের মনস্কামনা পূর্ণ হউক এই প্রশংসাপত্র বিনা অনুরোধে সন্তুষ্টচিত্তে প্রদান করিলাম, ইতি।

শ্রীশ্রী

ঝুমর-রসমঞ্জরী

ভঙ্গলঘু-ত্রিপদী।

হর গৌরী-পদে প্রণত হইয়া
বন্দি দেবী বীণাপাণি।
শঙ্খেন্দু-বরণা শ্বেতাব্জবাসিনী
কবিকুলের জননী॥
গুরুজনপদে প্রণাম আমার,
নমস্কার দ্বিজগণে।
মহাজনগণে আশীর্ব্বাদ মোর
মিনতি সাধুসদনে॥
দীন হীন আমি মম পরিচয়-
প্রয়োজনে নাহি কাজ।
বন্ধু-অনুরোধে করিব প্রকাশ
বুঝি ইথে নাহি লাজ॥
বাস জন্মস্থান শুন সর্ব্বজন
হরীতকী-সুকানন।
অধুনা দেওঘর কহে সাধারণ
কৈলাসসম দর্শন॥
হৃদি-পীঠ স্থানে রাবণ যেখানে
আনিয়া স্থাপিলা শিব।
বৈদ্যনাথ নাম যাহার দর্শনে
ভক্তের ঘুচে অশিব॥

বৈদ্যনাথ-মাহাত্ম্য বর্ণন।

গীত সূচনা।—

এই ত্রিভুবনচয় রাবণ করিয়া জয়
ভাবে রাজা বসি' সিংহাসনে।
শঙ্কাহীন লঙ্কা হ'বে সুর সশঙ্কিত র'বে
ভবনে আনিলে ত্রিলোচনে॥

পয়ার।

শাপ দিল অনরণ্য রম্ভা বেদবতী
"নরহস্তে মৃত্যু হ'বে নিষ্ঠুর ভারতী॥
লঙ্কা যদি আনিবারে পারি ত্রিলোচনে।
শাপভয় দূর হবে পূজিবে ভুবনে॥

ঝুমর নং ১।

আনিব সহিত গৌরী দেব-দেব ত্রিপুরারি
আর যত প্রমথ সকল গো।
উপাড়িয়া কৈলাশ অচল গো॥
॥ রং॥ দর্পিত ভাবিয়া বাহুবল॥
ধীরে তুলিব ভূধরে জানিতে না দিব হরে
না করিব অচলে চঞ্চল গো।
সাবধানে আনিব কেবল গো। রং॥
এত ভাবি লঙ্কাপতি কৈলাশে করিলা গতি
তুলিবারে চাহেন অচল গো।
নিষেধিলা নন্দী মহাবল গো॥ রং॥
ক্রোধে ধরি' নন্দী করে ফেলে সুর বনান্তরে
ভবপ্রীতার ভরসা কেবল গো।
শিবপদ-সরোজযুগল গো॥ রং॥

ঝুমর-রসমঞ্জরী।

ত্রিপদী।

মহেশে হয়ে মানিনী ভামিনী ভাবে ভবানী
শূলপাণি ত্যজি' স্থানান্তরে।
মানে ছিলা ভগবতী প্রিয়সম্বোধনে অতি
পশুপতি ডাকেন সাদরে॥
তবু না আসেন পাশ সচিন্তিত কৃত্তিবাস
হেনকালে রাবণ-চালনে।
কাঁপিল কৈলাশ গিরি সভীতা চকিতা গৌরী
প্রাণেশে ধরিলা আলিঙ্গনে।

ঝুমর।

অসম্ভব সংঘটনে ভয় ভবানীর মনে
কাঁপিল গিরি কেমনে কি হ'বে পরে?॥
॥ রং ॥ মানভঙ্গে শিব আনন্দিত অন্তরে॥
বিশ্বম্ভর ভাবে হর দিলা পদাঙ্গুষ্ঠ-ভর
স্থির করিলা সত্বর মহাভূধরে॥ রং॥
গিরিমূলে ছিল হস্ত চাপা গেল সে সমস্ত
রাবণ হইয়া ব্যস্ত কাঁদে কাতরে॥ রং॥
ক্রন্দন ভীষণ রব শুনিলা মহা-ভৈরব
ভবপদ-তরী ভবের ভবসাগরে॥ রং॥

পয়ার।

প্রমথে প্রমথনাথ কহেন ডাকিয়া।
কেবা করে ভীমনাদ দেখত যাইয়া॥
জ্ঞাত হ'য়ে প্রমথ করিল নিবেদন।
রাবণ করিতে ছিল গিরি উৎপাটন॥

বাধা দিলা নন্দী, ক্রোধে ধরি' নিশাচর।
নন্দীরে নন্দন বনে ফেলিল সত্বর॥
পুনঃ শৈলমূলে হস্ত দিয়ে লঙ্কাপতি।
উৎপাটনরত হ'য়ে ছিল মন্দমতি॥
পদাঙ্গুষ্ঠভরে স্থির করিলা ভূধর।
মূলে চাপাইল হস্ত কাঁদে লঙ্কেশ্বর॥
কৃপায় করিলা প্রভু গিরি লঘুভার।
রাবণ আপন হস্ত করিলা উদ্ধার॥

ঝুমর নং ২।

প্রমথের প্রতি প্রমথের পতি, হাসিয়া কহেন মধুর ভারতী
বুঝিলাম লঙ্কেশ্বরে।
গূঢ়-ভক্ত জন হয় সে রাবণ
বিমল ভক্তি অন্তরে রে॥
॥ রং॥ যাওরে প্রমথ! আন তারে সমাদরে॥

আমারে শিবানী ছিলা মানবতী, বিষাদিত আমি ছিলাম সম্প্রতি
সেই মানভঙ্গ তরে।
আসি লঙ্কাপতি প্রকাশি' শকতি
কাঁপাইল গিরিবরে রে॥ রং॥

মম প্রিয় সেই চিন্তে নিরন্তর, জানে ভক্তিবলে আমার অন্তর
তুষিব তাহারে বরে!
মম প্রিয় কাজ সাধিল সে আজ
আন ভক্তকুলেশ্বরে রে॥ রং॥

ভবপ্রীতা কহে করুণাসাগর! ভবখেলা মম ফুরালে সত্বর,
বারেক অধম তরে।
কহিয়ো বচনে নিজ দূতজনে
খেদায়ে যম কিঙ্করে রে॥ রং॥
॥ রং॥ যাওরে প্রমথ আন তারে সমাদরে॥

পয়ার।

হেথায় চিন্তিত মন রাজা লঙ্কেশ্বর।
কি করিনু অপকর্ম্ম ভাবে নিরন্তর॥
বলদর্পে বিমোহিত হ'য়ে অকারণ।
শিবের নিবাস-শৈল করিনু ধর্ষণ॥
শাপভয়ে ভীত হ'য়ে বিমোচন তরে।
আসিলাম শরণ লইতে শ্রীশঙ্করে॥
আসিয়া করিনু ক্রুদ্ধ দেব পঞ্চানন।
মদনের দশা প্রাপ্ত হইব এখন॥
হেনকালে দূত আসি কহে ত্বরা চল।
ডাকেন শঙ্কর তোমা অহে মহাবল!
শুনিয়া দূতের বাণী ভীত লঙ্কেশ্বর।
ধীরে ধীরে যায় রাজা চিন্তিত অন্তর॥

কৈলাশ গমন।

ঝুমর নং ৩।

এমত চিন্তিত মন কৈলাশে গেল রাবণ,
উমা-সহ যথা বসেন ত্রিলোচন গো
॥ রং ॥ উমা সহ॥
আপনার দশ শির লোটায় ভুমি উপর
ঝর ঝর ঝরে ও বিশ নয়ন গো
॥ রং ॥ ঝর ঝর॥
প্রমথে কহিলা হর, উঠাহ লঙ্কা-ঈশ্বর
ধরি' করে দূত উঠায় তখন গো॥
উঠি রাজা জোড় করে, ভক্তি ভাবে স্তবে হরে,
ভবপ্রীতা তাহা করে প্রকাশন গো॥ রং॥
॥ রং॥ ভবপ্রীতা॥

রাবণকৃত স্তুতি।

ঝুমর নং ৪।

জয় মদনান্তক, দক্ষ-মখান্তক ত্রিপুরান্তক জয় শশিধারী
জয় বিষাণ-বাদক পিশাচপালক নীলকণ্ঠ সুর-হিতকারী
বামে শৈলরাজেন্দ্র-কিশোরী।
॥ রং ॥ জয় জয় হে জয় হর শঙ্কর ত্রিশূলধারী ॥

জয় পুরহর, স্মরহর, শঙ্কর শুভকর
শ্বেতকলেবর ত্রিপুরারি।
জয় সুরেশ-ঈশ্বর, ফণী-জটাধর
করি-ত্বচাম্বর কটি ধারী।
শিরে গঙ্গাতরঙ্গ-লহরী ॥ রং ॥

জয় কুবের-বান্ধব, শম্ভু উমাধব
তাণ্ডব-নট ভবরূপধারী।
জয় শান্ত সদাশিব, ভবার্ণবার্ণব
পাণ্ডব-বান্ধব ভয়-হারী।
জয় প্রেত-কাননবিহারী ॥ রং ॥

জয় কুঠারমণ্ডিত কুরঙ্গ-রঞ্জিত
বরাভয়ান্বিত করধারী।
জয় খলদলদণ্ডন, পিশাচমণ্ডন
ভক্ত-সুরঞ্জন শূলধারী।
ভবপ্রীতায় তরাও ভববারি ॥ রং ॥

মিশ্র ছন্দ।

এমতি স্তবিলা হরে লঙ্কার রাবণ।
নাচিতে লাগিলা শিব প্রেমেতে মগন॥
শুনিয়া রাবণ-স্তুতি তুষ্টমনে পশুপতি
হাসিয়া কহিলা ক্ষান্ত হও দশানন।
মনোনীত বর চাহ অরক্ষ-রাজন॥

রাবণের জ্যোতির্লিঙ্গ লাভ।

ঝুমর নং ৫।

শুনি' আনন্দে রাবণ কহে কর জুড়ি'
শুন দেব ত্রিপুরারি।
চল চল প্রভু লঙ্কার ভবন।
॥ রং ॥ জয় ত্রিলোচন ॥
আজি হেথায় আইনু এই আশে
নিতে তোমা নিজবাসে
ঘরে বসে' সেবিব শ্রীচরণ॥ রং॥
শুনি' হাসি' কহেন দেব গঙ্গাধর শুন শুন লঙ্কেশ্বর।
এই লহ সুলিঙ্গ দশানন॥ রং॥
লিঙ্গ অচল হবে, যথা করিবে স্থাপন, শুন বীর দশানন
ভবপ্রীতা করে যার শ্রীপাদ পূজন॥ রং॥

পয়ার।

লিঙ্গ লইবারে রাজা পসারিলা কর।
থাম, বলি নিবোধল শঙ্করী সত্বর॥
ভবের উদার ভাব হেরিয়া ভবানী।
বিশ্বেশ্বরী চিন্তান্বিতা বিশ্বহানি জানি'॥

বিশ্বের কণ্টক এই রাবণ দুর্ব্বার।
লঙ্কায় লইলে শিবে না হবে সংহার॥
শিবের কৌশলপূর্ণ বর ভাব জানি'।
রাবণে কহেন দেবী স্নেহ-পূর্ণবাণী॥
শুন বৎস! এই ভাল না হয় বিচার।
অপবিত্র ভাবে লিঙ্গ স্পর্শিতে তোমার।
বারুণ মন্ত্রেতে জল মন্ত্রিত করিয়া।
দেন তারে আচমন করহ বলিয়া॥
আচমন করে রাজা পরম হরষে।
সেই ক্ষণে মেঘদল উদরেতে পশে॥

পদ্য।

যেমতি নিরধন অতি হরষিত মন
হেম-রতন-ঘট দানে।
দুর্লভ লিঙ্গ লয়ে' নিকষাত্মজ
হর্ষ ততোধিক মানে॥
সাপটী বিশ করে পুলকিত অন্তরে
লিঙ্গ ধরি' উরোমাঝে।
আপন গৃহমুখে চলিল পরমসুখে
গতি নিন্দিত গজরাজে॥
যাইতে যাইতে হরিতকীকানন
পশিলে অররুকুলনাথে।
পীড়িল মূত্র- বেগে সকাতর
ফাঁফর হঙল হেরি' সাথে॥

এই মত অবসর জানি' রমাবর
উপনীত সুরহিত আশে।
ছদ্ম-বিপ্রবেশে হেরি' হৃষিকেশে
রাবণ অতি উল্লাসে।
মধুর বাক্যে অতি মন্দোদরীপতি
কহিল সে দ্বিজকুলরাজে।
শুন প্রভু বিপ্র! ধরহ শিবলিঙ্গক,
ক্ষণেক ঠহর মোর কাজে॥
লঘুশঙ্কা করি. অবিলম্বে ফিরি,
পুনশ্চ ধরিব মহেশে।
এত কহি রাবণ বিপ্রে লিঙ্গ দিয়ে
চলিলা পরম উল্লাসে॥
বিলম্ব দেখি' বহু ডাকি' বিশবাহু
স্থাপিলা লিঙ্গ সেখানে।
সেই লিঙ্গ প্রপূজক বংশসমুদ্ভব
ভবপ্রীতার বসতি এই স্থানে॥

পয়ার।

প্রস্রাব করিয়া ত্যাগ উঠিয়া রাবণ।
নিরখিলা ভূদেবের মহা অদর্শন॥
শীঘ্র শীঘ্র শৌচ করি' গেলা লিঙ্গস্থানে।
চিন্তিত পাতালবিদ্ধ জানি' পঞ্চাননে॥
তুলিতে করিলা চেষ্টা নিস্ফল হইল।
তপ করি নয় শিরে হবন করিল
নিরখি' কঠোর তপঃ তুষ্ট ত্রিলোচন।
ডাকিয়া কহেন তারে শুনহ রাবণ॥

হেথা হ'তে নিতে মোরে কদাচ নারিবে।
পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা মম নিশ্চয় জানিবে॥
এস্থানে থাকিয়া শ্রীরাবণেশ্বর নামে।
প্রকাশি' রাখিব তব কীর্ত্তি ধরাধামে॥
শুনি ক্ষান্ত হ'য়ে রাজা আনি' তীর্থবারি।
পূজিলা গিরিজা সহ দেব ত্রিপুরারি॥
বিস্তারিত আছে বহু পুরাণেতে গাথা।
সংক্ষেপে কহিনু আমি জানিহ সর্ব্বথা।

অথ শ্রীশ্রী৺বৈদ্যনাথ-ক্ষেত্রবর্ণন।

ত্রিপদী।

জয় বৈদ্যনাথ হর! করুণারস-সাগর!
গঙ্গাধর বৃষভ বাহন!
জয় হিমাদ্রি-তনয়া শিবজায়া শ্রীঅভয়া
মহামায়া দে মাগো! শরণ॥
দেহ শক্তি শক্তীশ্বরী যাহে শুভ পদ্য করি'
তীর্থকথা করিব প্রচার।
বৈদ্যনাথ তীর্থস্থান সর্ব্বতীর্থের প্রধান
দরশনে জন্ম নাহি আর॥
যবে সতী দক্ষঘরে ত্যজি' নিজ কলেবরে
ভোলানাথে শোকে কাঁদাইলা।
হর সেই তনু ধরি' ভ্রমিলা ভুবনোপরি
চক্রে হরি সকল কাটিলা॥

যে অঙ্গ পড়িল যথা দেবীপীঠ হৈল তথা
সতীহৃদি খসিল এস্থানে।
হৃদিপীঠ তেঁই নাম পরে চমকিলা বাম
সতীতনু লঘুভারজ্ঞানে॥
অবশিষ্ট তনু যাহা এই স্থানে শিব তাহা
নিজ করে করিলা দহন।
তেঁই চিতাভূমি হয় পরে রাবণে আনয়
জ্যোতির্লিঙ্গ লঙ্কার কারণ॥
মূত্রাতুর দেব-আর হরি ছলে লিঙ্গ হরি'
গৌরী-পীঠে করিলা স্থাপন।
দেববৈদ্য দুই জন অশ্বিনীকুমার হন
সর্ব্ব অগ্রে করিলা পূজন॥
শিব-প্রসাদে দু'জন যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হন
তেঁই প্রভু বৈদ্যনাথ হর।
পূর্ব্বেতে ত্রিকূটাচল পবিত্র স্থান বিমল
হর-গৌরী-বিহার ভূধর॥
নানাপুষ্প-লতা-তরু বিবিধ বিহঙ্গ চারু
কুরঙ্গ শার্দ্দূল জন্তু কত।
অতি বিস্তৃত আকার কতেক অগম্য তার
সিদ্ধগণ ছদ্মবাসে রত॥
সে পর্ব্বতে একধার স্বচ্ছ নীর অনিবার
পড়ে সদা শিবলিঙ্গ-শিরে।
সে লিঙ্গ প্রাচীন অতি কি দিবস কিবা রাতি
সুপূজিত ধরাধর-নীরে॥

অগ্নিকোণে তপোবন পর্ব্বত নেত্ররঞ্জন
তপোযোগ্য শান্তিনিকেতন।
দক্ষিণেতে চোল গিরি যারে দিবা-বিভাবরী
করে নদী পদপ্রক্ষালন॥
শূলকুণ্ড উত্তরেতে যাহার বারিপানেতে
শূলরোগ হয় বিমোচন।
পশ্চিমেতে সুললিত হরিদ্রাকুণ্ড শোভিত
বিরাজিত নন্দন কানন।
শ্রীশিবগঙ্গা উত্তরে বিমণ্ডিত পদ্মবরে
যাহে হয় তীর্থস্নান-দান।
এসকল তীর্থচয় দরশনযোগ্য হয়
তীর্থযাত্রা-পূর্ত্তি কারণ॥
এ সকল তীর্থকথা পুরাণেতে আছে গাথা
না করিনু বিস্তার বর্ণন।
বিশ্বকর্ম্মা বিরচিত শিবমন্দির শোভিত
পদ্মকলি-আকার গঠন।

ঝুমর নং ৬।

শিব অগ্রে শুভঙ্করা জয় দুর্গা শ্রীত্রিপুরা
বামেতে কুমার শক্তিধর গো।
তবে সিদ্ধিপ্রদ লম্বোদর গো॥
॥ ধুং ॥ দ্বিতীয় কৈলাশ এ নগর॥
ব্রহ্মায় দর্শন করি' হের শ্রীসন্ধ্যাসুন্দরী
আনন্দে বাজাও ঘণ্টাবর গো।
হের কালভৈরব সুন্দর গো॥ ধুং॥

যক্ষপতি হনুমানে, দরশন একস্থানে

মনসা-মুরতি মনোহর গো।

যার মন্ত্রে নম্র বিষধর গো ॥ রং ॥

তবে দেবী বিণাপাণি, কবিকুলের জননী

তবে প্রভু দেব দিবাকর গো।

দারিদ্র্য শঙ্কট রোগ হর গো ॥ রং ॥

তবে শ্রীবগলেশানী ভক্ত বিপক্ষনাশিনী

হের তবে রাম রঘুবর গো

সঙ্গে সীতা লক্ষণ সুন্দর গো ॥ রং ॥

মন্দাকিনী পূজা কর আনন্দ ভৈরবে হের

তবে কামেশ্বরী কামেশ্বর গো।

একাসনে শঙ্করী শঙ্কর গো ॥ রং ॥

পূজিয়া নর্ম্মদেশ্বর শ্রীকালী দর্শন কর

দর্শনে দুর্গতিহীন নর গো।

যাঁর পদতলে মহেশ্বর গো॥ রং ॥

বন্দি অন্নপূর্ণেশ্বরী পঞ্চ তীর্থ স্পর্শ করি

বারি-সিক্ত কর কলেবর গো।

চন্দ্রকূপ-পাপরোগ হর গো ॥ রং ॥

হের! লক্ষ্মী বসুমতী সহিত বৈকুণ্ঠপতি

দ্বারদেশে হনু কপিবর গো।

রক্ষ বংশ-বন-বৈশ্বানর গো ॥ রং ॥

নীলকণ্ঠ মহেশ্বর দর্শনে, প্রণাম কর

শঙ্কর-দুয়ারে নন্দীবর গো।

ভবপ্রীতা মহেশ কিঙ্কর গো ॥ রং ॥

ইতি শ্রীশ্রী৺বৈদ্যনাথ মাহাত্ম্য বর্ণন পালা সম্পূর্ণ ॥

অথ শ্রীশ্রী৺কুণ্ডেশ্বরী জগদ্ধাত্রী মাহাত্ম্য বর্ণন পালা।

মঙ্গলাচরণে শ্রীশ্রীগণেশ বর্ণনা

ত্রিপদী।

গণরাজ ! গণেশ্বর ! গজেন্দ্র বদন ধর !
গঙ্গাধর-সুত গণপতি !
গণ-বিদ্যা-বিশারদ ! গন্ধর্ব-সেবিত পদ !
গণ-নাথ ! গণেশ মূরতি।
গণেন্দ্র ! গণপ্রবর। গন্ধলিপ্ত কলেবর !
গজমুক্তাহারবিমণ্ডিত !
গণ-কুলোজ্জ্বলমণি ! গণাধিপতি আপনি
গজারিবাহিনী অঙ্কাশ্রিত॥
তোমার ষোড়শ নাম সদা সুখ মোক্ষ ধাম
অবিরাম জপে যেই জন।
তারে হেরি সেইক্ষণ পলায় বিপদগণ
হরি হেরি মাতঙ্গ যেমন॥

ঝুমর নং—৭।

জয় ! প্রভুগণেশ্বর গজেন্দ্র বদনধর
শুভঙ্কর শঙ্কর নন্দন।
তরুণারুণ বরণ রক্তাম্বর সুশোভন
বিভূষিত রতন ভূষণ॥
॥ ধুং॥ নমো ব্রহ্ম-সনাতন !

একদন্ত, লম্বোদর, শঙ্কর নন্দন!
(শিবাত্মজ, শিবময় ত্রিগুণধারণ!)
চতুর্ভুজ সুদর্শন চন্দ্রচূড় ত্রিনয়ন
জগজ্জন-বন্দিত চরণ।
মস্তকে সিন্দূর শোভা ভক্তজন মনোলোভা
অঙ্গপ্রভা জিনিয়া তপন ॥ রং ॥
তুমি প্রভু সারাৎসার সর্ব্বাগ্রে পূজা তোমার
পার্ব্বতী কুমার পদ্মাসন,
বিঘ্ন মাতঙ্গ কেশরি তুমি সুরহিতকারী
কি করিব তোমার বর্ণন ॥ রং ॥
তুমি হে গণনায়ক হেরম্ব সিদ্ধিদায়ক
বিনায়ক কল্যাণ-কারণ।
ভবপ্রীতা নরাধম ডাকে তোমা সুরোত্তম
কর মম-বিপদ ভঞ্জন ॥ রং ॥

পয়ার।

জয়! জয়! জগদ্ধাত্রী পরমা প্রকৃতি!
জয়! মহাশক্তি-রূপা-দেবী ভগবতি!
ত্রিগুণ-ধারিণি তারা কৈলাস-বাসিনি!
জয়! মহাজ্যোতীরূপা দনুজনাশিনি!
ভবানি, ভৈরবী, ভীমা, ভবেশ-ভাবিনি!
আদ্যাশক্তি বিধি-বিষ্ণু হর-প্রসবিনি!
দেহ শক্তি শক্তিশ্বরি! জানি নিজ দাস।
শ্রীপদ মহিমা কিছু করিব প্রকাশ॥
মহামায়া রূপা তুমি বিশ্ব বিমোহিনী!
তোমার মায়ায় মুগ্ধ নিজে শূলপাণি॥

মায়াপতি হয়ে যদি মুগ্ধ হন তিনি,
অপরের দশা আর কি কব জননি!
ইন্দ্রাদি-দেবতাগণ তব মায়া জালে।
পড়িয়া ফাঁফর হয়ে ছিলা এককালে॥
কাতরে করুণাময়ি! নিজে করি দয়া
বিতরিলা দিব্যজ্ঞান আপনি অভয়া॥
এক্ষণে বর্ণিব দেবি! সেই বিবরণ।
অধম স্নুতের দোষ না লবে কখন॥

"ইন্দ্রাদি দেবগণের মোহপ্রাপ্তি এবং দেবীর চিন্তা"

ঝুমর নং ৮।

খ্যামটা।

শক্তিবলে শক্তিমান, ইন্দ্রাদি ঐশ্বর্য্য পান
রাজমদে হারান চেতন॥
॥ রং॥ শুন বিবরণ!
ত্রিদশের দর্প বিভঞ্জন॥
ঈশ্বর নাহি অপর প্রত্যেকে নিজে ঈশ্বর
স্থিরতর করেন নিরূপণ॥ রং॥
এই মত দেবগণ মোহান্ধ হয়ে তখন
না করেন ঈশ্বরে পূজন॥ রং॥
বিমুগ্ধ হেরি অমরে তারা চিন্তেন অন্তরে
ভবপ্রীতাধরে শ্রীচরণ॥ রং॥

ইন্দ্রাদি দেবগণের দর্পনাশে দেবীর সঙ্কল্প ও মহাজ্যোতিরূপ ধারণ ॥

ত্রিপদী।

ভাবেন পরমেশ্বরী এবে কি উপায় করি
কিসে হরি, মোহ-দেবতার ?
ধর্ম্ম সেতু দেবগণ নাস্তিক হলে এমন
ধর্ম্মের পালন হবে ভার ॥
পাইয়া প্রভুত্ব সার দেবে হয় অহঙ্কার
জন্মিল বিকার তেঁই মনে।
এভাবে দেবতা যদি হয় অনীশ্বর বাদী
কে রাখিবে ধর্ম্ম সনাতনে ?
অমরের দর্প নাশ করিতে হব প্রকাশ
যাহে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিবে।
এমত চিন্তি শঙ্করী জ্যোতির্ম্ময়ী রূপ ধরি
প্রকাশিলা অমনি ত্রিদিবে ॥

ঐ ঝুমর নং ৯।

জ্যোতির্ম্ময়ী রূপ ধরি প্রকাশিলা মহেশ্বরী গো
জলন্ত পর্ব্বত সমাকৃতি।
তেজে কোটি রবি শোভা, কোটি চন্দ্র সমপ্রভা
ভয়ঙ্করী রূপে বিরাজেন সতী ॥
॥ রং ॥ নমো ভগবতি !
বারেক দর্শন আর করে হেন সাধ্য কার গো
সে ভীমার ভীষণ-মুরতি ?

অন্তের কি কব কথা? অগ্নির নয়নে ব্যথা
হয় যদি দৃষ্টি দেন তাঁর প্রতি॥ রং॥
দ্বিজ ভবপ্রীতাভণে কেজানে এ(ই) ত্রিভুবনে গো
শ্রীমহামায়ার মায়া বিভুতি?
নানা তন্ত্রে পঞ্চ মুখে রূপ গুণ বর্ণি সুখে
"অনন্তা" কহিলা যাঁরে পশুপতি?

মহাজ্যোতি দর্শনে সুরগণের আতঙ্ক ও পবনকে দূতরূপে প্রেরণ।

ভাদুরিয়া ঝুমর নং ১০।

বাসবাদি দেবগণ মহাজ্যোতি দরশন
করি, হন ভয়াকুল মন গো।
পবনে কহিলা সেইক্ষণ গো॥
॥ রং॥ কি অদ্ভূত প্রকাশ এমন?
হে দিকপতে! প্রভঞ্জন! অগ্নি সখা বিচক্ষণ
ত্বরা বীর! করহ গমন গো॥
জানিতে সে জ্যোতি বিবরণ গো॥ রং॥
জানি তার তত্ত্ব সার শীঘ্র আসি গুণাধার
কর সুর সন্দেহ ভঞ্জন গো।
ভবপ্রীতা ভাবে শ্রীচরণ গো॥ রং॥

পয়ার

তেজের সকাশে বায়ু করিলা গমন।
তাঁর পরিচয় দেবী সুধান তখন॥

ঝুমর নং ১১।

কেবা তুমি বীরবর? কহ কত শক্তি ধর
আসিলা মম গোচর কি প্রয়োজনে?
॥ রং ॥ মায়া হেরি দেব যত চিন্তিত মনে ॥
মরুত কহেন তবে বায়ু নাম ধরি ভবে
আকর্ষিতে পারি সবে ধরা ভুবনে ॥ রং ॥
তবে এক তৃণ ধরি তাহারে দিলা শঙ্করী
ধরিতে নারিলা ক্ষণমাত্র পবনে ॥ রং ॥
হেরি প্রভঞ্জন গতি বিবুধ উদ্বিগ্ন অতি
ভবপ্রীতার্ গতি তারার্ রাঙ্গা চরণে ॥ রং ॥

ইন্দ্রাদি কর্ত্তৃক অগ্নিকে দূতত্বে বরণ।

ত্রিপদী।

হেরি সে কর্ম্ম অদ্ভুত চিন্তিত অদীতি সুত
অতি দ্রুত পাঠান অনলে।
সমীপে অগ্নি মুরতি হেরি তবে হৈমবতী
সুধাইলা অতি কুতুহলে ॥

অগ্নির দর্পনাশে সুরগণের জ্ঞান লাভ।

পয়ার।

অমর কি জাত বেদ কিবা তেজ নাম?
প্রকাশিয়া পরিচয় কহ গুণধাম!
হুতাশন কন মোর নাম অগ্নি হয়।
সকলে দহিতে পারি কহিনু নিশ্চয় ॥

দেবী কন তৃণখণ্ড দিয়ে তার হাতে।
দগ্ধ কর দেখি ইহা আমার সাক্ষাতে॥
সকল প্রযত্নে অগ্নি দহিতে নারিলা।
লজ্জিত হইয়া অধো বদনে রহিলা।
তাহা হেরি নিশ্চিত করিলা দেবতারা।
ইনি যে ঈশ্বরী, নহি ঈশ্বর আমরা॥
ইহা জানি ভক্তি ভাবে সকলে মিলিয়া।
সন্তুষ্ট করিলা তাঁরে স্তব প্রকাশিয়া॥

দেবগণ কৃত দেবীর স্তব।

ঝুমর নং ১২

জয় পরমেশি! তারা মুক্তকেশী।
মহেশি! মহেশ কামিনি!
নমো মহামায়া। দেহ পদছায়া
অভয়া ভয় নিবারিণি
॥ রং ॥ তারিণি দুঃখ হারিণি।
জনম যন্ত্রণা বারিণি॥
তুমি গো ঈশানি! বিশ্ব প্রসবিনি!
ঈশনহি মোরা জননি।
ক্ষম ভ্রান্তি দোষ পরিহর রোষ
হের আশুতোষ মোহিনি॥ রং॥
মায়াতে তোমার মুগ্ধ ত্রিসংসার
মোদের কি দোষ জননি।
মোরা সবে যত যন্ত্র মা! যেমত
যন্ত্রীরূপা তুমি আপনি॥ রং

এরূপ সম্বর মুরতি সুন্দর

প্রকাশ মঙ্গল দায়িনি !

ভব প্রীতাভণে তব অদর্শনে

কান্দি মা ! দিবস যামিনী ॥ রং ॥

দেবীর জগদ্ধাত্রীরূপ ধারণ।

ত্রিপদী।

অমরের মোহনাশে দেবী ভাসেন উল্লাসে

অম্বর প্রদেশে প্রকাশিলা

প্রখর তেজ সম্বরি সাজি সুষমা সুন্দরী

জগদ্ধাত্রী মুরতি ধরিলা ॥

মৃগেন্দ্র বাহনোপরি পদ্মাসনা মহেশ্বরী

পদতলে বাল রবি দেখা।

রক্তজবা প্রভাহর অতি মনোহর তর

ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ উর্দ্ধরেখা ॥

মণিদ্বীপ কি সুন্দর প্রভাকর প্রভাধর

বিস্তর রতন জ্যোতীর্ম্ময়।

মধ্যে ব্রহ্ম সনাতনী কোটি বিদ্যুত বরণি

মোহিনী রূপে হন উদয় ॥

শ্রীশ্রী৺জগদ্ধাত্রীর ধ্যানাত্মক

ঝুমর নং ১৩। সুর খেমটা।

মৃগেন্দ্র বাহনে দেবী প্রসন্ন বদনা

নানা রত্ন বিভূষণা ;

চতুর্ভুজা, রক্তাম্বর-ধরা, ত্রিনয়নি ॥

॥ রং ॥ নমো-ভব-নিস্তারিণি।

তরুণারুণ বরণী বিশ্ব বিমোহিনী,
নাগ যজ্ঞোপবীতিনী
ধনুর্ব্বাণ শঙ্খ চক্র ধারিণি, তরুণী ॥ রং॥
পীন-পয়োধরে সাজে নবরত্ন মালা
ভালে সাজে শশি কলা ;
মুক্তকেশী সুমঙ্গলা কমল বাসিনি ॥ রং ॥
কোটি চন্দ্র প্রভাময়ী ত্রৈলোক্য তারিণি,
ত্রিভুবন বিহারিণী
কটিক্ষীণতর তাহে বিচিত্র কিঙ্কিনী ॥ রং ॥
নারদাদি ঋষিগণ সেবে নিরন্তর,
পদযুগ মনোহর ;
ভবপ্রীতায় সেই পদে রাখ গো জননি ॥ রং ॥

(দেবগণের বর লাভ ও দেবীর অন্তর্দ্ধান)

জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি হেরি যত দেবগণ।
আপনারে ধন্য মানি আনন্দিত হন ॥
দেবীরে করিল তুষ্ট স্তব প্রকাশনে।
বর প্রাপ্তে যায় সবে যে যার ভবনে ॥
সেথা অন্তর্হিতা দেবী হইলা তখন।
কাত্যায়নী তন্ত্রে ইহা আছে প্রকাশন ॥
জগদ্ধাত্রী উপাখ্যান অতি মনোহর।
ভক্তিভাবে শুনে যদি ধন্য হয় নর ॥
সুখ সৌভাগ্যাদি লাভ করে সেই জন।
অন্যথা না হয় কভু শিবের বচন ॥



শ্রীশ্রীকুণ্ডেশ্বরী মাতা

শ্রীশ্রী৺ কুণ্ডেশ্বরী জগদ্ধাত্রী কবচ প্রকাশ বিবরণ।

ঝুমুর নং ১৪

স্তবে তুষ্ট ভগবতী, কন দেবগণ প্রতি,
লহ সুরগণ, "বিজয়-কবচ" মম করহ ধারণ॥
॥ রং ॥ সদামঙ্গল কারণ॥

দুষ্টগ্রহ, রোগকত, দেহীরে হানে সতত, অস্ত্র অগণন;
এ (ই) মহা কবচে তাহা করে নিবারণ। রং

কবচ প্রসাদে "হর" হইলা জগদীশ্বর, গরল ভীষণ
পান করি মৃত্যুঞ্জয় হন পঞ্চানন॥ রং॥

অকালে পূজন করে, শ্রীরাম তুষিলা মোরে, কবচ কারণ;
কবচ লভিয়া সুখে বধিলা রাবণ। রং

কবচ থাকিলে অঙ্গে, আমি থাকি সঙ্গে সঙ্গে, ছায়ার মতন;
ভবপ্রীতা ভাবে তারার অভয় চরণ॥ রং॥

অথ শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী দেবীর, কুণ্ডেশ্বরী নামের তাৎপর্য্য—

পুরাকালে ভণ্ডাসুর দৈত্য কর্ত্তৃক দেবগণ স্ব স্ব অধিকারচ্যুত হইয়া অগ্নিকুণ্ডে মহা যাগক্রমে যজ্ঞ করায় সেই চিদগ্নিকুণ্ড হইতে পরমাপ্রকৃতি ভগবতী দেবী আবির্ভূতা হন, সেই জন্য তিনি "কুণ্ডেশ্বরী" নামে বিখ্যাতা।

তৎপ্রমাণং যথা—

কুণ্ডং যোজন বিস্তারং সম্যক্ কৃত্বাসুশোভনং।
যজাম পরমাশক্তিং মহামাংসৈবরং সুরাঃ॥

ব্রহ্মভূতাভবিষ্যামো ভোক্ষ্যামোবা ত্রিপিষ্টপং।
ইতিকৃত্বামতিং দেবাঃ কুণ্ডং নির্ম্মায় শোভনং॥
মহাযাগ ক্রমেনৈব প্রণিধায় হুতাশনং।
তথৈব জুহুয়ুর্মাংসানুৎ কৃত্যোৎ কৃত্য মন্ত্রতঃ॥
হৃতেষু সর্ব্বমাংসেষু পাদেষু চ করেষু চ।
*　　　*　　　*
প্রাদুর্ব্ভুব পুরতঃ তেজঃ পুঞ্জ মনুপমং।
সূর্য্যকোটি প্রতিকাশং চন্দ্রকোটি সুশীতলং॥
তন্মধ্যমে চ সমভূৎ চক্রাকারং মনোহরং।
তন্মধ্যমে মহাদেবী মুদয়ার্কসম প্রভাং॥
জগদুজ্জীবনাকারাং ব্রহ্মাবিষ্ণু শিবাত্মিকাং।
আনন্দসার সন্দোহাং করুণাপাঙ্গ কৌমুদীং॥
পাশাঙ্কুশেক্ষু কোদণ্ড পঞ্চবাণ লসৎকরাং।
তয়াবলোকিতা সন্তস্তে সর্ব্বে বিগত জ্বরাঃ॥
সম্পূর্ণাঙ্গা দৃঢ়তরা বজ্রদেহা বভূবিরে।
ইতি ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে॥

অথ কুণ্ডাধামে শ্রীশ্রী৺ কুণ্ডেশ্বরী মাতার আবির্ভাব বিবরণ।

ঝুমর নং—১৫।

হুগলী আরামবাগ থানা যার, মায়াপুর গ্রাম অতি চমৎকার,
সেথায় পূর্ব্ব বসতি।
বঙ্গের ভূষণ, ব্রাহ্মণ রতন, প্রধান কুলীন খ্যাতি গো॥
॥ রং॥ শুন ইতিহাস কুণ্ডাতে প্রকাশ কুণ্ডেশ্বরীর যেমতি।

পূর্ব্বোক্ত বংশীয় শাণ্ডিল্য গোত্রজ, শ্রীকৃষ্ণমোহন তাঁহার অঙ্গজ,
রামময় মহামতি।
ভার্য্যা সঙ্গে করি, দিবা-বিভাবরী, আর'ধেন ভগবতী গো॥ রং॥
তুষ্ট হয়ে দেবী কহিলা স্বপনে, যাহ বৈদ্যনাথ হৃদি পীঠস্থানে,
সে যে মোর প্রিয় অতি।
অগ্নিকোণে তার, কুণ্ডানাম যার, সেথায় মম বসতি গো॥ রং॥
অগ্নিকুণ্ডে হয় উৎপত্তি আমার, তেঁই সেই স্থানে প্রীতি যে অপার,
কহিনু সত্য ভারতি।
সেথায় যাইয়া, ভক্তি প্রকাশিয়া, স্থাপিও মোর মুরতি গো॥ রং॥
প্রসিদ্ধ কবচ দিলাম তোমারে, দীন-দুখী-জীব দুর্গতি উদ্ধারে,
বিতরিবে দিবারাতি।
ভবপ্রীতা ভণে, জগত কল্যাণে, আদেশিলা ভগবতী গো॥ রং॥

ঝুমর নং ১৬।

স্বপ্নে পেয়ে দরশন, জননীর শ্রীচরণ, রামময় আনন্দে মগন।
॥ রং॥ প্রেমাকুল মন দেশে দেশে করেন ভ্রমণ।
পালিতে দেবী আদেশ, ভ্রমি সুখে নানা দেশ, শেষে বৈদ্যনাথে আগমন॥রং॥
কুণ্ডাতে প্রবেশ করি, স্থাপিবারে কুণ্ডেশ্বরী করিলেন অন্তরে চিন্তন॥রং॥
দ্বিজ ভবপ্রীতা ভণে আসন্নোদয় সেক্ষণে রামময় চিন্তাকুল মন॥ রং॥

ত্রিপদী।

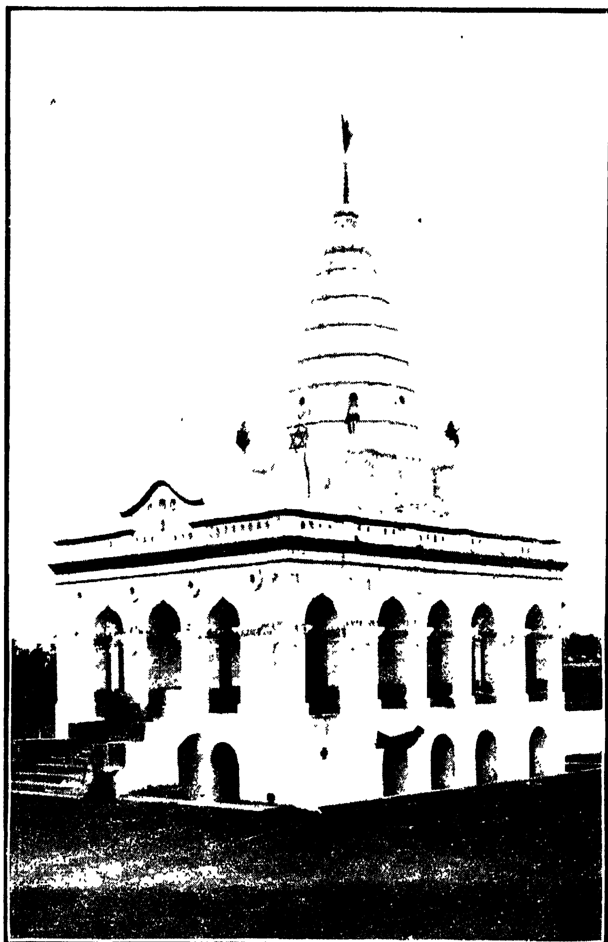
আসন্ন-সময় জানি, রামময় দ্বিজমণি, পত্নী প্রতি কহেন বচন।
কহিয়ো আপন সুতে, কুণ্ডেশ্বরী প্রতিষ্ঠিতে করিতে কবচ প্রকাশন॥
রামপদ মহামতি, আদেশ পালন প্রতি, হয়েছিলা অতি যত্নবান।
কর্ত্তব্য সম্পূর্ণ নয়, আসে অন্তিম সময়, হেরি হন চিন্তাকুল প্রাণ॥
কনিষ্ঠ সোদর তাঁর, হরিপদ গুণাধার করি তাঁরে আশীর্ব্বাদ দান।
কহি বিধান বিস্তার, দিয়ে শেষ কার্য্যভার, মোক্ষধামে করিলা প্রস্থান॥

আদেশ মস্তকে ধরি, স্থাপিলেন কুণ্ডেশ্বরী হরিপদ আনন্দ অন্তরে।
হয়ে অতি যত্নপর, শ্রীসিদ্ধ কবচ বর বিতরেন কল্যাণের তরে॥

শ্রীশ্রী৺কুণ্ডেশ্বরী দেবীর নিবাস স্থান বর্ণন।

ত্রিপদী।

নন্দন কানন সম কুণ্ডা ধাম মনোরম
প্রাকৃতিক-দৃশ্য মনোহর।
শৈলমালা বিমণ্ডিত মধ্যে প্রান্তর বিস্তৃত
সুশোভিত পাদপ নিকর॥
পূর্ব্বেতে ত্রিকূটাচল তুঙ্গ শৃঙ্গ নীলোজ্বল
অরুণ উদয় শীর্ষে তার।
শোভা হেরি হয় মনে যেন গগন-দর্পণে
প্রতিবিম্ব শ্রীজগদম্বার॥
গিরি অসিত বরণ যেন প্রমত্ত বারণ
উর্দ্ধে স্বচ্ছাকাশ সিংহ প্রায়
তদূর্দ্ধে অরুণ প্রভা জগদ্ধাত্রী-মূর্ত্তি শোভা
হেরি ভক্ত পরাণ জুড়ায়॥
অগ্নিকোণে তপোবন চির শান্তি নিকেতন
ঈশানে পুষ্করিণী সুন্দর।
নৈঋতে অচল কত কূপ এক সুললিত
বায়ব্যেতে বৈদ্যনাথ হর॥
বেষ্টিত প্রাচীর বর পুষ্পোদ্যান মনোহর
দক্ষিণে রামপদ ভবন।
নানা পুষ্প লতা তরু বিহরে বিহঙ্গ চারু
ক'রে ভৃঙ্গ মধুর গুঞ্জন॥



শ্রীশ্রী৺কুণ্ডেশ্বরী মাতার মন্দির

পৃষ্ঠা

মন্দির বর্ণন।

ঝুমর নং ১৭।

শশাঙ্ক ধবল মন্দির শোভন, চূড়ায় কলস ত্রিশূল স্থাপন,
উজ্জ্বল ভানু কিরণে। নয়ন-রঞ্জন, অতি সুগঠন, চঞ্চল ধ্বজ পবনে গো।
॥ রং ॥ মন্দিরের শোভা ভক্ত মনোলোভ অতুল ভব-ভুবনে ॥
উপরি চারি কোণে দেব মূর্ত্তি চারি, অন্নদা কমলা শঙ্কর মুরারি।
হেরিলে ভক্ত নয়নে, হেন মনে হয় যত সুরচয় আগত দেবী দর্শনে গো॥ রং॥
মর্ম্মর নির্ম্মিত চারু সিংহাসন, তাহে দেবীমূর্ত্তি, কাঞ্চন বরণ ভূষিত রত্ন ভূষণে।
সুমধুর স্বরে দ্বিজ স্তব করে আনন্দ চিত-শ্রবণে গো ॥ রং ॥
হেম পাত্রে সদা গুগ্‌গুলু পুড়ছে, স্বর্গীয়-সৌরভে পরাণ মাতিছে,
কুসুম দেবী চরণে। শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি, দিবস রজনী,
আরতি অতি যতনে গো ॥ রং ॥
আচম্বিতে সেথা হলে উপনীত, কৈলাস বলিয়া হয় সুপ্রতীত,
সালোক্য ভ্রম জীবনে।
ভবপ্রীতা ভণে প্রকাশ এমনে তারা! হৃদি পদ্মাসনে গো ॥ রং ॥

পয়ার।

কৃষ্ণধন ঘোষ নিজ বুদ্ধি অনুসারে।
নির্ম্মাইলা সে মন্দির আর্য্য জাতি করে ॥
সেথা হতে বৈদ্যনাথ মন্দির দর্শন।
পায় সুখে অবিরত যত ভক্ত জন ॥
প্রতিষ্ঠা করিলা হরপদ গুণাধার।
পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় ইতিহাস তার ॥

অথ দেবীর বাহন বিষয়ে।

পয়ার।

দেবতার তমো ভাব-অজ্ঞান-তিমির।
ধরিয়াছে কৃষ্ণবর্ণ-মাতঙ্গ-শরীর॥
শুক্ল বর্ণ-সত্ব গুণ,-দেবীর কৃপায়।
হের তারে বিনাশিছে ধরি সিংহকায়॥
শক্তি আর শক্তিমানে প্রভেদ কেমন।
শিক্ষা দিতে ভবে এই "বিগ্রহ" ধারণ॥
সেই ভাব বাহনেতে প্রকাশিত হয়।
অতিকায়-করি পৃষ্ঠে ক্ষুদ্র সিংহ রয়॥
মহা শক্তি স্কন্ধে ধার ক্ষুদ্র পঞ্চানন।
প্রকাণ্ড বারণ কুম্ভ করে বিদারণ॥
শক্তি বলে ক্ষুদ্র বজ্র গিরি চূর্ণ করে।
মহা বন দহে—কণা মাত্র বিশ্বনরে॥
শক্তি বিনা শব সম শিব পঞ্চানন।
শক্তি যোগে জগদীশ সদাশিব হন॥

তৎপ্রমাণং

যথা—শিবেঽপি পালনং নাস্তি পালয়ন্তী পরাশিবা।
সৃষ্টিঃ স্থিতিশ্চ সংহারো নিশ্চলত্বে কথং ভবেৎ॥
শিবোঽপি নিশ্চলঃ সাক্ষাৎ প্রকৃতিঃ ব্যাপ্তি কারিণী।
অতএব মহেশানি! ঈশঃ প্রেতো ন সংশয়ঃ॥

শাস্ত্রে পরমাপ্রকৃতি ভগবতী দেবীর তিনটী মাত্র বাহন বিশেষ ভাবে উক্ত হইয়াছে তাই এই স্থলে তৎসম্বন্ধে "কালিকা পুরাণের" প্রমাণ বচন প্রকাশিত হইল।

যথা-কদাচিৎসা সিত-প্রেতে কদাচিদ্রক্ত পঙ্কজে।
কদাচিৎ কেশরি পৃষ্ঠে রমতে কাম-রূপিণী ॥

দেবীর ধ্যানাদিতে যে স্থলে "প্রেতাসন গতাং" কিম্বা "শিবাসন গতাং" প্রভৃতি শব্দ উক্ত থাকে সে স্থলে প্রেত কিম্বা শিব শব্দে মহাদেবকেই বুঝিতে হইবে। আর রক্ত পঙ্কজাসন উক্ত থাকিলে ব্রহ্মাকে এবং সেইরূপ সিংহ বাচক শব্দে বিষ্ণুকেই বুঝিতে হইবে।

তৎপ্রমাণং

যথা—সিত প্রেতো মহাদেবো ব্রহ্মা লোহিত পঙ্কজং।
হরির্হরিস্তুবিজ্ঞেয়ো বাহনানি যথা ক্রমাৎ ॥

ইহার তাৎপর্য্যে এইরূপ বুঝা যায় যে এই দেবত্রয় মহাশক্তির আশ্রয় লইয়া অথবা তাঁহাকে ধারণ করিয়া সৃষ্টি, স্থিতি, সংহারাদি কার্য্যে সক্ষমতা লাভ করিয়া থাকেন ॥

১। শ্রী শ্রী৺ জগদ্ধাত্রী দেবী যে সত্য যুগের কার্ত্তিক শুক্লানবমী মঙ্গলবারে মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা আগমতত্ত্বসারে উক্ত হইয়াছে।

যথা—কার্ত্তিকেঽমলপক্ষেতু নবম্যাং ভৌম বাসরে।
আবির্ভূতা জগদ্ধাত্রী যুগাদৌ দৈত্য নাশিনী ॥

২। দেবীর উৎপত্তি দিনই যে তঁহার পূজার বিশেষ কাল তাহা "মায়াতন্ত্রে" উক্ত হইয়াছে।

যথা—পূজয়েজ্জগতাং ধাত্রী কার্ত্তিকে শুক্ল পক্ষকে।
দিনোদয়ে চ মধ্যাহ্নে তথা সায়াহ্নকেঽহনি ॥

তাঁহার উৎপত্তি দিনে তাঁহার পূজা করিলে যে বিশেষ ফল লাভ হয় তাহা "শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে" প্রকাশ হইয়াছে।

তৎপ্রমাণং—যথা—

কার্ত্তিকস্যসিতে পক্ষে নবম্যাং জগদীশ্বরীম্।
ত্রিকালমেককালং বা বর্ষে বর্ষে প্রপূজয়েৎ ॥

মৃন্ময়ীং প্রতিমাং শক্ত্যা জগদ্ধাত্র্যা বিধানতঃ।
পূজয়িত্বা পর দিনে প্রতিমাং তাং বিসর্জ্জয়েৎ॥
পুত্র-পৌত্র ধনৈশ্বর্য্য সংযুতাহন্তে ভ বংপুরী॥

অথ জগদ্ধাত্রী বিদ্যোৎপত্তিমাহ। কাত্যায়নীতন্ত্রে পার্ব্বত্যুবাচ

ভগবন্! প্রাণনাথেশ! সর্ব্বতত্ত্ব বিশারদ।
শ্রুতা কাত্যায়নী বিদ্যা-সমুৎপত্তি স্ত্রিলোচন॥
মহাদুর্গা জগদ্ধাত্রী বিদ্যোৎপত্তিভবে যতঃ।
তৎসর্ব্বং ব্রূহি! ভগবন্! কৃপয়া পর মশ্বর॥

ইতি দেবী প্রশ্নে।

শ্রীশিব উবাচ।

শৃণুপার্ব্বতি! বক্ষ্যামিরহস্যং পরমাদ্ভুতম্।
যৎশ্রুত্বালভতে দেবি! সৌভাগ্য সুখমুত্তমম্॥
পুরা পুরন্দর মুখাঃ স্বেশ্বরত্বাভি মানিনঃ।
প্রাহুঃ কিমীশ্বঃ স্ত্বা স্মানর্তা চ স্বরানিতি॥
অথদুর্গা জগন্মাতা নিত্যা চৈতন্য-রূপিণী।
ত্বত্তেষাং ধর্ম্ম সতু-নিন্দ্রাদ না নিষগ্রণম্।
করীষ্যামীতি নিশ্চিত্য জ্যোতীরূপ দাবলম্।
তেষামাবীরভুদ্দুর্গা জগদ্ধাত্রী জগন্ময়ী॥
কোটি সূর্য্য প্রতিকাশা চন্দ্রকোটি সমপ্রভা।
জ্বলন্তং পর্ব্বতমিব সর্ব্বলোক ভয়ঙ্করম্॥
তদ্দৃষ্ট্বা সুরাঃসর্ব্বে ভয়মাপুমহেন্দ্রসঃ।
কিমেতন্ন বিদিশেচতুং সক্তাস্তে হ্ভবন্ সুরাঃ॥

বায়ুমাহুঃ সমাহূয় কিমেতৎ পরমাদ্ভুতম্।
বিজানীহিমরুদ্বীর মাতারশ্বন্ দিশাংপতে ॥
ততো বায়ুর্ক্র্তং তত্রগতস্তেজোহন্তিকং ততঃ।
তমন্তিক মুপায়াতং প্রাহ্যতেজ ময়ী ততঃ ॥
বলবন্! কস্ত্বমায়াতো বীর্য্যং কিঞ্চাস্তবাত্বয়ি।
আদাতুংশক্যতে সর্ব্বং পৃথিবীতল সম্ভবম্ ॥
ইতি প্রত্যুক্তবান্ বায়ুঃ ক্ষণং তত্রৈব তিষ্ঠতি।
আদৎ স্বৈতৎ তৃণমিতি নিদধৌ বায়বে তৃণম্ ॥
বায়ুঃ সর্ব্ব প্রযত্নেন নাদাতুং তৎক্ষমোহ ভবৎ।
ততোদেবাঃ প্রাহুরগ্নিং ভীতাউদ্বিগ্ন মানসাঃ।
অগ্নে এতদ্বিজানীহি কিমেতৎ কর্ম্মচাদ্ভুতম।
ইত্যুক্তো দেবতা বৃন্দৈ রগ্নিস্তেজোন্তিকং গতঃ ॥
অমরোজাত বেদা বা তেজা বাগিত্যবাচতম্।
সপ্রোক্তবানগ্নি রস্মি সর্ব্ব দাহক শক্তিকঃ ॥
দহৈতৎ তৃণ মত্যগ্ন মিতিতস্মৈ তৃণং দদৌ।
অগ্নিঃ সর্ব্ব প্রযত্নেন দগ্ধুং নৈতৎ ক্ষমোহ ভবৎ ॥
ততোনিবৃত্তে বহ্নিভূর্ত্বাসোহ পত্রপান্বিতঃ।
একত্রস্থাঃ সুরাঃ সর্ব্বে মন্ত্রয়া মাসুরুত্তমম্ ॥
ইয়মেবেশ্বরীনূনং স্তোষ্য-মানেশ্বরা বয়ম্।
ইতি নিশ্চিত্য সুধিয় স্তুষ্টুবুঃ পরমেশ্বরীম্ ॥
প্রাহুর্দ্দেবগণাঃ সর্ব্বে ত্বমীশানেশ্বরা বয়ম্।
ঈশ্বর স্বাভিমানেন যদস্মাকং সুদুস্কৃতম্।
ক্ষন্তুমর্হসিতৎ সর্ব্বং কৃপয়া জগদম্বিকে ॥
তবরূপং সুগোপ্যংযন্মঙ্গলং সর্ব্বমঙ্গলং।
তদ্দ্রষ্টুং বয়মিচ্ছামো দেহি দর্শন মুত্তমম্ ॥

ইত্যুক্তানাং সুবুদ্ধীনাং মাবিরাসীচ্ছিবাম্বরে।
তেজস্যন্তর্হিতে তস্মিন্ চমৎকারি কলেবরে॥
মৃগেন্দ্রোপরি সুস্মেরা সর্ব্বালঙ্কার ভূষিতা।
চতুর্ভুজা মহাদেবী রক্তাম্বর ধরাশুভা॥
বালার্ক সদৃশা দেহে নাগ যজ্ঞোপবীতিনী।
ত্রিনেত্রা কোটিচন্দ্রাভা দেবর্ষিগণ সেবিতা॥
দর্শয়ামাস দেবানামেবং রূপং জগন্ময়ী।
ততস্তাং তুষ্টুবুর্দেবা জগদ্ধাত্রীং মহেশ্বরীম্॥
বরং প্রাপুঃ সুরগণাঃ যথেষ্টং ত্রিদশালয়ে।
তত্রৈবান্তর্হিতাদেবী মহাদুর্গা জগন্ময়ী॥
ইত্যাদিঃ।

বৈদ্যনাথ নিকটস্থ কুণ্ডাগ্রামে এই জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠাতাগণের আশীর্ব্বাদাত্মক শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী বন্দনাদি ঝুমর এই স্থলে প্রকাশিত হইল।

ঐ ঝুমর নং ১৮।

জয়! জগদ্ধাত্রী তারা! কুণ্ডেশ্বরী সারাৎসারা
শিবদারা বিশ্ববিমোহিনি!
পদ্মরাগ মণিজিনি তরুণারুণ বরণি
দুর্গতী হারিণী সুরেশানি!
॥ রং ॥ নমো ব্রহ্ম সনাতনি!
জগদ্ধাত্রী জগন্ময়ী জগত পালিনী!!
প্রফুল্ল পঙ্কজাননা, সুতরুণী ত্রিনয়না
অর্দ্ধেন্দুভূষণা শিবরাণি!
শঙ্খ, চক্র, ধনু, শরে, চতুর্ভুজ শোভা ধরে
হের পামরে দীন তারিণি! ॥ রং ॥

রত্ন ভূষণ ভুষিতা রক্ত বস্ত্র সুশোভিতা
ত্রিলোক পূজিতা মহেশানি !
জয় ! যোগীন্দ্র মোহিনি নমো ! নগেন্দ্র-নন্দিনি
মৃগেন্দ্র-বাহিনি-সুহাসিনি ! ॥ রং ॥
"রামপদ মহাত্মার"- আত্মারে দিয়ে মোক্ষসার
পরব্রহ্মে মিশাই তারিণি !
দ্বিজ ভবপ্রীতা ভণে রাখ সতত কল্যাণে
হরিপদ শর্ম্মণে জননি ! ॥ রং ॥

ঐ ঝুমর নং ১৯।

তরুণ-অরুণ-জিনি জিনি কোটি সৌদামিনী
সিন্দুর বরণী বালা কি নাম ধরে ?
॥ রং ॥ হেরি কেশরী বাহনে রামা সুখে বিহরে ॥
চতুর্ভুজা মুক্তকেশী সর্ব্বমঙ্গলা সুরেশী
পরমেশীর পরিচয় কি দিবে নরে ? ॥ রং ॥
জগত পালন তরে জগদ্ধাত্রী রূপ ধরে
মাতৃস্নেহে চরাচরে পালন করে ॥ রং ॥
ধরি অভয় চরণে দ্বিজ ভবপ্রীতা ভণে
রাখ সুখে শ্রীহরিপদ দ্বিজবরে ॥ রং ॥

ঐ পয়ার।

হের ব্রহ্ম নিরাকার সাকার মুরতি।
পরমা প্রকৃতি রূপা দেবী ভগবতী ॥
মাতৃ স্নেহে ত্রিভুবনে তুষিতে আপনি।
সাজিলা করুণাময়ী জগত জননি।

ত্রিপদী।

আহা! কি রূপমাধুরি কুণ্ডাতে মা কুণ্ডেশ্বরী
জগদ্ধাত্রী দেবী ভগবতী।
যাঁহার পদারবিন্দ উপেন্দ্রাদি সুরবৃন্দ
সেবে সদা মধুপ যেমতি॥

ঝুমর নং ২০।

কিবা নিষ্কলঙ্ক শশাঙ্ক বদনী, কষিতকাঞ্চন বরণ ধারিণী,
বিশ্ববিমোহিনী সতী।
রূপের ঝলকে পলকে পলকে
চমকে চপলাদ্যুতি॥

॥ রং॥ সদা নগেন্দ্র-ভুবনে ভবেন্দ্র-ভবনে-মৃগেন্দ্র-বাহনে গতি॥
ললিতাঙ্গে হেমভূষণ-ভূষিত, মণি মরকত তাহে বিজড়িত
ভালাঙ্কিত-তারাপতি।
অনন্ত-যৌবনা অরুণ-বসনা
ত্রিনয়না-ভগবতী॥ রং॥

শার্ঙ্গ, শর, শঙ্খ, শতাঙ্গ চরণ, চারিকরে কিবা হয় সুশোভন,
[illegible] দশন মুকুতাপাতি।
মধুর-হাসিনী কমল-বাসিনী
নাশিনী-দনুজ-পতি॥ রং॥

চাঁচর-চিকুর জিনিয়া চামর, চরণ সুন্দর সেবে নিরন্তর,
সুরেশ্বর শচীরতি।
ভবপ্রীতাভণে রাখ শ্রীচরণে
দীনের এই মিনতি॥ রং॥



স্বর্গীয় মহাত্মা রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঐ ভাদুরিয়া ঝুমর নং ২১।

॥ রং ॥ মূলাধার নিবাসিনি! মূলাধার নিবাসিনি।
মূলাধারনিবাসিনি!
(ভূজঙ্গিনী রূপতেজী শ্রীসিংহবাহিনী)
স্বয়ম্ভু-শঙ্কর পরে ছিলে মা নিদ্রার ঘোরে
কুলকুণ্ডলিনি!
হুঙ্কারে জাগিলে গো মা চৈতন্যরূপিণি! ॥ রং ॥

সুষুম্নার পথ দিয়ে ছয় সুচক্র ভেদিয়ে
শিব সীমন্তিনি!
সহস্রারে সদা শিবে মিলিলে আপনি ॥ রং ॥
অমৃত পান করিলে আনন্দে রূপ ধরিলে
নামিলে জননি!
করস্থ-কুসুম হতে প্রতীমায় তারিণি! ॥ রং ॥
"রাম পদে" মুক্তি দিলে কুণ্ডাতে মা! প্রকাশিলে
জগত পালিনি!
ভবপ্রীতায় তরাও তারা পতিত-পাবনি! ॥ রং ॥

কবির বংশাবলী বর্ণন।

ললিত ও ভগ্নত্রিপদী।

বিল্বপঞ্চক সুগ্রাম বিল্বপঞ্চক সুগ্রাম
মিথিলা-নিবাসী বিপ্র চন্দ্রমণি নাম।
আসি' শঙ্করপূজনে আসি' শঙ্করপূজনে
লভিলা মহেশ-আজ্ঞা নিশীথস্বপনে
শিব আজ্ঞা শিরে ধরি' শিব আজ্ঞা শিরে ধরি'
বৈদ্যনাথে বাস কৈলা সহ নিজনারী॥
হ'য়ে পূজকপ্রধান হ'য়ে পূজকপ্রধান
শঙ্কর-সেবায় ওঝা হৈলা মতিমান॥
তাঁর প্রথম কুমার তাঁর প্রথম কুমার
রত্নপাণি ওঝা নাম সর্ব্বগুণাধার॥
যাঁর দীর্ঘ কীর্ত্তিরেখা যাঁর দীর্ঘ কীর্ত্তিরেখা
শঙ্কর সম্মুখে গৌরীমঠ যায় দেখা॥
তাঁর প্রথম নন্দন তাঁর প্রথম নন্দন
স্বকুল-কৈরবচন্দ্র জয়নারায়ণ॥
যিনি আদ্যাশক্তীশ্বরী যিনি আদ্যাশক্তীশ্বরী
স্থাপিলা উপলালয়ে আগমানুসারি॥
তাঁর জ্যেষ্ঠ বংশধর তাঁর জ্যেষ্ঠ বংশধর
শ্রীযদুনন্দন নাম রূপে পঞ্চশর॥
তিনি করিলা স্থাপন তিনি করিলা স্থাপন
শ্রীমতীর মূর্ত্তিসহ রাধিকারঞ্জন॥
যাঁর প্রথম কুমার যাঁর প্রথম কুমার
দেবকীনন্দন ওঝা সর্ব্বগুণাধার॥

তাঁর প্রথম তনয় তাঁর প্রথম তনয়
গুণসিন্ধু রামদত্ত ওঝা মহাশয়॥
যিনি স্থাপিলা যতনে যিনি স্থাপিলা যতনে
মঠসহ অন্নপূর্ণা-সূর্য্য-নারায়ণে॥
আর স্থাপিলেন যিনি আর স্থাপিলেন যিনি
সারদা-লক্ষ্মণ রাম-জনকনন্দিনী॥
তাঁর জ্যেষ্ঠসুত নাম তাঁর জ্যেষ্ঠসুত নাম
শ্রীআনন্দদত্ত ওঝা সর্ব্বগুণধাম॥
তিনি করান গঠন তিনি করান গঠন
আনন্দভৈরব-মঠ নয়নরঞ্জন॥
নির্ম্মাইলা মহাশয় নির্ম্মাইলা মহাশয়
কুর্ম্মিডিহে আনন্দসাগর জলাশয়॥
তাঁর জ্যেষ্ঠ বংশমণি তাঁর জ্যেষ্ঠ বংশমণি
শ্রীপরমানন্দ নাম মল্লবিদ্যাখনি॥
তাঁর প্রথম বালক তাঁর প্রথম বালক
সর্ব্বানন্দ ওঝানাম অনাথপালক॥
যার অচল সুকীর্ত্তি যার অচল সুকীর্ত্তি
পিতামহকৃত মঠে ভৈরবের মুর্ত্তি॥
তাঁর প্রথম নন্দন তাঁর প্রথম নন্দন
শ্রীঈশ্বরীনন্দ ওঝা গুণ অগণন॥
গান্ধর্ব্বাদি মল্লগুণ গান্ধর্ব্বাদি মল্লগুণ
বিলাসিতা উদারতা গুণে সুনিপুণ॥
তাঁর প্রথম অঙ্গজ তাঁর প্রথম অঙ্গজ
পূর্ণানন্দ নাম তাঁর স্বকুল-পঙ্কজ॥
তাঁর প্রথম বালক তাঁর প্রথম বালক
শ্রীশৈলজানন্দ ওঝা শৈলজা-পূজক॥

তিনি শৈলজা-মূরতি তিনি শৈলজা মূরতি
স্থাপিলা শৈলজামঠে প্রকাশি কীরতি।
আর শ্রীবিদ্যার যন্ত্র আর শ্রীবিদ্যার যন্ত্র
স্থাপিলা-রচিলা গ্রন্থ বিচারিয়া তন্ত্র॥
যাঁরে করি সমাদর যাঁরে করি সমাদর
"ফ্রেণ্ড" সম্বোধনে বড়লাট ধরেন কর॥
যাঁর বারিধারা প্রায় যাঁর বারিধারা প্রায়
প্রবল বেদান্ত-স্রোত মুখে বাহিরায়॥
যিনি আগম সাধনে যিনি আগম-সাধনে
সংসার-তেয়াগী মত্ত অভয়া-পূজনে॥
তাঁর জ্যেষ্ঠ সুসন্তান তাঁর জ্যেষ্ঠ সুসন্তান
শ্রীত্রিপুরানন্দ তেজে ভাস্কর সমান॥
যাঁরে বিপক্ষ হেরিলে যাঁরে বিপক্ষ হেরিলে
ভয়ে তনু লুকাইত রমণী-অঞ্চলে॥
অরি জানিয়া দুর্ব্বার অরি জানিয়া দুর্ব্বার
ন্যায় ত্যজি' করে ভীরু গুপ্ত অভিচার॥
ছিলা বহুগুণে গুণী ছিলা বহুগুণে গুণী
কিন্তু হায় অকালে ত্যজিলা এ অবনী॥
মোর অভাগ্য রজনী মোর অভাগ্য রজনী
মধ্যাহ্নেতে অস্তাচলগত দিনমণি॥
কবি কেমনে বর্ণিবে কবি কেমনে বর্ণিবে
নিজ পরিচয় দিতে সরমে গলিবে॥
তাঁর প্রথম সন্তান তাঁর প্রথম সন্তান
ভবপ্রীতানন্দ নাম অতি অল্পজ্ঞান॥

জ্ঞানোপদেশদাতাগুরু-পিতামহবন্দনা।

ঝুমর নং ২২।

জীবিতাবস্থায় জীবন্মুক্ত জিনি, পরমা প্রকৃতি শ্রীবিদ্যারূপিণী,
যাঁর হৃদে প্রকাশিতা।
রক্ষানন্দ যাঁর গুরু-অবতার,
বন্দি সে পিতৃ-দেবতা সদা॥
॥ রং ॥ শ্রীশৈলজানন্দ-চরণারবিন্দ-ধ্যানে লাভ পবিত্রতা॥

মহামান্যবর পুরুষ কেশরী, ভুক্তি মুক্তি যাঁর নিত্য সহচরী,
অভ্যাসিত যাঁর গীতা।
উদার প্রকৃতি, রূপে শিবাকৃতি.
বন্দি জনকের পিতা সদা॥ রং॥

যে পদ পূজিলা কত মহারাজে, জিহ্বাগ্রে যাঁহার বেদান্ত বিরাজে,
শ্রীমহাকাল-সংহিতা।
মন্ত্রশাস্ত্রে যাঁর পূর্ণ অধিকার
মহাকালী যাঁরে প্রীতা সদা॥ রং॥

যাঁহার শ্রীমুখ-পঙ্কজনির্গত, জ্ঞানমধুপানে ভবক্ষুধা হত
অন্তরে বিদ্যা উদিতা।
ভবপ্রীতা ভণে তাঁহার চরণে
সঁপিনু এই কবিতা সদা॥ রং॥

ত্রিপুরাস্তব ।

পদ্য ।

তরুণারুণ সম তনুরুচি রক্তিম অরুণ-জলজদম রাগে ।
স্মরহর-স্মরকর পূর্ণসুধাকর বদন-সরোরুহভাগে ॥
রক্তকমলদল ত্রিনয়ন চঞ্চল বাল-শশাঙ্ক সুভালে ।
বিগলিত কুন্তল কুণ্ডল ঝলমল সুললিত পূর্ণকপোলে ॥
বিম্বাধরবর মধুর-হাস্যধর অধীর মহেশ্বর হেরে ।
ললিত বেদ কর পাশ চাপশর শৃণু বিধৃত ক্রমফেরে ॥
তারকনিন্দিত নাসালঙ্কৃত দোলিত গজমতি ধীরে ।
ভাস্বর মণিময় হেমবিনির্ম্মিত শোভিত সুমুকুট শিরে ॥
পীনপয়োধরে পীত সুকাচলী রঞ্জিত অতি মতিমালে ।
অরুন সুদুকুল মণিময় ঝলমল যুগলনিতম্ববিশালে ॥
পর্ব্বত-কন্দর সুজঘন সুন্দর পীন শ্রোণী অতি সাজে ।
তদুপরি সপ্তকী রত্ন-স্বর্ণময়ী রুণু ঝুনু রুণু রুণু বাজে ॥
সূক্ষ্মকটীবর হেরি করিহর-বাহন শ্রীচরণপ্রান্তে ।
জিনি সুরকরিকর উরুযুগ সুন্দর স্মিতমুখী স্মরহরকান্তে
হর-হৃদোপর অরুণেন্দীবর তদুপরি ব্রহ্ম প্রকাশে ।
রক্তোৎপলদল জিনি পদকোমল নূপুর শ্রেণী যথা হাঁসে ॥
ভক্তহৃদয়-তমনাশন তমদম দশ বিধু চরণে বিরাজে ।
বিধি-মাধব-হরদুল্লভ পদবর ভবস্য হৃদয়ে বিরাজে ॥
অতিমূঢ় মানব শ্রীপদ-বৈভব বর্ণনসিন্ধুমপারে ।
তৃণবন্ধনতরী অবলম্বন করি যথা ইচ্ছা তরিবারে ॥
দীনদয়াময়ী করুণাং কুরু ময়ি বিতর কৃপা এই দিনে ।
কৃপা-কাদম্বিনী ত্বং হি ত্রিনয়নি না কাম্বে দীনে দানে ।

চৌত্রিশাক্ষরে কালীর স্তব।

ঝুমর নং ২৩।

"ক" য়ে কালী কাত্যায়নী "খ" য়ে খঞ্জননয়নী
"গ" য়েতে গন্ধর্ব্বপূজ্যা গণেশজননী ॥
॥ রং ॥ নমোনমস্তে তারিণি!
প্রতি বর্ণে তব নাম বর্ণবিলাসিনি ॥
ঘ য়ে ঘনঘোররূপা, ঙ য়ে উমা-স্বরূপিণী
চ য়ে চণ্ডী ছকারেতে ছলনা-নাশিনী ॥ রং ॥
জ য়েতে জয়ন্তী জবাকুসুম-বরণী।
ঝ য়েতে ঝটিতি ভক্ত-বিপদনাশিনী ॥
ঞ য়েতে অঞ্জনবর্ণা অঞ্জন-ধারিণী।
ট কারে টানিয়া জিহ্বা দৈত্যনিপাতিনী ॥ রং ॥
ঠ য়েতে ঠাকুরপ্রিয়া হরঠাকুরাণী।
ড য়েতে ডমরুমধ্যা ডমরু-নাদিনী ॥ রং ॥
ঢ য়ে ঢালকরা, ণ য়ে প্রাণ-বিমোচিনী।
ত য়েতে ত্রিপুরা তারা ত্রিতাপহারিণী ॥ রং ॥
থ কারে থামিলা পৃথ্বী বারাহিরূপিণী।
দ য়ে দুর্গা দীর্ঘকেশী দুরন্তদমনী ॥ রং ॥
ধ য়ে ধূমাবতী ধন্যা ধনুকধারিণী।
ন য়ে নটেশ্বরী নিত্যা নগেন্দ্রনন্দিনী ॥ রং ॥
প য়ে পদ্মপত্রনেত্রা পার্ব্বতী পদ্মিনী।
ফ য়েতে ফাল্গুনী পূজ্যা শ্রীফলবাসিনী ॥ রং ॥
ব য়েতে ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মী আব্রহ্মজননী।
ভ য়েতে ভারতী ভদ্রা শ্রীভবভাবিনী ॥ রং ॥

ম কারে'ত মহামায়া মহেশমোহিনী।
য কারে যমুনা যমভয়নিবারিণী॥ রং॥
র য়ে রতিপ্রিয়া বামা রাজীবনয়নী।
ল য়েতে লাবণ্যবতী ললিতা নামিনী॥ রং॥
ব য়ে বলিপ্রিয়া বামা বৃষভবাহিনী।
শ য়েতে শাম্ভবী শম্ভু মোহিনী শর্ব্বাণী॥ রং॥
ষ য়ে ষড়াননমাতা ষট্‌চক্রবাসিনী।
স য়েতে সাবিত্রী সাধ্বী সতী সীমন্তিনী॥ রং
হ কারেতে হরপ্রিয়া হর্য্যক্ষবাহিনী।
ক্ষ য়ে ক্ষেমঙ্করী ভবের ভবানিস্তারিণী॥ রং॥

দেবীপীঠমালা।

ঝুমর নং ২৪।

হীঙ্গুলায় শ্রীকোটবী মিথিলায় মহাদেবী
শর্করায় মহিষমর্দ্দিনী।
সুগন্ধায় সুনন্দানাম শ্রীভবানী চট্টগ্রাম
মান-সরোবরে দাক্ষায়ণী॥
॥ রং॥ আনন্দে রে মন! প্রেমভরে ডাক সে জননী
জ্বালামুখে শ্রীঅম্বিকা কালীঘাটেতে কালিকা
অনলপুরেতে নারায়ণী।
মণিবেদেতে সাবিত্রী মণিবন্ধে মা গায়ত্রী
জালন্ধরে ত্রিপুরমালিনী॥ রং॥

জয়দুর্গা বৈদ্যনাথে বারাহী পঞ্চসিন্ধুতে
রামগিরি-বামেতে শিবানী।
কালমাধবেতে কালী নেপালেতে শ্রীকপালী
নর্ম্মদায় শোণাক্ষিরূপিণী ॥ রং ॥
কাশ্মীরেতে মহামায়া উৎকলেতে শ্রীবিজয়া
শ্রীমঙ্গলচণ্ডিকা উজানী।
ভৈরবাচলে অবন্তী জয়ন্তায় শ্রীজয়ন্তী
গোদাবরীতে বিশ্বজননী ॥ রং ॥
প্রয়াগে দশ মহাবিদ্যা ক্ষীরগ্রামে শ্রীযোগাদ্যা
কিরীটিতে শ্রীভুবনেশানী ॥ রং ॥
জনস্থানেতে ভ্রামরী শ্রীপর্ব্বতে শ্রীসুন্দরী
করতোয়ায় অপর্ণা-রূপিণী ॥ রং ॥
বাহুলা দেশে বাহুলা কুরুক্ষেত্রে শ্রীবিমলা
বিভাসেতে ভীমারূপিণী ॥ রং ।
শ্রীগণ্ডকী গণ্ডকীতে চন্দ্রভাগা প্রভাসেতে
কামরূপে কামাখ্যা নামিনী ॥ রং ॥
ক্ষীরোতায় অমরী নাম শিবা রত্না বলি ধাম
শ্রীহট্টে মহালক্ষ্মীরূপিণী।
বেদগর্ভা কাঞ্চীদেশে সবার ভৈরব পাশে
ভবপ্রীতার শমনবারিণী ॥ রং ॥

অথ ককারাদি অষ্টোত্তরশতনামাখ্য শ্রীকালী-স্তব।

ঝুমর নং ২৫।

নমামি কালিকে ! কপালমালিকে !
কমলকানন বাসিনী।
নমঃ কপর্দ্দিনী করালবদনী
কামারি-মানসমোহিনী॥
॥ রং ॥ কালকণ্ঠ-হৃদিবিহারিণী॥
কন্দর্প-মন্দিরবাসিনী॥
নমঃ কপালিনী কৈবল্য-দায়িনী
কর্ব্বূরকুলবিনাশিনী।
কস্তুরীবরণী কালনিবারিণী
নমঃ কুলামৃতপায়িনী॥ রং॥
কামকেলিরতা কৌলেশপূজিতা
নমঃ কুলালয়বাসিনী।
কোমলকুন্তলা নমঃ কামকলা
কর্‌কাঞ্চী কটিধারিণী॥ রং॥
কাঞ্চনভূষিতা কাশ্মীররঞ্জিতা
কুলাঙ্গনাকুল-যোগিনী।
কুলাচারপ্রীতা কপর্দ্দীবণিতা
করিপতিজিতগামিনী॥
নমঃ কুম্ভস্তনী কমলবদনী
কুটিলনয়নী কামিনী।

নমঃ কামেশ্বরী কাল-বিভাবরী
কাল ফণাধরধারিণী ॥
কাদম্বরীপ্রীতা কামেশ-অর্চ্চিতা
কুটিল-কটাক্ষশালিনী।
কামদা কামেশী কৌলেন্দ্র-রূপসী
কামাখ্যা মণ্ডলবাসিনী ॥
কোটি-বিশ্বধরা কোটি-বিশ্বহরা
কোটি-কল্পক্ষয়-কারিণী।
কুঞ্চিতচিকুরা কর্ম্মপাশহরা
নমামি কঙ্কালমালিনী ॥
কৈলাসবাসিনী কোমলহাসিনী
কুমারগণ-প্রসবিনী।
কৃপা-কাদম্বিনী করুণাবর্ষিণী
কাতর-তনয়তারিণী ॥
কমলজার্চ্চিতা কুঙ্কুমচর্চ্চিতা
কুলীশনাদ-নিনাদিনী।
কমলনয়নী কোমলভাষিণী
কর্ত্রী কপালধারিণী ॥
কপালিরমণী কুন্দাভদশনী
কদম্বকোরক-সুস্তনী।
কাশীপুরেশ্বরী কালেশ-সুন্দরী
কনক-কঙ্কণধারিণী ॥
কুলকুণ্ডলিনী কুশলদায়িনী
নমঃ কৃপামৃতবর্ষিণী।

কামনারূপিণী কামাদিদায়িনী
কলঙ্কভয়বিনাশিনী ॥
কর্পূর-ভোজিতা কুমারপূজিতা
কালিন্দী-বরণধারিণী।
কলাধরধরা কুভাগ্যাদিহরা
কুলকুণ্ডালয়বাসিনী ॥
কুমতিহারিণী কুগতিনাশিনী
কাঞ্চন মুকুটধারিণী ॥
কালকুঠারিকা কুলকুমারিকা
কুমার্গ তিমিরদামিনী ॥
কায়বাক্যগতা কাঙ্খিবাঞ্ছরতা
কাশীর শ্মশানবাসিনী।
নমঃ কল্পলতা কাম-রণরতা
কারাবাস-ভয়হারিণী ॥
কারণপায়িনী কুলবিনোদিনী
কাশীস্নানফল দায়িনী।
কেশব-পূজিতা কমলা-সেবিতা
কন্দর্পদহন-ভামিনী ॥
কল্পনারহিতা কামনাবর্জ্জিতা
কলির কলুষনাশিনী।
কল্যাণদায়িনী কুদিনহারিণী
কুসুমভূষণধারিণী ॥
কুযোগনাশিনী কুকর্ম্মবাধিনী
কুটিলবাসনাবারিণী।

কলানিবিমুখী কুধর্ম্ম-বিমুখী
কল্পতরুমূল-বাসিনী ॥
নমঃ কালজিতা কহে ভবপ্রীতা
শুন মা শিব-সীমন্তিনী।
সকরুণ মনে শ্রীজ্যোতি-রাজনে
হওগো কল্যাণদায়িনী ॥ রং ॥

বন্দনা।

ঝুমর নং ২৬।

আগেতে বন্দনা করি গণেশ-শঙ্কর-গৌরী
বন্দি হরিসহ দিনমণি।
বন্দি কবিকুলের জননী ॥
॥ রং ॥ আয় বীণাধারিণী !
আজ্ঞা দে মা ! না চাই গো নাচনী ॥
সেবি শ্রীচরণবর ব্যাসদেব কবীশ্বর
দস্যু-রত্নাকর কাব্যখনি।
কালিদাস-কবিকুলমণি ॥ রং ॥
আসিয়া রসনামূলে স্থিতি কর এই কালে
করে শক্তি দেহ বীণাপাণি।
বাজাইব মাঁদল-বাজনী ॥ রং ॥
দয়া না করিলে তুমি কি করিতে পারি আমি
মূঢ় নর অতি অল্পজ্ঞানী
ভবপ্রীতা ডাকে তাই জননী ॥ রং ॥

শ্রীশ্রীগণেশ বর্ণন।

ঝুমর নং ২৭

খ্যামটা।

বন্দি প্রভু গণপতি বিঘ্নেশ শুভমুরতি হে
পশুপতিসুত-অবতার।
সিদ্ধিপ্রদ বুদ্ধিদাতা কাত্যায়িনী তব মাতা
মহিষমর্দ্দিনী নাম যার হে হে॥
॥ রং ॥ তব ভরসা সার॥
প্রবালনিন্দিত তনু জিনি প্রভাতের ভানু হে
গজেন্দ্রবদন চমৎকার।
কর্ণেতে তাড়ন কর মধুলুব্ধ মধুকর
একদন্ত গুণের আধার হে হে॥ রং॥
চন্দ্রচূড় ত্রিনয়ন, চারি করে সুশোভন হে,
পাশাঙ্কুশ দন্ত কুম্ভ আর।
অঙ্গে রত্ন অলঙ্কার, রক্তবস্ত্র চমৎকার,
আজানুলম্বিত রত্নহার হে হে॥ রং॥
যে করে তবপূজন, ধরায় ধন্য সেইজন হে
নাহি বিঘ্ন দুর্গতি তাহার।
সৌভাগ্য সম্পদ পায়, অন্তে স্বর্গপুরে যায়,
ত্যজি' রবিসুত-অধিকার হে হে॥ রং॥
দ্বিজ ভবপ্রীতা ভণে রাখ শ্রীজ্যোতীরাজনে হে
সুখেতে শরণে আপনার।
বিঘ্নরাশি দুর কর দেহ মনোনীত বর
কর রাজ-বিপক্ষ সংহার হে হে॥ রং॥

ঐ ভাদ্রমাসের ঝুমর নং ২৮।

বন্দি শঙ্করনন্দন সিন্দুরসম বরণ
গজানন প্রভু মূষিকবাহন।
॥ রং ॥ বিঘ্নবিনাশন ॥
শূর্পকর্ণ লম্বোদর চন্দ্রচূড় গণেশ্বর
বন্দি প্রভু গৌরীর হৃদয়নন্দন ॥ রং ॥
করে ধরেন পাশাঙ্কুশ দন্ত বারুণী কলস
ভালদেশে কিবা সিন্দূর শোভন ॥ রং ॥
মাতা তব ব্রহ্মময়ী পিতা ত্রিপুরবিজয়ী
ভবপ্রীতা নিল চরণে শরণ ॥ রং ॥

শ্রীশ্রীশিব বর্ণন।

ঝুমর নং ২৯।

জিনি কোটি শশধর অঙ্গশোভা মনোহর
কটিতটে বাঘাম্বর।
ববম্ রব বদনে ॥
॥ রং ॥ কে যোগী বৃষবাহনে ॥
শিরে সাজে জটাজূট ভুজঙ্গ-রাজমুকুট
কণ্ঠে নীল-কালকূট।
অহিশিশু শ্রবণে ॥ রং ॥
অর্দ্ধেন্দু ভালে শোভন ঢুলু ঢুলু ত্রিনয়ন
উর্দ্ধনেত্রে হুতাশন।
যে দহিল মদনে ॥ রং ॥

বামাঙ্গে গিরীন্দ্রসুতা তারুণ্য লাবণ্যযুতা
প্রেমানন্দে ভবপ্রীতা
মাগে স্থান চরণে ॥ রং ॥

ঝুমর নং ৩০।

কি বর্ণিব পশুপতি অশক্যা যাহে ভারতী
বিমুখ নিজে চতুরানন।
আমি অতি মূঢ়মতি নাজানি ভকতি স্তুতি
নিজগুণে করহ তারণ ॥
॥ রং ॥ জয় জয় ত্রিলোচন
ভোলানাথ বিশ্বনাথ জগত-জীবন।
শঙ্খেন্দু-ধবলবর্ণ জটা-আভা জিনি স্বর্ণ
কর্ণমূলে ধুতুরা শোভন।
বামভাগে শৈলসুতা রক্তাঙ্গী স্বরূপযুতা
স্বচ্ছনীরে নলিনী যেমন ॥ রং ॥
বাল-ইন্দু শোভে ভালে মধ্যবপু ব্যাঘ্রছালে
হাড়মালে কণ্ঠ সুশোভন।
পরশু অভয় বর মৃগ আদি করে ধর
উমাবর বিপদভঞ্জন ॥ রং ॥
কৈলাশ-শিখরাসীন চারিদিকে প্রেতগণ
করে ঘন ডমরু-বাদন।
এইরূপে দয়া করে' রাখ লক্ষীপুরেশ্বরে
ভবপ্রীতা লইল শরণ।

ঐ ঝুমর নং ৩১।

শঙ্খেন্দু-কুন্দ-ধবল বরণ, ভালে বালবিধু করিছে দীপন
করে খট্টাঙ্গ-ত্রিশূলধারী।

বিভূতিভূষণ । জটাম্বুশোভন
বামাঙ্গে ভূধর নৃপ-কুমারী ॥
॥ রং ॥ জয় জয় হে হর জয় প্রভু ত্রিপুরারি ॥
ভানু-কৃশানু-সিন্ধুতনয় এতিন নয়ন কিবা শোভাময়
জটাতে গঙ্গার উঠে লহরী ।
ব্যাঘ্রচর্ম্ম বাস কাকোদর পাশ
ললাটে হুতাশ স্মরান্তকারী ॥ রং ॥
ধুতুরা-কুসুমদাম সাজে উরে উগর-উপবীত শোভা করে
প্রভু আরূঢ় বৃষভোপার ।
প্রমথের নাথ প্রমথের সাথ
প্রমথ-বনবিহারী ॥ রং ॥
ভক্তজনে হন বাঞ্ছাকল্পতরু সুরাসুর-ঋষি নরের গুরু
অগুরু-কস্তুরী-কুঙ্কুমধারী ॥
নাম আশুতোষ অল্পেতে সন্তোষ
ভবপ্রীতা গায় কর জুড়ি' ॥ রং ॥

ঐ ত্রিপদী।

শিবপাদপদ্মবর ভক্তমন-সুখকর
অন্তকালে শমনবারণ।
নখর-বিধুমণ্ডল হেরিয়া প্রেমবিহ্বল
লুব্ধল চকোর মোর মন ॥

ঝুমর নং ৩২।

কর্পূরকান্তি ধবল অঙ্গ কোটিশশধর-দরপভঙ্গ
কুরঙ্গ পরশু বরাভয় কর ধারণ।
ত্রিনেত্রে সূর্য্য সোম হুতাশ যাহি করল মদননাশ
শমনত্রাসহরণ তব চরণ।
॥ রং ॥ জয় হে জগবন্দিত ! তব পদে মম শরণ ॥

সৌর-করপ্রভ ভীম জটাজাল তাহে বীচি গাঙ্গ মুকুটব্যাল
ডমরুতাল ডিমি ডিমি করবাদন
তাহিকে শবদেহরসিত ভই নাচত প্রমথ তাথই থই
ধুধু ধৈই শিঙ্গা প্রলয়নাদ-নাদন ॥ রং ॥
বামাঙ্গে শোভিতা শৈলরাজসুতা ভুবনমোহিনী রূপগুণযুতা
সংস্তুতা ত্রিভুবনে সার তাঁর চরণ।
মনসিজ-ভস্মভূষিত দেহ, বিশ্বভুবনে তনয় স্নেহ
প্রসন্নবদন আশুতোষ নাম ধারণ ॥
জয় নীলকণ্ঠ ত্রৈলোক্যের গুরু, জয় ভক্তজন-বাঞ্ছাকল্পতরু
করুণা-বরুণালয় প্রভু পাবন।
জয় পরব্রহ্ম শিব সুরেশ হর প্রভু ভবপ্রীতার ক্লেশ
আয়ুশেষকালে দাম্পতি শিব দর্শন ॥ রং ॥

ঐ ঝুমর নং ৩৩।

দেবের বরে ত্রিপুর জয় কৈল তিন পুর
অমর নিল হরশরণ।
অমরে কাতর হেরি সক্রোধে ক’ন কামারি
আজি অরি হইবে নিধন ॥
॥ রং ॥ শিঙ্গা বাজে অনুক্ষণ।
আনরে প্রলয়ী শূল ডাকেন পঞ্চানন ॥
ক্রোধে উর্দ্ধে উঠে জটা যেমন কেশরিসটা
অগ্নিছটা ললাটে দীপন।
শিরে গঙ্গা কলকল ভারে পৃথ্বী টলমল
ঢল ঢল ঘোরে ত্রিনয়ন ॥ রং ॥

ক্ষৌণী হইলা স্যন্দন সারথী মরালাসন
শশাঙ্ক-তপন চক্র হ'ন।
গিরিবর শরাসন কলম্ব মধুসূদন
বেদ হ'ন রথের বাহন॥
কটি আঁটিয়া ভুজঙ্গে সাজি প্রভু রণরঙ্গে
শতাঙ্গে করিলা আরোহণ।
ভবপ্রীতানন্দ কয় যার পলকে প্রলয়
তার কেন এত আয়োজন॥ রং॥

ঐ ঝুমর নং ৩৪।

জয় জয় প্রভু জয় মহেশ বৈদ্যনাথ শিব সুরেশ
রুদ্রবেশ শেষমুকুট সাজে।
ভক্তক্লেশ পাপলেশ কর বিনাশ ব্যোমকেশ
ভালদেশ মণ্ডিত দ্বিজরাজে॥
॥ রং॥ ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু করবাজে (করবাজে)
(অভয়চরণে দেহ শরণ প্রণমি প্রমথরাজে)
নাচত প্রভু ভূতসঙ্গ বিভূতি-ভূষিত ধবল-অঙ্গ
কত ভুজঙ্গ অঙ্গ-অঙ্গে রাজে।
ক্রোধে দগধভেল অনঙ্গ ত্রিশূলে ত্রিপুর-অঙ্গ ভঙ্গ
করে কুরঙ্গ বরাভয় টঙ্ক সাজে॥ রং॥
ত্রিনয়নে রবি শশী হুতাশ ভালে বালবিধুপ্রকাশ
করে বিলাস সুরধুনী জটামাঝে।
অন্তরে ভেল কৃপাবিকাশ শমনপাশ-ত্রাশনাশ
করিলা আপনি দ্বিজসুত-হিতকাজে॥ রং॥
সিন্ধুমথনে উপজে গরল ভয়ে ত্রিভুবন করে টলমল
সুরদল অতি ব্যাকুল ভয়-লাজে।

সদয় আপনি হ'য়ে মহাবল তরল-গরল কণ্ঠে অচল
করিয়া নীলকণ্ঠরূপ বিরাজে॥ রং॥
পরমাপ্রকৃতি করিয়া ধারণ ত্রিগুণে ত্রিমূর্ত্তি করে প্রকাশন
সৃজন পালন-সংহরণ তিন কাজে।
ভবপ্রীতা ভণে জীবন-মরণ মম গতি তব অভয় চরণে
এই রূপ যেন হৃদয়ে সতত রাজে॥

ঐ ভাদ্রমাসের ঝুমর নং ৩৫।

বন্দি শিব ত্রিদশেশ ত্রিলোচণ অম্বিকেশ
ত্রিলোকেশ ত্রিলোকে ত্রিতাপবারী॥
॥ রং॥ হর ত্রিপুরারি! ত্রিনেত্র ত্রিগুণ হে ত্রিশূলধারী॥
শঙ্কর শম্ভু সুরেশ সদানন্দ ব্যোমকেশ
ভূতেশ ভৈরব ভীম ভয়হারী॥ রং॥
বৃষকেতু পঞ্চানন পার্ব্বতীর প্রাণধন
পতিতপাবন শম্ভু শুভকারী॥ রং॥
গঙ্গাধর গণধাতা তুমি হে গণেশপিতা
তুমি ভবপ্রীতার হৃদিবিহারী॥ রং॥

শ্রীশ্রীদশভুজাদুর্গা-বর্ণন।

ঝুমর নং ৩৬।

কে রামা কেশরি পরে দশ করে অস্ত্র ধরে'
নাচিছে ঘোর-সমরে
রূপে জিনি চপলা॥ রং॥
মহেশ-প্রেমপাগলা॥

প্রফুল্ল-পঙ্কজাননা ত্রিভঙ্গিনী ত্রিনয়না
মুক্তকেশী সুদর্শনা
ললাটে শশিকলা॥ রং॥

রত্ন-অলঙ্কার অঙ্গে ভাসে সমর-তরঙ্গে
গণেশ কার্তিক সঙ্গে
সরস্বতী কমলা॥ রং॥

মৃদুহাসি বিম্বাধরে সাজে পীনপয়োধরে
মুক্তাহার স্তরে স্তরে
সুধাপানে বিহ্বলা॥ রং॥

দানবে জিনিয়া রণে রেখেছে বামচরণে
দ্বিজ ভবপ্রীতা ভণে
নিবার ভবজ্বালা॥ রং॥

ঐ ঝুমর নং ৩৭।

আজি মর্ত্ত্যবন নন্দন-কানন
কৈলাশে আজি কে চায় রে?
কৈলাশের মণি জগত-জননী
হের না অই যে ধরায় রে॥
॥ রং॥ ডাক ডাক ভাই মনের সুখে জয় মা বলে' সবায় রে।
রমা গণপতি স্কন্দ সরস্বতী
দক্ষিণ-বামে শোভায় রে।
মধ্যে মৃগপতি পৃষ্ঠে ভগবতী
অসুর পদে লোটায় রে॥ রং॥
পূর্ণচন্দ্রাননী তারুণ্যশালিনী
জটা মুকুট মাথায় রে।

খণ্ডশশী ভালে অবতংসজালে
আবৃত ত্রিভঙ্গ কায় রে ॥ রং ॥
ভ্রাতঃ সবে মিলি ভরহ অঞ্জলি
চন্দন-রক্তজবায় রে।
জয় দুর্গে বলি' দিব পুষ্পাঞ্জলি
রাঙ্গাজবা রাঙ্গা পায় রে ॥ রং ॥
সম্বৎসর দুঃখে মায়ের সম্মুখে
কাঁদিব মিলে সবায় রে।
এই তিনদিন কেবা মাতৃহীন
ভবপ্রীতা প্রেমে গায় রে ॥ রং ॥

ঐ ঝুমর ভাদ্রমাসের নং ৩৮।

হেমাঙ্গিনী কে সুন্দরী দশকরে অস্ত্র ধরি
বিনাশিছে দেব-অরিকুল গো ॥
॥ রং ॥ শ্রীচরণে সাজে জবাফুল ॥
পূর্ণেন্দু-বদনা সতী তারুণ্য-লাবণ্যবতী
পশুপতি ওরূপে আকুল গো ॥ রং ॥
জটা-মুকুট মণ্ডিত বালেন্দু ভালে ভূষিত
সুশোভিত অরুণ-দুকুল গো ॥ রং ॥
দক্ষিণ পদ সিংহেতে বামে চাপি' দৈত্যনাথে
হৃদয়েতে বিঁধেছে ত্রিশূল গো ॥ রং ॥
মায়ের অভয়পদ ভবপ্রীতার সুসম্পদ
বিপদ ভঞ্জনে অনুকূল ॥ রং ॥

শ্রীশ্রীকালীবর্ণন।

ঝুমর নং ৩৯।

কোটি-রবি-শশি-কিরণ-হরণ তরুণ-জলদ শ্রীঅঙ্গ-বরণ
চরণ ত্রিলোকশরণ্য ভবাব্ধিতরণী।
পদে দশনখ বিধুপ্রকাশ ভক্তহৃদয়-তমবিনাশ
রবিসুতপাশ-ত্রাসহরণকারিণী॥
॥ রং ॥ জয় মা জগদম্বিকে দেহি শরণ তারিণী॥
মুখ হেরি অলি চকোর বাদ একে কহে পদ্ম অপরে চাঁদ
সুধা-স্বাদরতা ভীমা মাভৈ-রবনাদিনী॥
কমলবন্ধুসিন্ধুতনয় সহ হুতবহ নয়নত্রয়
বরাভয় অসি নর-শির করধারিণী॥ রং॥
মহাকাল-সহ রতিপ্রসঙ্গ ভূত ভৈরব ডাকিমী সঙ্গ
অপাঙ্গবিলাসে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিণী।
লোলজিহ্বা ঘনঘোরাট্টহাস বিবুধ সুখদ দনুজত্রাস
ভালে প্রকাশ শশী আশাম্বরধারিণী॥ রং॥
উরসে উরোগ নৃমুণ্ডমাল শ্রীপদে লুণ্ঠিত চিকুরজাল
প্রসন্নবদনা তারা ফেরুপাল পালিনী।
পয়োধর জিতকরভকুম্ভ কি ছার উপমা বিল্ব দাড়িম্ব
গুরু-নিতম্ব হেরি' অধীরা ধরণী॥ রং॥
তারুণ্য কারুণ্য লাবণ্যে পূর্ণ হেরি মন্মথারি-গৌরব চূর্ণ
তূর্ণ ফলদা কল্পলতা ভয়হারিণী।
রতনভূষিতা চিতানলস্থিতা দক্ষিণকালিকা বন্দে ভবপ্রীতা
দেহি কবিতা জনশ্রুতি সুধাবর্ষিণী॥ রং॥

ঐ ঝুমর ভাতুরিয়া নং ৪০।

মহাকাল-সরোবরে নীল-নলিনী বিহরে
নাচিতেছেন হরের প্রেমেতে বিহ্বল।
॥ রং ॥ রূপে ঝলমল ॥
জলদবরণ আভা শ্রীঅঙ্গে শোণিত-শোভা
কালীন্দীর নীরে অরুণ কমল ॥ রং ॥
বাল-ইন্দু শোভে ভালে গলে মুণ্ডমালা দোলে
কর্ণযুগে মায়ের শবের কুণ্ডল ॥ রং ॥
দক্ষিণে অভয় বর বাম করে অসি শির
কটিতটে কাঞ্চী নৃকর-মণ্ডল ॥ রং ॥
জবা-আভা ত্রিনয়ন চিকুর হীনবন্ধন
সুধাপানে টলেন আনন্দে বিহ্বল ॥ রং ॥
ডাকিনী যোগিনী সঙ্গে শ্মশানে ভ্রমিছেন রঙ্গে
চারিভিতে চিতা শিবার কল্লোল ॥ রং ॥
ভবপ্রীতানন্দ বলে ভুলোনা অন্তিমকালে
দিতে যেন রাঙ্গা চরণ কমল ॥ রং ॥

ঝুমর নং ৪১।

নিধুবন-মহারসে বিহরে হর-উরসে গো
(আহা) প্রকাশে অমিয় হাসি সুধাংশুবদন
॥ রং ॥ মায়ের কিরূপ হেরিলাম গো
যেরূপে পাগল আমার মন ॥
বর-বপু কি ত্রিভঙ্গ শোণিতে চর্চ্চিত অঙ্গ গো
(মার) সুরঙ্গ নবীন মেঘে বিজুলি যেমন ॥ রং ।
পীনোন্নত পয়োধর তদুপরি মুণ্ডহার গো
(দেখ) বিকচারবিন্দপ্রায় সাজে ত্রিনয়ন ॥ রং ॥

পরিয়াছে বিবসনা মানব-কর-রসনা
(কিবা) শবশিশু সহ ঈশু কর্ণে সুশোভন ॥ রং ॥
দক্ষিণে অভয় বরে অসি শির বাম করে গো
(আহা) চিকুর তেয়াগী পাশ স্পর্শিছে চরণ ॥ রং ॥
চিতাগ্নিমাঝে আ মরি ! বিরাজে হরসুন্দরী গো
(তারে) ভবপ্রীতানন্দ হেরি আনন্দে মগন ॥ রং ॥

শ্রীকালী-স্তুতি।

ঝুমর নং ৪২।

রাখিলা ইন্দ্র চাপি' মৃগেন্দ্র জম্ভ-তনয়নাশিনী।
নাশিলা শুম্ভ সহ নিশুম্ভ কালিকা রূপধারিণী ॥
॥ রং ॥ জগৎ জননী জয় মা দুর্গে দুর্গতি-ভয়-হারিণী ॥
যোগিনী সঙ্গে নাচিলা রঙ্গে মহেশ উরে উলঙ্গিনী।
করালবদনে বিলোলরসনে দনুজ শোণিতপায়িনী ॥ রং।
দক্ষিণ দ্বিকর বরাভয়ধর বামে অসি-শিরধারিণী।
ঘোর হুহুঙ্কার মুক্ত কেশভার জয়তি মা রণরঙ্গিণী ॥
কমল-বন্ধু বহ্নি সিন্ধু-তনয় ত্রিন-নয়নী।
ক্ষীণ-কটীপর নৃকরনিকর আবৃত কিমত কিঙ্কিনী ॥ রং
কালীদহ-জলে রাখিলা গোপালে নাগেন্দ্র-ভূষণধারিণী।
'ভবপ্রীতানন্দে মন আনন্দে রাখহ চরণে তারিণী ॥ রং ॥

ঐ হিন্দী এবং বাঙ্গালা মিশ্রিত ঝুমর নং ৪৩।

এ সংসারে সব মিছা কেবল কালীর নামটা সাঁচা।
ভজিবি-তো ভজলে মন দিনা দুই চারি ॥
॥ রং ॥ মনের কথা মনে রবে এলে দণ্ডধারী।

মানবের আয়ু ক্ষীণ অর্দ্ধেক হরিবে নীন।
তদর্দ্ধ শৈশব জরা ব্যধি লয় হরি॥ রং॥
শয়ন ভোজন পানে নিত্যকর্ম্ম আলাপনে।
দিনে দিনে যাবে আয়ু যেমন জোয়ার বারি॥ রং॥
দারা সুত ধন জন যাহা ভাবিছ আপন
যেদিন কায়া ছাড়ি যাত হংসা দেত দেহা জারী॥ রং॥
ভবপ্রীতানন্দ কহে যার অভিরুচি যাহে
মজ তাহে আমি কিন্তু ভজেছি শঙ্করী॥
অভয় চরণে মন দিলাম রে ভাই জারি॥ রং॥

শ্রীশ্রীস্বরস্বতী-বর্ণন।

ঝুমর নং ৪৪।

কোটি শশধর অধিক সুন্দর বিরাজে ধবল কায়।
প্রফুল্ল কমল শ্রীমুখমণ্ডল কুণ্ডল কর্ণে দোলায়॥
॥ রং॥ শ্বেত-শতদলে ও কে রামা শোভা পায়?
খঞ্জন-গঞ্জন রঞ্জিত অঞ্জন নয়নযুগল তায়।
সুমধুর হাসি অধরে প্রকাশি ভুবন-জনে ভুলায়॥ রং॥
মণি-মরকত অঙ্গে সাজে কত ভুষিতা স্বর্ণভূষায়।
বয়সে নবীনা করে স্বর্ণবীণা চিকুর পায়ে লোটায়॥ রং॥
রাঙ্গাপদতলে সুখে হংস খেলে ত্রিভঙ্গভাবে দাঁড়ায়॥
ভবপ্রীতা বলে চরণকমলে মম মন-অলি ধায়॥ রং॥

ঐ খ্যামটা ঝুমর নং ৪৫।

শশধর-কর জিনি তনু রাজে
সরোজবদনা সরোজে বিরাজে॥
কত রত্ন-অলঙ্কার অঙ্গে সাজে
সুমধুরসুরে করে বীণা বাজে॥

কুচ হেরি দাড়িম্ব বিদরে লাজে
কটী ক্ষীণ অতি জিনি মৃগরাজে ॥
রতি রম্ভা আদি রত্তা সেবাকাজে
ভবপ্রীতা ভাবে পদ হৃদিমাঝে ॥

ঐ ঝুমর নং ৪৬।

মরি ! কি রূপমাধুরী শুক্লবর্ণা কৃশোদরী
বয়সে নবকিশোরী হেরি ভূমণ্ডলেতে।
॥ রং ॥ কে রামা বিহরে সুখে শ্বেত-শতদলেতে ॥
এড়াইতে রাহুত্রাস পরিহরি নীলাকাশ
পূর্ণ শশী করেন বাস শ্রীমুখমণ্ডলেতে ॥ রং ॥
বরাঙ্গে হয় শোভিত কাঞ্চন-মণিনির্ম্মিত
অলঙ্কার শত শত রত্নমালা গলেতে ॥ রং ॥
মধুর বীণা-ঝঙ্কারে চৈতন্য করি সংসারে
সঙ্গীত-রস-সাগরে খেলে কুতূহলেতে ॥ রং ॥
বিম্বাধরে মৃদুহাসি ঢালে প্রাণে সুধারাশি
ভক্তে করুণা প্রকাশি' বিরাজে মরালেতে ॥ রং ॥
দ্বিজ ভবপ্রীতা ভণে তব শ্রীপদশরণে
জিনিব রবিনন্দনে তব নামবলেতে ॥ রং ॥

ঝুমর নং ৪৭।

শরদিন্দুনিভাননা শঙ্খেন্দু-কুন্দবরণা
কে কামিনী শ্বেতাব্জে বিহরে ?
করে ধৃত স্বর্ণবীণা বয়সে অতিনবীনা
কবি সে রূপের উপমা দিতে নারে রে ॥
॥ রং ॥ ও ভাই হেরে' নয়ন ভরে'
বামার রূপে ভুবন ঝল মল করে রে ॥

হাসে আহা ! কি মধুর গলিত দীর্ঘ চিকুর
মুকুর মলিন বর্ণ হেরে' ।
রতন-মুকুট শিরে ভাল ভূষিত সিন্দূরে
কপোলে কুণ্ডল শোভা করে রে ॥ রং ॥
সুদীর্ঘ নেত্র বিশাল উচ্চকুচে মতিমাল
মৃণালনিন্দিত ভুজবরে ।
হেরি তার সুচলন মরাল লজ্জিতমন
বাহন হইল শিখিবরে রে ॥ রং ॥
হরিমধ্যা ত্রিভঙ্গিনী পদে পদে কি ছাঁদনি
চাঁদনি-বরণ দ্যুতি ধরে ।
অলক্তমণ্ডিত পদ যেন দুই কোকনদ
ভবপ্রীতার হৃদি সরোবরে রে ॥ রং ॥

ঝুমর নং—৪৮ ।

ধবল-কমল পরে রে ও কে বিহরে আমরি ?
বিমল রজত বিমল রজত তনু সুষমাসুন্দরী ?
॥ রং ॥ হেরি কি রূপ মাধুরী ॥
পূর্ণসুধাকরমুখী রে ত্রিভঙ্গিনী কৃশোদরী
নয়ন নিরখি' নীরে লুকায় সফরী ॥ রং ॥
মরি ! মরি ! কিবা শোভা রে রত্ন অলঙ্কার পরি'
করেতে কনকবীণা পীনপয়োধরী ॥ রং ॥
কহে দ্বিজ ভবপ্রীতা রে রাঙ্গাশ্রীচরণ ধরি'
রাখ শ্রীজ্যোতি-রাজনে চিরজীবী করি' ॥ রং

ঐ খ্যামটা ঝুমর নং ৪৯।

শারদচন্দ্রমা জিনি জিনি সিত-সরোজিনী
শ্বেতাঙ্গিনী কে কামিনী কি মান ধরে?
॥ রং ॥ শ্বেত-শতদলে রামা সুখে বিহরে ॥
প্রফুল্ল-পঙ্কজাননা কুরঙ্গশাব-নয়না
বয়সে নবীনা স্বর্ণবীণাটি করে ॥ রং ॥
মণিমন্দিরবাসিনী মুক্তকেশী ত্রিভঙ্গিনী
দুপাশে দুই সঙ্গিনী সেবে চামরে ॥ রং ॥
মুকুট কুণ্ডল সাজে কটিতে সপ্তকী বাজে
মুকুতাহার বিরাজে সে পয়োধরে ॥ রং ॥
বিম্বাধরে মৃদুহাসি ঢালে প্রাণে সুধারাশি
পদনখরে প্রকাশিছে সুধাকরে ॥ রং ॥
তব পদে নিরন্তর ভবপ্রীতা মাগে বর
চিরজীবী কর শ্রীজ্যোতি নৃপবরে ॥ রং ॥

শ্রীশ্রীলক্ষ্মী বর্ণন।

ঝুমর নং ৫০।

কনক-কমলে কনক-বরণা ও কে রামা মৃদুহাসিনী?
কমল-বদনা কমল-নয়না কমল-শ্রীফলধারিণী ॥
॥ রং ॥ চঞ্চলচলনা ও কার ললনা? তার রূপ যেন স্থির-দামিনী ॥
দুকুলে রতন রতনকঙ্কন কটিতটে রত্ন-কিঙ্কিণি।
ভ্রূমধ্যে সিন্দূর তিলক সুন্দর বিম্বাধরা পিকভাষিণী ॥ রং ॥
যার পদরেণু পেয়ে সুরপতি ভুঞ্জেন অমরা রাজধানী।
এই সে ললনা কেশববাসনা ঐশ্বর্য্য-মন্দিরবাসিনী ॥ রং ॥

নিবিড়নিতম্ব ঢেকেছে চিকুর ত্রিভঙ্গিনী সিন্ধুনন্দিনী।
হেরে পদদ্যুতি ম্লান স্বীষাম্পতি ভবপ্রীতা প্রতিপালিনী

বন্দনা।

ঝুমর নং ৫১।

বন্দিহরি-পীতবাস পরম ব্রহ্ম প্রকাশ
নব রাসরসে রাধার মনহারী॥
॥ রং ॥ হরি-বংশিধারী! ব্রজেন্দ্রনন্দন বৃন্দাবনচারী॥
গোবিন্দ গরুড়াসন গোপিনী-মনরঞ্জন
হে গোপাল গোবর্দ্ধন গিরিধারী॥ রং॥
হে বিধুবদন হরি নিধুবন-সিন্ধুতরী
ব্রজবধূ-ফুলে মধুপানকারী॥ রং॥
কমলা তব বনিতা তুমি হে কন্দর্পপিতা
তুমি ভবপ্রীতার ভবকাণ্ডারি॥ রং॥

প্রহ্লাদচরিত পালা

প্রহ্লাদের বিদ্যাশিক্ষা।

ঝুমর নং ৫২।

ক, দেখি প্রহ্লাদ ভাবে গদগদ
নয়নে প্রেমনীর ঝরে
॥ রং ॥ সেইভাব হেরে মুনিবর চিন্তিত অন্তরে॥
কহে মহামুনি কেন কান্দ শুনি
কহে শিশু বচন মধুরে॥ রং॥

প্রভু-আত্মক্ষর হেরি মুনিবর
সুখে ভাসি প্রেমনীরে ॥ রং ॥
শুনি বিপরীত মুনি হৈলা-ভীত
ভবপ্রীতা হরি স্মরে। রং ॥

বিদ্যা-পরীক্ষা

ঝুমর নং ৫৩।

প্রহ্লাদে করিয়া কোলে হিরণ্যকশিপু বলে
কহ কিবা কৈলা অধ্যয়ন ॥
॥ রং ॥ হরিনাম শুনি মুখে বিষাদিত মন ॥
কত ধে নিষেধ করে তবু ডাকে কৃষ্ণ হরে
পতিতপাবন জনার্দ্দন ॥ রং ॥
ডাকি' তবে অনুচর ক্রোধে কহে দৈত্যবর
নষ্ট কর পাপিষ্ঠ নন্দন ॥ রং ॥
ভবপ্রীতানন্দ কহে ভক্তের সঙ্কট নহে
সদা রক্ষা করে সুদর্শন ॥ রং ॥

প্রহ্লাদ কর্ত্তৃক জনককে হরি-ভজনোপদেশ দান।

ঝুমর নং ৫৪।

কর হে পিতঃ! মাধবে প্রীত, ত্যজ মদ হরি-ভজনে।
মদ-বিমর্দ্দন ভজ জনার্দ্দন, জানকী-জীবন-রতনে ॥

॥ রং ॥ কহিছে প্রহ্লাদ না জানে বিষাদ
বহে প্রেমধারা নয়নে ॥
ত্যজিয়া ভ্রান্তি নীরদকান্তি ভজ শ্রীনন্দনন্দনে।
নব নটবর, মুরলি-অধর, ব্রজবধূকূলভঞ্জনে ॥ রং ॥
সব অনিত্য কেবল সত্য ভজ শ্রীরাধিকা-রমণে ॥
যে নাম রটন বিধি পঞ্চানন শেষ করে বহুবদনে ॥ রং
নারদ ঋষি বাসর নিশি, গান করে বীণাবাদনে।
ভবপ্রীতানন্দ হয়ে আনন্দ ভজে শ্রীমধুসূদনে ॥ রং ॥

পয়ার

শুনি উপদেশবাণী ক্রোধে দৈত্যবর।
কহে হত কর এই পাপিষ্ঠে সত্বর ॥

ঝুমর নং ৫৫।

পড়ে' বিষম সঙ্কটে প্রহ্লাদ শ্রীহরি রটে গো
(বলি) শ্রীমধুসূদন বলে' ডাকে অনুক্ষণ গো
॥ রং ॥ রক্ষা কর জনার্দ্দন গো (রক্ষাকর জনার্দ্দন)
করিপদতলে ফেলে করে ধরি' শির তুলে গো
(বলি) দর্প ত্যজি' সর্প করে ছত্রের ধারণ গো ॥ রং।
শীতল হইল অনল অমৃত সম গরল গো
(বলি) সলিলে ফেলিল তবু না হইল মরণ গো ॥ রং।
শ্রীহরি রাখেন যারে কে তারে মারিতে পারে গো
(বলি) ভবপ্রীতা কহে তারে বিমুখ শমন গো ॥ রং।

পয়ার।

না হইল সুতনাশ দেখি দৈত্যপতি।
বাঁচিলে কেমনে তারে সুধায় সম্প্রতি ॥

প্রহ্লাদ কহিলা মোরে রাখে নারায়ণ।
শুনিয়া হইল দৈত্য ক্রোধে হুতাশন॥

ঝুমর খ্যামটা নং ৫৬।

ক্রোধে কম্পিত হ'য়ে কহে দৈত্যবর
শুন শুন সুকুমার
এই স্তম্ভে দেখাহ নারায়ণ॥ রং॥ তবে মানে মন॥
অতি দ্রুতবেগে ধায় দণ্ডধর
যেখানে সে স্তম্ভবর
মুষ্ট্যাঘাতে করিল বিদারণ॥ রং॥
রাখিবারে ভক্তবাক্য মুরহর
ধরি' ভীম কলেবর
নরহরি' রূপে দিলা দরশন॥ রং॥
ধরি' দৈত্যনাথে কৈলা জঠর বিদার
ঘোর হুহুঙ্কার
ভবপ্রীতারে এইরূপে করিহ রক্ষণ॥ রং॥

কালীয়দমন পালা।

ঝুময় নং ৫৭।

বৃক্ষে চড়ি' হরি মালসাট মারি' ঝাঁপ দিলা কাল-সাগরে।
হেরি গোপগণ করিছে ক্রন্দন ভূমিবিলুণ্ঠন কাতরে॥
॥ রং॥ কালীয়দমন কারণ মোহন পশিলা-কালকূট-নীরে॥
শুনি ব্রজপতি সহ যশোমতি যুবতীরা ধায় দ্রুতভরে।
আসিয়া সেথায় করে হায় হায় খসি যায় ভূমি উপরে॥ রং॥

সেথা পদবর ঠেকে নাগশির দংশে ভুজঙ্গ রোষভরে।
ভাঙ্গিল দন্ত ভুজঙ্গ শান্ত উঠে হরি ফণিবরশিরে॥ রং॥
বিশ্বম্ভর ভরে শোণিত উগরে স্তবিলা নাগিনী কাতরে।
কহেন মুরারে যাহ স্থানান্তরে ভবপ্রীতা গায় জোড়করে॥

পয়ার।

কৃষ্ণ অদর্শনে কান্দে ব্রজবাসিগণ।
ঘন হাহাকার রব শোকাকুল মন॥

ঝুমর নং ৫৮।

কুলে উঠে কালাচাঁদ নাশ ব্রজের পরমাদরে
(ঐ তোর) শ্রীদাম সুদাম কান্দে কান্দে বৎস গাই॥
॥ রং ॥ কুলে দাঁড়াও রে কুলে দাঁড়াও প্রাণের কালা
কান্দেন নন্দ গুণধাম আর কান্দে বলরাম রে
গোপ গোপী কান্দে কান্দেন যশোমতি মাই॥ রং॥
তোর শূন্য ব্রজ হেরি' পূর্ব্ব কোপ মনে করি রে
নাশে যদি বজ্রধারী সব অনুপায়॥ রং॥
কে তোর রাখিবে ধেনু কে বাজাবে মোহন বেণু রে
যশোদারে কে ডাকিবে মধুস্বরে মাই॥ রং॥
কুলে হেরি শ্যামরায় সবে দ্রুতপদে ধায় রে
ধরাধরি করে, ভবপ্রীতা ধরে পায়॥ রং॥

শ্রীশ্রীহরি-বন্দনা।

ঝুমর নং ৩৯।

জয় রমাকান্ত নীলাম্বুদ শ্যাম
কমললোচন সুখ মোক্ষধাম
চারু চতুর্ভুজধারী!
ধৃতপীতাম্বর ভুবনসুন্দর
ভক্তজন-ভয়হারী হে॥
॥ রং ॥ জয় হরি হরবান্ধব মধুহারী!
জয় রামরূপ ভবার্ণবতরী রাবণ-মদান্ধ-মাতঙ্গ-কেশরী
শিব-ধনুর্ভঙ্গকারী।
ভার্গব-খদ্যোত রবি সমুদ্ভত
জানকী-চিতবিহারী হে॥ রং॥
জয় কৃষ্ণরূপ কংসদলন বৃন্দাবন-চারী ধৃত-গোবর্দ্ধন
শ্রীরাধিকামনোহারী।
বংশীবদন নীলরতন
ভৃগুপদ চিহ্নধারী হে॥ রং॥
শ্রবণে কুণ্ডল গলে বনমাল উরসে কৌস্তুভ অঙ্গে রত্নজাল
বামে ক্ষীরোদ কুমারী!
পতিতপাবন গরুড়বাহন
সেবকের শুভকারী হে॥ রং॥
যে পদকমলে অহল্যা তারিলে বলিদর্পনাশ কালীয় দলিলে
বহাইলে গঙ্গাবারি।
ভবপ্রীতা ভণে রাখ সে চরণে
দারুণ দুঃখ নিবারি' হে॥ রং॥

ঝুমর নং ৬০।

বিসারিয়া মনা কেশবচন্দ—কেন বা বসিয়া নিরানন্দ
কান্দিছ শোকবিধূরে।
হও স্থির মতি ডাক রমাপতি
দুর্গতি যাইবে দূরে রে॥
ভজ গোবিন্দ পদারবিন্দ বন্দিত তিন পুরে॥
পুলক-পরাণে প্রেমের ডাক জয় রাধা কৃষ্ণ হরে! হরে
নামাক্ষরে সুধা ক্ষরে।
সেই সুধা পানে শঙ্কর শ্মশানে
বিষপানে নাহি মরে রে॥ রং॥
হরিনাম দুঃখ সিন্ধু-পার-তরী লজ্জা'সিন্ধু তরে দ্রুপদকুমারী
ধ্রুব মান লাভ করে।
ভ্রমে অজামিল তনয়ে ডাকিল
মরা মরা করি তরে রত্নাকর নামামৃত পানে প্রহ্লাদ অমর
বিভীষণ রাজ্য করে।
পড়িয়া সঙ্কটে ভবপ্রীতা রটে
পরিত্রাহি হরি মোরে হে॥ রং॥

শ্রীশ্রীহরিহর বর্ণন।

ঝুমর নং ৬১।

জয় উমাকান্ত! জয় রমাপতি! ধবল নীল ভৈরব মুরতি
কৈলাশ বৈকুণ্ঠচারী।
এক ব্রহ্মরূপ উভয় স্বরূপ
মহিমা বুঝিতে নারি হে॥

॥ রং ॥ জয়! শিব! জয় মাধব! মধুহারী।
কভু উমা কভু কমলার সনে বিহার কৈলাস গোলক ভুবনে
ফণী মণি শোভাকারী।
ত্রিপুরে নাশিলে রাবণে শাসিলে
ত্রিশূল-কোদণ্ডধারী হে ॥ রং ॥
কভু বাঘাম্বর কভু পীতবাস কভু বৃষাসন কভু ফণিত্রাস
ত্রিতাপ যাতনাবারী!
সিন্ধুর মন্থনে পূতনার স্তনে
হলাহল পানকারী হে ॥ রং ॥
কভু বা শ্মশানে অঘোরমুরতি বৃন্দাবনে কভু রাসের পদ্ধতি
মঞ্জুল কুঞ্জবিহারী।
প্রমথমিলনে কভু গোপীসনে
মহাসুখে নৃত্যকারী হে ॥ রং ॥
কভু বা ভীষণ শিঙ্গার তান কভু সুমধুর বংশীর গান
ভূত গোপী মনোহারী।
ভবপ্রীতা ভণে অভেদচিন্তনে
গোস্পদ ভবাব্ধিবারি হে ॥ রং ॥

ঝুমর নং ৬২।

অর্দ্ধাঙ্গ কর্পূরোজ্জ্বল অর্দ্ধাঙ্গ নীলকমল
অর্দ্ধ শিরে গঙ্গাজল
অর্দ্ধে কিরীট সাজে ॥ রং ॥ ফুল্ল সরোজে বিরাজে।
সাজে অর্দ্ধ বাঘাম্বর অর্দ্ধকটী পীতাম্বর
শিঙ্গা-বাঁশি মনোহর
উভয় রঙ্গে বাজে ॥ রং ॥

অর্দ্ধকণ্ঠে হলাহল অর্দ্ধে কৌস্তুভ বিমল
ভালে শশী সমুজ্জ্বল
অর্দ্ধে চন্দন রাজে ॥ রং ॥
একাঙ্গেতে হরিহর শোভা অতি মনোহর
যেন নীল জলধর
জড়িত দ্বিজরাজে ॥ রং ॥
অর্দ্ধ ভূজঙ্গভূষণ অর্দ্ধ রত্ন আভরণ
ভবপ্রীতা শ্রীচরণ
ধরিল হৃদি মাঝে ॥ রং ॥

শ্রীহরগৌরী বর্ণন

ঝুমর নং ৬৩।

অর্দ্ধাঙ্গ স্ফটিকজিনি অর্দ্ধ রক্ত সরোজিনী
অর্দ্ধ ফণী অর্দ্ধ মণি
মুকুট সাজে শিরে
॥ রং ॥ বিরাজে মণি মন্দিরে ॥
অস্থি মুক্তা গাঁথি সঙ্গে হার পরেছেন রঙ্গে
কাঞ্চন আর ভূজঙ্গে
অলঙ্কার শরীরে ॥ রং ॥
অর্দ্ধ বক্ষঃপরিসর অর্দ্ধে পীন-পয়োধর
বাঘাম্বর রক্তাম্বর
আবরিছে কটীরে ॥ রং ॥
অর্দ্ধ জটা অর্দ্ধ কেশ হেরি হরগৌরী-বেশ
ভবপ্রীতার গত ক্লেশ
ভাসে আনন্দনীরে ॥ রং ॥

কবিতা।

(১)

বাজাও বিনোদ-রায় ! মোহন মুরলি।
ফিরাও মোহনতানে ধবলি শাঙলি ॥
হের ভানু অস্ত যায় বহিছে মৃদুল বায়।
ধীরে ধীরে কাঁপে লতা ফুলভারে অবনতা ॥
উঠিছে কানন পুরি' বিহঙ্গ-কাকলি।
বাজাও বাজাও শ্যাম ! মোহন মুরলি ॥

(২)

বাজাও বাজাও শ্যাম ! মোহন মুরলি
মজাও রাধার মন ওহে বনমালি !
বহিতেছে ঝির্ ঝির্ যমুনা-সুনীল নীর
সাজি' তরু ফল-ফুলে শোভিছে উভয় কূলে
এইত গোষ্ঠের অন্ত আইল গোধূলি।
উদিল একটি তারা আকাশ উজলি' ॥

(৩)

ঢালিছে অবনী-পর ভানু স্বর্ণছটা।
পাতায় পাতায় যেন সিন্দুরের ঘটা ॥
বক্রমুখে গবী চায় এদিক ওদিক ধায়
শ্রীদাম সুদাম হায় ! ফিরাতে না পারে তায়
এখনি ফিরিবে যদি বাজাও বাঁশরি।
বহিবে যমুনা, জলে উজান লহরী ॥

(৪)

ভাসিছে অলস মেঘ আকাশের কোলে
মৃদুল সমীর খেলে যমুনা-হিল্লোলে
এসময় রসরাজ ধরি নটবর-সাজ
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিতে সুখে মুরলি ধরিয়া মুখে
দাঁড়াও কদম্বমূলে গোকুলরঞ্জন !
অপাঙ্গ-ভঙ্গিতে শ্যাম ! নাচাও খঞ্জন ॥

(৫)

নয়ন বঙ্কিম তব ত্রিভঙ্গ সুঠাম।
কর চারুগ্রীবাভঙ্গি সু-ঈষৎ বাম ॥
চূড়াবাঁধা শিখিপুচ্ছে মণ্ডিত মুকুতাগুচ্ছে।
বক্ষ তব সুবিশাল তাহে পর বনমাল ॥
কপালে কপোলে কিবা অলকার সারি।
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে যাই বলিহারি ॥

(৬)

মৃগেন্দ্রনিন্দিত কটী আঁটা পীতাম্বরে।
ভাতিছে অরুণ কর চরণ-নখরে ॥
শ্রীপদে নূপুর-শোভা ভক্তজন-মনোলোভা
ভূরুর আকর্ণটান অপাঙ্গে চমকে প্রাণ ॥
মনোহর বপুঃকান্তি জিনি' জলধর।
রাধানামে বাঁশিটি বাজাও বংশীধর ॥

(৭)

হাস হে বারেক শ্যাম ! সে মোহন হাসি।
যে হাসির গুণে রাই তব চিরদাসী ॥

আড়ে আড়ে চোরাহাসি আমি বড় ভালবাসি।
তেমতি চোরা চাহনি চাওহে রসিকমণি ॥
যে চাহনি হেরে' মজে গোকুল-রমণী।
ডাক শ্যাম! বাঁশিসুরে তব প্রণয়িনী ॥

(৮)

রাধানাম ধরি' যদি বাজাও মুরলি।
এখনি আসিবে রাই কানন উজলি' ॥
শুনি' তব বাঁশিতান কে ধরিতে পারে প্রাণ।
না হেরি' তোমায় হরি? তেঁই হে বিনয় করি ॥
ও যুগলরূপ প্রভু দেখিতে বাসনা।
দয়াময়! পূর্ণ কর দীনের কামনা ॥

(৯)

রাধানামে রাধানাথ বাজাও মুরলি।
খেলাও জলদ-অঙ্গে সাধের বিজলি ॥
রাধারে ধরিলে বামে লজ্জা হ'বে রতিকামে।
শুনিয়া মুরলি-তান জুড়াবে জগৎ প্রাণ
শিখিবে হে প্রতিধ্বনি আকাশ-দুহিতা।
দয়ায় শিখাও যদি শিখে ভবপ্রীতা ॥

ত্রিপদী।

শারদ-পূর্ণিমানিশি পূর্ব্বাশায় পূর্ণশশী
নিজহাসে হাসায় অবনী।
মৃদু কুহরে কোকিল বহিছে সুগন্ধানিল
সৌন্দর্য্যেতে বিবশা রজনী ॥
স্বচ্ছ-সরোবর মাঝে পূর্ণবিধুবিম্ব রাজে
সাজে কত কুমুদ কহ্লার।

হারাইয়া দিনমণি যেন প্রোষিতা রমণী
নলিনীর মলিন আকার ॥
প্রস্ফুটিত নানাফুল ঝঙ্কারিয়া অলিকুল
আকুল মানসে মধু খায় ॥
এক ফুল ত্যজি আর অন্য ফুলে রতি তার
লম্পটের শৃঙ্গার জানায় ॥
মঞ্জুকুঞ্জে মুরহর হেরি শোভা মনোহর
হরণ করিতে গোপীমন।
মাতিয়া মদনরসে ধ্বনিলা বংশী সরসে
শুনি রাধার উচাটিত মন।

ঝুমর নং ৬৪।

দিবা-অবসানে নিকুঞ্জ কাননে
কে বাজায় মোহন বাঁশী রে?
রাধানাম ধ'রে ডাকে উচ্চৈঃস্বরে
অতুল প্রেম প্রকাশি রে ॥
॥ রং ॥ কাননে বাজ ত বাঁশী ব্রজবধূ কুল নাশি রে ॥
শুনি সে বাঁশরী বাঁচে কি নাগরী
নাগরে না ভালবাসি রে?
হেন লয় মনে যেয়ে কুঞ্জবনে
সাধে পরিংগ প্রেমের ফাঁসি রে ॥ রং ॥
গৃহে ননদিনী, যেন ভুজঙ্গিনী,
শাশুড়ী গরলরাশি রে।
মিলিতে মাধবে বাধা দেয় সবে
ভবপ্রীতা কহে প্রেমে ভাসি রে ॥ রং ॥

ঐ খ্যামটা—ঝুমর নং ৬৫।

লোকে বলে বাজে বাঁশি বনমাঝে
আমি কহি মনমাঝে
বনমাঝে বাজে কি বাঁশি বাজে মনমাঝে ? ॥
॥ রং ॥ শুধাইব রসরাজে ॥
সখি ! শুন রাধানাম ধরি' বাঁশী বাজে
চল কি করিবে লাজে ?
ফুলসাজে সাজাব মোরা নটরাজে ॥ রং ॥
চূড়া বাঁধি ফুলে গলে দিব মোহনমালা
ভেটি দিব প্রেমের ডালা
নাগর-কালা-মুরতি ভবহৃদয়ে বিরাজে ॥ রং ॥

অথ রাধা-অভিসার বর্ণন।

ঝুমর নং ৬৬।

যমুনা-তটিনীতটে নিকুঞ্জ বিকশিত যথা প্রসূনপুঞ্জ
গুঞ্জরে অলি মাতিয়া।
সেথায় মুরারি বাজায় বাঁশরী
রাধা রাধা নাম ধরিয়া।
॥ রং ॥ চলে যায় গো রাধা
চলিল রাধা দামিনীগতি জিনিয়া ॥
(চঞ্চল চিত, অঞ্চল পড়ে খসিয়া)
একেতে ভাদর রাতি আধারি দুজে একাকিনী রাজকুমারী
ক্ষণে পথ যায় ভুলিয়া

সঙ্গেতে মদন দেখায় তখন
বিজলি আলোক জ্বালিয়া ॥ রং ॥
শুনিয়া সঘনে মুরলিতান চমকি চমকি উঠয়ে প্রাণ
চরণ যাইছে টলিয়া
ভাবি শ্যামতনু দহিছে অতনু
তনু যায় যেন জ্বলিয়া ॥ রং ॥
রসে ডরু ডুরু কাঁপিছে হৃদয় পলকবিলম্ব প্রাণে নাহি সয়
মনে হয় যাই উড়িয়া।
ভবপ্রীতা-মতি সচঞ্চল অতি
মাধব-দরশন লাগিয়া ॥ রং ॥

ভ্রান্তিবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক

রাধা-অভিসার বর্ণন।

ঝুমর নং ৬৭।

মুখ জিনি পূর্ণ ইন্দু ললাটে কস্তুরীবিন্দু
কলঙ্ক মানায়।
ভ্রূযুগ কার্ম্মুকে, কটাক্ষ শর বিন্ধায় ॥
॥ রং ॥ সুবল ! বল না আমায়
কে কামিনী যামিনীতে একাকিনী যায় ?
সুবল, বল না আমায় ॥
গলিত চিকুর জাল ত্যজি নিতম্ববিশাল
চরণে লোটায়।
রতন-কুণ্ডল দোলে বিদ্যুল্লতাপ্রায় ॥ রং ॥

পীনোন্নত পয়োধর তদুপরি মতিহার
শৈলে গঙ্গা প্রায়।
রম্ভা-উরু ক্ষীণ কটী ত্রিবলি শোভায় ॥ রং ॥
কঙ্কণ মৃণাল ভুজে দুকুলে রতন সাজে
নক্ষত্র লুকায়
চলিতে নুপুরশব্দে মরালে শিখায় ॥ রং ॥
অঙ্গে দীপ্ত অলঙ্কার সুধাংশু ভ্রমে চকোর
ঝাঁকে ঝাঁকে ধায়।
কে মঞ্জুহাসিনী ধনী চেন কি তাহায়? ॥
হেন মনে অনুমানি এ অভিসারিকাধনি
কান্ত লাগি যায়।
ভবপ্রীতা কহে ধন্য সে নাগর রায় ॥ রং ॥

ঝুমর নং ৬৮।

শুনি কৃষ্ণ বেণু তনু দহে অতনু
চিত্ত নাহি লাগে বাসে
নিকুঞ্জ রাসে-প্রেম রসে শ্যাম ভাসে ॥
যতেক গোপিনী কুলে বাজ হানি
হরি ভজে স্মর ত্রাসে ॥ রং ॥
নৃত্যতি মুরারি সঙ্গে ব্রজ-নারী
বাঁধা রাধা ভুজ পাশে ॥ রং ॥
যুগল মুরতি দরশনে অতি
ভবপ্রীতা ভালবাসে ॥ রং ॥

শ্রীশ্রীরাস বর্ণন।

ঝুমর নং ৬৯।

যতেক গোপিনী সবে রাস মচাওয়ে
স্থর রথ (রে মরি মরি)
স্থর রথ ভূমি পর উতারি দেলি হো
॥ রং ॥ বড় শোভিলে হো ॥
গোপী সবে ঠাঢ় চারি দিশে তারা সবে ঝলকাওয়ে
মাঝে কৃষ্ণচাঁদকে
(মরি) মাঝে কৃষ্ণচাঁদকে নাচায় দেলি হো ॥ রং ॥
যতেক গোপিনী তত কৃষ্ণ বলি যাওয়ে
(মরি) ভবপ্রীতা হেরিয়ে মোহিত ভেলি হো ॥ রং ॥

রাস-বর্ণন ঝুমর নং ৭০।

রসরাজ রাস রঙ্গে ভাসেন প্রেম-তরঙ্গে
অনঙ্গ প্রসঙ্গে খেলে গোপীসকলে ॥
॥ রং ॥ খেলে কিশোর কিশোরী রাসমণ্ডলে ॥
কেহ বাদ্য বাজাইছে কেহ সঙ্গীত গাহিছে
কেহ শ্যামেরে ধরিছে প্রেম বিহ্বলে ॥ রং ॥
শ্যাম বক্ষে বিনোদিনী মেঘে যেন সৌদামিনী
কিম্বা স্থবর্ণ নলিনী-যমুনাজলে ॥ রং ॥
শারদ পূর্ণিমা রাতি খেলে সবে প্রেমে মাতি
ভবপ্রীতা মতি শ্যামপদকমলে ॥ রং ॥

অথ জল-সম্বাদ পালা।

শ্রীমতীর রূপ দর্শনে সুবলের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

ঝুমর নং ৭১।

সুধাকর কর বরণসুন্দর হেরিয়া অনলে গলে কাঞ্চন।
সুনীল বসন অঙ্গে সুশোভন মধুর ঝঙ্কারে করে কঙ্কণ॥
॥ রং ॥ বলরে সুবল ! ওকে ধনি যায় হেমকুম্ভ কক্ষে করি ধারণ?
(চলিতেছে যেন নর্ত্তকী-খঞ্জনি কটাক্ষ বিক্ষেপে হরিল মন)
ললাট ফলকে সিন্দুর তিলকে অলক্ষিতভাবে বসে মদন।
ভূরু-শরাসনে কটাক্ষের বাণে পুরুষে বধিছে আকরণ॥ রং॥
কুচ-কুম্ভ হেরি বারি ত্যাগ ছলে কক্ষে রহি কুম্ভ করে রোদন
অতি সুললিত কেশ বিগলিত রমণ দলিত বেশ ধারণ॥ রং॥
নব কিশলয়ে ষটপদচিহ্ন বিম্বাধরে লাঞ্ছিত দংশন।
ভবপ্রীতা ভণে ত্রিবলী বন্ধনে বেঁধেছ পুরুষের চেতন॥ রং॥

ঐ খ্যামটা। ঝুমর নং ৭২।

কে রসরঙ্গিনী সহিত সঙ্গিনী যায় মাতঙ্গিনী গমনে সরোবরে?
॥ রং ॥ ফিরে ফিরে আমারে নেহারে॥
মুখ পূর্ণশশী তাহে মৃদু হাসি প্রণয় প্রকাশি পরাণ লয় হরে॥ রং॥
গৌরাঙ্গে শোভন সুনীল বসন মেঘেতে যেমন দামিনী শোভা করে
॥ রং ॥ নিরখি নয়নে দহিছে মদনে
ভবপ্রীতা মনে ভাবে সে রাধিকারে॥ রং॥

অথ জল-সম্বাদ পালা

শ্রীকৃষ্ণের রাধাদর্শনে সুবলপ্রতি।

ঝুমর নং ৭৩।

নবীনা ললনা কুরঙ্গ-নয়না নাজানি কি নাম ধরে রে।
ভুরু-শরাসনে বিঁধিল মদনে মরম কটাক্ষ শরে রে ॥
॥ রং ॥ কামিনী-গজগামিনী ও কে যায় সরোবরে রে?
বদন-সুন্দর জিনি সুধাকর মৃদু-হাসি বিম্বাধরেরে।
চম্পক বরণা সুচারু দশনা কত শোভা নীলাম্বরে রে ॥ রং।
কিম্বা মধ্যসরু জিনিয়া ডমরু অরুণ ভালে বিহরে রে।
পরিয়াছে বালা নব রত্নমালা হের পীন-পয়োধরে রে ॥ রং ॥
পৃষ্ঠেবেণী জিনি কালভুজঙ্গিনী দংশিল মোর অন্তরে রে।
দহিছে গরলে ভবপ্রীতা বলে বাঁচিব বল কি করে রে ॥ রং।

ঐ খ্যামটা। ঝুমর নং ৭৪।

শশীর সুষমা হরি বদনে ধরে সুন্দরী রে।
অধরে ধরেছে সুধাধারে।
হায়রে! পাগল মোর হয়েছে মনচকোর
সেই নিরূপম সুধা লভিবারে ॥
॥ রং ॥ এনেদে রামারে ॥
কটাক্ষানল প্রকাশি পুরুষ চেতন রাশি গো।
দগ্ধ করি তাহার আঙ্গারে।
কজ্জল করিয়া হায়! দুনয়নে পরে তায়
দেখাইছে গরবিনী সবাকারে ॥ রং ॥

কামক্রীড়া শৈলপ্রায় কুচযুগ দেখা যায় গো
নির্ঝর নির্ম্মিত মুক্তাহারে।
শিখিরূপ মোর প্রাণ সে ভূধরে চাহে স্থান
বিরহ-ব্যাধের জ্বালা এড়াবারে॥ রং॥
চম্পক বরণতনু ভুরু জিনি ফুলধনু গো
বিভূষিতা রত্ন-অলঙ্কারে।
ভবপ্রীতার আছে জানা তরুণী-তরণীবিনা
ডুবে মরে প্রেমিক প্রেমপারাবারে॥ রং॥

ঐ ঝুমর নং ৭৫।

সঙ্গে-সহচরি হেমকুম্ভধরি কে যায় তরুণীবালা রে?
শশাঙ্কবদনি কুরঙ্গনয়নি রূপেচছ দিশিআলারে॥
রং॥ ওকেধনি যায় যমুনাতে চমকে রূপে চপলারে॥
জিনিয়া সুবর্ণ সমুজ্জ্বলবর্ণ দুকুল নীলউজলারে।
পীন পয়োধরে সাজে থরে থরে নবগজমতি মালারে॥ রং॥
মদন-কার্ম্মুক জিনিয়া ভ্রুযুগ স্বভাবে অতি সরলা রে।
নয়ন-যুগলে পশি কুতূহলে নাচে খঞ্জনি চঞ্চলা রে॥ রং॥
নিরখি-নয়নে মদন-শাসনে পরাণ ভেল উতলা রে।
ভবপ্রীতাভণে হৃদিবৃন্দাবনে খেলে রাধাসনে কালারে॥ রং॥

ঐ খ্যামটা ঝুমর নং ৭৬।

কক্ষে হেমকুম্ভধরি সঙ্গে লয়ে সহচরি
যমুনাতে কে যায় সুন্দরী?

চম্পকবরণী কুরঙ্গ-নয়নী
কে ধনি গজেন্দ্র-গামিনী ॥
॥ রং ॥ ধীরে চলে গরবিনী ॥
বিম্বাধরে মৃদুহাসি রসবতী চারুকেশী
অঙ্গে প্রকাশে সুষমারাশি।
হেরিয়া মুখকমল আঁখি ভ্রমরচঞ্চল
নয়নে খেলে সৌদামিনী ॥ রং ॥
গৌরাঙ্গে হয় শোভন বিচিত্র নীলবসন
সাজে হেমরতন ভূষণ।
পীন-পয়োধর অতি মনোহর
তরুণী ঘন নিতম্বিনী ॥ রং ॥
হেরি ওরূপ সুন্দর তনু হয় জর জর
মদন হানে কুসুমশর।
ভবপ্রীতাভণে হৃদিবৃন্দাবনে
বিহরে রাধা নীলমণি ॥ রং ॥

ঐ ঝুমর নং ৭৭।

কি শোভা মুখমণ্ডলে নেত্রভূষিত কজ্জলে
যেন কনককমলে
নাচে যুগল খঞ্জন ॥
॥ রং ॥ হেরি বিমোহিত মন ॥
বিম্বাধরে মৃদুহাসি বর্ষেপ্রেম সুধারাশি
অঙ্কের সৌরভে আসি
ভ্রমর করে গুঞ্জন ॥ রং ॥

কুচোপরি চমৎকার একাবলী-মুক্তাহার
শম্ভু-শিরে-চন্দ্রাকার
শোভা নয়নরঞ্জন ॥ রং ॥
ভবপ্রীতা কহে হরি!
রমায় কেন বিস্মরণ? ॥ রং ॥

ঐ ঝুমর নং ৭৮।

এরূপ চম্পকবরণী তরুণী কার ঘরণী রে
বদনে জিনেছে সে পূর্ণ সুধাকরে ॥
॥ রং ॥ কিবা রূপধরে
হায়! ব্যাকুল আমার প্রাণ রামার নয়নশরে ॥
ভূরু ফুলধনুসম নেত্রযুগ নিরুপম রে
হেরি লাজে হরিণী থাকে বনান্তরে ॥ রং ॥
মৃদুহাসি বিম্বাধরে অমিয় বর্ষণ করে রে
কুচযুগ নেহারি কদম্ব শিহরে ॥ রং ॥
অঙ্গে রত্ন আভরণ পরেছে নীলবসন রে
ভবপ্রীতা সেইরূপ অন্তরে ধরে ॥ রং ॥

ঐ ঝুমর নং ৭৯।

মুখজিনি সুধাকর নেত্রজিনি ইন্দিবর
কটাক্ষ বিষমশর
কার্ম্মুক জিনি ভূরু ॥
॥ রং ॥ বিশাল নিতম্ব গুরু ॥

অধর-জিনিয়া বিম্ব কুচ নিন্দিত দাড়িম্ব
রূপরতি প্রতিবিম্ব
ভব মুকুরে চারু ॥ রং ॥

বরণ জিনি কাঞ্চন মুকুতা জিনি দশন
গজেন্দ্র জিনি গমন
কটি জিনি ডমরু ॥ রং ॥

চিকুর চামর জিনি বাসজিনি কাদম্বিনী
অঙ্গে হেম রত্নমণি
সকুঙ্কুম অগুরু ॥ রং ॥

দ্বিজ ভবপ্রীতাভণে স্বরে জিনি পিকগণে
মনমুগ্ধ দরশনে
করভ-কর-উরু ॥ রং ॥

ঐ ঝুমর নং ৮০ ।

নাগরি নয়নশরে বিঁধিল মোর অন্তরে
বাঁচিব বল কি করে
না পাইলে তাহারে ?
॥ রং ॥ ভুলিতে নারি রামারে ॥

সে মুখপদ্ম সুন্দর মোর আঁখিয়াভ্রমর
অদর্শনে সকাতর
বাসনা দেখিবারে ॥ রং ॥

হৃদয়েতে সে রূপসী ভাবি আমি দিবানিশি
তবু প্রাণ যায় ভাসি
বিরহ পারাবারে ॥ রং ॥

দেখিলাম কি কুক্ষণে জীবন দহে মদনে
দ্বিজ ভবপ্রীতাভণে
প্রণমি শ্রীরাধারে ॥ রং ॥

ঐ ঝুমর নং ৮১।

বলি রে সুবল তোরে হেরিলাম সরোবরে
কে রমণী বারি নিতে যায় রে?
কি আর বলিব বাণী বারেক হেরে' চাহনি
কটাক্ষে লইল মনহরে' রে ॥
॥ রং ॥ (ও ভাই) এনে দেনা তারে
তনু দহিছে কুসুমপঞ্চ-শরে রে ॥
চম্পক-বরণ অঙ্গ পৃষ্ঠেতে বেণী ভুজঙ্গ
সারঙ্গ নয়নে লজ্জা পায় রে।
বদন শারদশশী বয়সে প্রায় ষোড়শী
চপলা অধিক রূপ ধরে রে ॥ রং ॥
পীনোন্নত কুম্ভস্তনী কন্দর্প-সোপান-শ্রেণী
বাণী শুনি' পিক লজ্জা পায় রে।
অলকা-মণ্ডিতভালে কুণ্ডল শ্রবণমূলে
নলক দুলিছে নাসিকায় রে ॥ রং ॥
শুনিয়া নূপুরধ্বনি শিখিবারে সে চলনি
মরাল মৃণাল ত্যজি' ধায় রে।
পরিধান সূক্ষ্মবাস অধরে মধুরহাস
ভবপ্রীতা ভাবে সে রামারে রে ॥ রং ॥
পঙ্কজগৌরব বদনে ভঞ্জন ললাটফলকে অলকারঞ্জন
খঞ্জনমদগঞ্জন মৃগলোচনে (মৃগলোচনে)
॥ রং ॥ হেরি' তারে সখে! মাতিল মন মদনে (মন মদনে) ॥
কঙ্কণমণ্ডিত ভুজ-মৃণাল নিতম্ব পরশে কুন্তলজাল
মালতীমাল কুচোপরি শোভে চন্দনে (শোভে চন্দনে) ॥

কন্দর্পকার্ম্মুক জিনি ভ্রূভঙ্গ   সুবর্ণ-চম্পকবরণ অঙ্গ
অনঙ্গ-অঙ্গ ত্রিবলী কটীবন্ধনে (কটীবন্ধনে)
করিকুম্ভজয়ী গুরু স্তনতটে   অঙ্কিত কস্তুরী-কুঙ্কুম-পটে
কটীতট ক্ষীণ হেরি হরি যায় কাননে (যায় কাননে)
নবীন পল্লব জিনি অধর   গুরু নিতম্ব উরুকরিকর
ভবপ্রীতা মন মজিল রাধাচরণে (রাধাচরণে)॥

ঐ ঝুমর নং ৮২।

কলঙ্কবিহীন-শশাঙ্ক বদন   জিনি কুন্দপাঁতি-মুকুতাদশন
কিবা মৃদুহাসি বিম্বাধরে।
ভ্রূযুগ-ধনুকে   কটাক্ষ-শায়কে
জয় করে সুর-নরে।
॥ রং ॥ (ও সেই) চাহনিতে মন হরে ॥
কুচযুগ হেরি' ফাটে দাড়িম্ব   ধরা অধীরা হেরি' নিতম্ব
তাহে কাঞ্চী বাজে সুমধুরে।
কঙ্কণের স্বরে   ভ্রমর ঝঙ্কারে
শ্রবণে কুণ্ডল ধরে॥ রং॥
বরাঙ্গী-গৌরাঙ্গে সুনীল বসন   নবমেঘে যেন সুধাংশুকিরণ
নাসাতে বেসরা ঝুরে।
হেরিয়া তাহারে   মরি ফুলশরে
ভবপ্রীতা গায় প্রেমভরে॥ রং॥

ঐ ঝুমর নং ৮৩।

হেমাঙ্গী সঙ্গিনীমাঝে   চলে নিন্দি' গজরাজে
ধরায় যেন খেলিছে দামিনী।
সুন্দরী বয়ঃকিশোরী   যেন স্বর্গ-বিদ্যাধরী
বামা নিষ্কলঙ্ক-শশাঙ্কবদনী রে॥

॥ রং ॥ বল সুবল ! জলে যায় কার ধনী রে ?
(আমি হেন রূপ না দেখি না শুনি রে)
চূড়া বাঁধা কেশজালে মণ্ডিত মুকুতামালে
শোভে যেন কুণ্ডলিত ফণী।
হরিদ্রা মেখেছে গায় কাঞ্চনে রসানপ্রায়
বুঝি স্নানে যায় কুরঙ্গনয়নী রে ॥ রং ॥
পয়োধর স্বর্ণকুম্ভ হেরি' বিদরে দাড়িম্ব
নিতম্ব হেরি কাঁপে মেদিনী রে ॥
নব-কিশলয়াধর কটী অতি ক্ষীণতর
আমায় হানে ঘন কটাক্ষ-চাহনি রে ॥ রং ॥
রামরম্ভা জিনি উরু কাম-শরাসন ভুরু
দশন মুকুতাপাঁতি জিনি।
পরিধান নীলবাস অধরে মধুর হাস
ভবপ্রীতা কহে এই রাইধনী রে ॥ রং ॥

ঐ ঝুমর নং ৮৪।

চন্দ্রের কিরণ জিনিয়া বরণ
নয়ন চঞ্চল খঞ্জনপ্রায়।
মরালী-গমনে যায় সুখমনে
খেলায় নয়নে দামিনী হায় ॥
॥ রং ॥ ও কে রসবতী সখিনী সঙ্গে
বলনা রে সুবল জলকে যায় ?
হেন মনে লয় যত সুরচয়
সুধার কলসযুগল হায়।
ইহারি হৃদয়ে রাখে দৈত্যভয়ে
মুখ হ'য়ে শশী রক্ষক তায় ॥ রং ॥

তাহে রত্নহার নক্ষত্র-আকার

চৌদিকে রয়েছে প্রহরীপ্রায়।

কিম্বা রতিপতি রতন-আরতি

করে শম্ভুভ্রমে উরোজে হায়॥ রং॥

মুখ কর পদ হেরি' কোকনদ

কমল সহিত জলে লুকায়।

রুণু রুণু ধ্বনি কঙ্কণ-কিঙ্কিনি

চলিতে নূপুর বাজিছে পায়॥ রং॥

জিনিয়া প্রবাল অধর রসাল

প্রভাতের ভানু ভালে শোভায়।

মৃদু হাসি তার জাগাইছে মার

দ্বিজ ভবপ্রীতানন্দ গায়॥ রং॥

ঐ ঝুমর নং ৮৫।

কলসি লইয়া ধনী যমুনাতে যাওয়ে

রুণু ঝুণু (রে মরি মরি)

রুণু ঝুনু নূপুর বাজায় দেলি হো॥

॥ রং॥ মন মোহিলে হো॥

গৌরাঙ্গে সুনীলাম্বর কিবা শোভা পাওয়ে

নবমেঘে (রে মরি মরি)

নবমেঘে বিজুলী নাচায় দেলি হো॥ রং॥

বঙ্কিমনয়নে বাণ কটাক্ষ চলাওয়ে

মৃদুহাসি (রে মরি মরি)

মৃদুহাসি মদন জাগায় দেলি হো॥ রং॥

কঙ্কণ মধুরস্বরে ভ্রমরে শিখাওয়ে

ভবপ্রীতাকে (রে মরি মরি)

ভবপ্রীতাকে চিত উতলায় দেলি হো॥ রং॥

ঝুমর নং ৮৬।

সঙ্গে যত সহচরী, মাঝেতে ও কে সুন্দরী ?
তারে হেরি পরাণ উতলা।
চলে' যায় ধনী যেন মরালিনী
রূপেতে চমকে চপলা॥
॥ রং ॥ কক্ষেতে কলসী সরসী-সলিলে
ও কে যায় ষোড়শী বালা ?
বরণ জিনি কাঞ্চন চম্পকদর্প-দলন
চাঁদের বরণ হতেও উজলা।
প্রফুল্ল কমল ও মুখমণ্ডল
হেরিলে বাড়ে মদনজ্বালা॥ রং॥
নয়ন হেরি' হরিণী লাজে বননিবাসিনী
লাজে পালায় খঞ্জনী চঞ্চলা।
কাম নিরন্তর ফুল-ধনুঃশর
ধরি' তাহে করিছে খেলা॥ রং॥
মৃদুহাসি বিম্বাধরে তনু সাজে নীলাম্বরে
যেন মেঘেতে শশী ষোলকলা।
ভবপ্রীতা বলে ও কুচমণ্ডলে
কিবা সাজে রতনের মালা॥ রং॥

শ্রীকৃষ্ণের রূপদর্শনে

সখীর প্রতি শ্রীমতীর উক্তি।

ঝুমর নং ৮৭।

সরস মূরতি হেরি' রসবতী সবিনয়ে অতি সজনীর প্রতি
কহেন নৃপতিবালা।

আজি সরোবরে হেরি সে নাগরে
ফুলশরে প্রাণ উতলা সখি!॥
॥ রং ॥ হেরি পীতবাসে মদন বিকাশে
উরসে উপজে জ্বালা॥

শশাঙ্কবদন সুন্দর কেমন অতি সুগঠন সুচারু দশন
যেমন মুকুতামালা।

সরোজ-নয়ন শ্রুতিপরশন
চাহনি জিনি চপলা॥ রং ॥ সখি!

মৃদুহাস্যধর সুবিম্ব-অধর হেরি নিরন্তর সানন্দ অন্তর
সকল সুন্দর কালা।

সুপীতবসন কটীতে শোভন
তনু জিনি মেঘমালা॥ রং॥ সখি!

সাজে কত শত মণি-মরকত শ্রবণে দোলিত কুণ্ডলললিত
চূড়ায় শিখিপুচ্ছহেলা।

ভবপ্রীতা বলে পদ-শতদলে
মন-অলি মাতোয়ালা॥ রং ॥ সখি!

ঐ ঝুমর নং ৮৮।

কহে বিনোদিনী শুন লো সজনি!
দেখনু আজি সে নাগরে।
দিবা অবসানে কদম্বকাননে
বাজাতে বাশরী প্রেমভরে॥
॥ রং॥ যদবধি আহা!
দেখেছি তায়, দহিতেছে তনু ফুলশরে॥
জিত জলধর নীল ইন্দীবর
কত শোভা সে কলেবরে।
যেন কত শত রতি-মনমথ
ভাসিছে সুষমাসাগরে॥ রং॥
মুখ শশধর সহাস্য সুন্দর
ভাতিছে অরুণ অধরে।
আয়ত লোচন চঞ্চল খঞ্জন
অপাঙ্গে পরাণ লয় হরে॥ রং॥
বক্ষঃ সুবিশাল তাহে বনমাল
অলকারঞ্জিত ভালপরে।
কটী সূক্ষ্ম অতি হেরি মৃগপতি
লাজে পশে গিরিগহ্বরে॥ রং॥
ধৃত পীতধড়া শিখিপুচ্ছচূড়া
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে রে।
চরণ-কমলে মধুপান ছলে
ভবমন-অলি গুঞ্জরে॥ রং॥

ঝুমর নং ৮৯।

ভানুসুতা-চারুকূলে হেরিনু কদম্বমূলে গো

(সখি !) ত্রিভঙ্গের ভ্রুভঙ্গরঙ্গে অনঙ্গদীপন ॥

॥ রং ॥ আমি কিরূপ হেরিলাম গো

বল ললিতা বটে কোন্ জন ?

(কদমতলায় দেখে এলুম কালীয়াবরণ)

নবীন-নীরদ-শ্যাম রূপে জিনি কোটি কাম গো

(আহা !) কটীতে দড়িতদাম সুপীতবসন ॥ রং ॥

বিকচারবিন্দপ্রায়

বিকচারবিন্দনেত্র চন্দনে চর্চ্চিত গাত্র গো

(তার) পবিত্র বিচিত্র ভালে অলকারঞ্জন ॥ রং ॥

উরে ধরেন বনমাল শ্রবণে হেমকুণ্ডল গো

(আহা !) কেয়ূর-বলয় করে মুরলি ধারণ ॥ রং ॥

চরণে চরণ ছাঁদা সে ছাঁদে মোর মন বাঁধা গো

(তবে) ভবপ্রীতা কহে সখি আমারো তেমন ॥ রং ॥

অথ শ্রীরাধার বাসরসজ্জা বর্ণন।

ঝুমর নং ৯০।

হের লো প্রাণসজনি ! বিগত সুখরজনী

ম্লান সুধাকর

শুকাইল পুষ্পমালা শয্যা মনোহর ॥

॥ রং ॥ কুঞ্জে এলো না নাগর ॥

প্রস্ফুটিত নলিনীর সুগন্ধে মন্দ সমীর
বহে নিরন্তর
গুণ্ গুণ স্বরে খেলে সুখে ভ্রমরনিকর ॥ রং ॥
কোকিলের কুহুস্বরে মোর মরম বিদরে
ব্যাকুল অন্তর
বিঁধেছে কুসুমস্বরে মদন পামর ॥ রং ॥
কুঞ্জে বসি' একাকিনী কি করি বল সঙ্গিনী?
উদিত ভাস্কর
ভবপ্রীতা ভাবে হরিচরণ সুন্দর ॥ রং ॥

ঐ ভাদুরিয়া ঝুমর নং ৯১।

আমারে রাখিয়া আসে সে রহিল কার পাশে
কপট করিল ছলনা
অর্দ্ধনিশি গত তবু এলো না ॥
॥ রং ॥ কপট করিল ছলনা ॥
আকাশে পূরণ শশী ঢালিছে অনল রাশি
ফুলগন্ধে বহে পবনা।
নবকুঞ্জে ভ্রমরের গুঞ্জনা ॥ রং ॥ কপট করিল ছলনা ॥
কোকিলের কুহুস্বরে মরম যেন বিদরে
বাড়িছে বিরহ-বেদনা ॥
বিঁধে হিয়া ফুলস্বরে মদনা ॥ রং ॥
যাও সখি আন তারে এ বিপদে রাখ মোরে
সহেনা দারুণ যাতনা, সহেনা দারুণ বেদনা। সহেনা দারুণ যাতনা।
ভবপ্রীতার হরিপদ-সাধনা ॥ রং ॥

ঐ ঝুমর নং ৯২।

এ মধুযামিনী যায় না আইল রসরায়
প্রাণসখা না আইল।
সখি! কার প্রেমের ফাঁদে পাখী ধরা গেল?
॥ রং ॥ কেন নাগর না আইল?
নবীন-প্রেমের পথে কাঁটা দিল ॥
আতর চন্দন চূয়া পুষ্পমালা পান গুয়া
সকলি পড়িয়া রৈল।
সখি! কর্পূরবাসিত জল বাসী হৈল ॥ রং ॥
অঙ্গের ভূষণ আদি সকলি হইল বাদী
চন্দন গরল হৈল
হের, চাঁদের মণ্ডলে বিষ বরষিল ॥ রং ॥
কোকিল পাড়িছে গালি ভ্রমর বিষের ডালি
শবদে শ্রবণ গেল।
ভবপ্রীতা কহে প্রেমে দাগা দিল ॥ রং ॥

ঐ ঝুমর নং ৯৩।

আধার অধিকপ্রায় সুখনিশি বয়ে যায় গো
তবু শ্যাম কুঞ্জেতে এলো না।
ভাবি' গুণি' কমলিনী
বিরহেতে বিষাদিনী
কহে সখিরে বিধুবদনা।
॥ রং ॥ বঁধূ আসিল না ॥
কহ সখি! কি করিব? কেমনে তাহারে পাব গো
কিসে যাবে বিরহ-বেদনা ॥

আমারে রাখিয়া আশে সে রহিল কার পাশে
কোন বৈরিণী দিল যাতনা ॥ রং ॥
সুখ-শারদ-যামিনী দংশে যেন ভুজঙ্গিনী
গরলেতে জীবন বাঁচে না ॥
আকাশেতে পূরণ শশী ঢালে অনল রাশি
বিঁধে কুসুমশরে মদনা ॥ রং ॥
ফুলশয্যা সুকোমল যেন কণ্টক সকল গো
ফুটে অঙ্গে পরাণে সহেনা ॥
যাও যাও সহচরি ! আনিয়া মিলাও হরি
পূরাও ভবপ্রীতার বাসনা ॥ রং ॥

ঐ ঝুমর নং ৯৪।

জেগে রৈলাম সারানিশ না আইল কালশশী
প্রকাশিল পূর্ব্বদিশি নাশি তমঘোর ॥
॥ রং ॥ আমার প্রাণধন না আইল
সখি ! নিশি হৈল ভোর ॥
বাসি হৈল ফুলের মালা না আইল নাগরকালা
চিত হইল উতলা শুনি পাখীর শোর ॥ রং ॥
পরিয়া মোহন ভুষা হরষে ধাইল উষা
শশাঙ্ক ডুবিল আশা ত্যজিল চকোর ॥ রং ॥
পাতিয়া কুসুম-শয্যা বড় পাইলাম লজ্জা
ভবপ্রীতা কহে দাগা দিল মনোচোর ॥ রং ॥

ঐ খ্যামটা ঝুমর নং ৯৫।

হায় রে মধু-যামিনী দংশে যেন ভুজঙ্গিনী গো
কোকিলের কাকলি কর্ণে লাগে তালি

তনু হৈল জর জর সখি !

॥ রং ॥ মদনে হানত পঞ্চশর সখি !

সুগন্ধ মলয়-বাত সেহ যেন বজ্রাঘাত গো

কোমল মৃণালশয্যা যেন ব্যাল

দংশিতেছে নিরন্তর সখি ॥ রং ॥

চন্দনে ভিজালে অঙ্গ ছুটে অনলস্ফুলিঙ্গ গো

কর্পূর তাম্বুল লাগে যেন শূল

বিষ বর্ষে সুধাকর সখি ! ॥ রং ॥

পলকে প্রলয়প্রায় সুখ নাহি ধরাশয্যায় গো

ভবপ্রীতা ভণে ভাব অকারণে

আসিবেন বংশীধর সখি ! ॥ রং ॥

ঝুমর নং ৯৩।

বসন্তপূর্ণিমা রজনী আজ মোর কুঞ্জে নাহি এলো রসরাজ

বিরহদহনে মরি

সুধাংশু মণ্ডল বরিষে গরল

সজ্জা হৈল বিষধরী রে ॥

॥ রং ॥ বৃথা গত সখি ! আজি সুখবিভাবরী ॥

শ্রবণ দহিছে কোকিলতানে মরম দহিছে মদনবাণে

বল কি উপায় করি ?

সুগন্ধ পবন বহে অনুক্ষণ

যেন অনললহরী রে ॥ রং ॥

নবীন প্রফুল্ল-ফুলে ঝঙ্কারিয়া নবপরিমল-সুগন্ধে মাতিয়া

খেলে ভ্রমর-ভ্রমরী

দারুণ পাপিয়া ডাকে পিয়া পিয়া

শুনি' মনে পড়ে হরি রে ॥ রং ॥

অঙ্গের-ভূষণ নীলদুকূল হানিতেছে যেন কত শত শূল
পরাণ উঠে শিহরি'
ভবপ্রীতা ভণে সে নীলরতনে
আনিবে চরণে ধরি' রে ॥ রং ॥

শ্রীশ্রীহরি-বন্দনা কবচাত্মক।

ঝুমর নং ৯৭।

জয় হে শ্যামসুন্দর! রসরাজ রাসেশ্বর শুন ওহে
শুন প্রভু রাধিকারঞ্জন!
নটবরবেশে হরি লইয়া ব্রজসুন্দরী
করেছিলে রাসের সৃজন।
সে রাস-অনুকরণ করিতে চাহি এখন
তাই ডাকি বাঁকা বংশীধারি!
সর্ব্বাঙ্গে রূপ প্রকাশি' আবির্ভাব কর আসি'
যে রূপে মজালে ব্রজনারী ॥

ঝুমর নং ৯৮।

মাধব মস্তকদেশে হৃষীকেশে থাক কেশে হে
কপালেতে পতি কমলার
বদনে বংশীবদন নয়নে পদ্মলোচন
কণ্ঠে বৈকুণ্ঠেতে বাস যার হে হে ॥
॥ রং ॥ জয় নন্দকুমার
ভ্রূযুগে করুন বাস যাঁর ভ্রূভঙ্গে প্রকাশ হে
কুলভঙ্গ ব্রজ-অঙ্গনার।

কর্ণে নীলবর্ণ তনু শৃঙ্গার-পঙ্কজ-ভানু
মকরাকৃতি কুণ্ডল যার হে হে ॥ রং ॥
ভুজযুগে বংশীধারী সুমধুর-নাদকারী হে
সর্ব্ববাদ্যে দাও অধিকার।
হও হৃদয়বিহারী ভৃগুপদচিহ্নধারী
দামোদর উদরে আমার হে হে ॥ রং ॥
পদ্মনাভ নাভিকূপে চরণ বামনরূপে হে
রক্ষাকর হে করুণাধার!
সর্ব্বাঙ্গে মেঘাঙ্গ শ্যাম যার সুত হ'য়ে কাম
নিজরূপে ভুলায় সংসার হে হে ॥ রং ॥
শব্দ-স্পর্শ-রূপে আর রস-গন্ধেতে আমার হে
সর্ব্বব্যাপী অনন্ত আকার
দ্বিজ ভবপ্রীতা বলে পাই যেন অন্তকালে
কৃষ্ণরূপে ভবকর্ণধার হে হে ॥ রং ॥

অথ শ্রীরাধিকার দুর্জ্জয়-মানভঞ্জন পালা।

ত্রিপদী।

মাধবমিলন তরে রাধা বাস-সজ্জা করে
পশি' সুখ নিকুঞ্জ মন্দিরে।
সঙ্গে যত সখীগণ করে সুখ-আয়োজন
ভাসে সবে শ্যাম-প্রেমনীরে॥
আতর চন্দন ফুল শয্যা মালা কি তাম্বুল
রাখে সবে অতি যতনে
নিশি প্রায় দ্বিপ্রহর এলো না শ্যাম-নাগর
খেদে রাধা কহে সখিগণে।

ঝুমর নং ৯৯।

হের সহচরি! যায় বিভাবরী
এলোনা কপটের মুল রে।
কোকিল কুহরে বিধিছে অন্তরে
মদনে বিরহ শূল রে॥
॥ রং ॥ এলোনা ত্রিভঙ্গ শ্যাম
পরাণ ব্যাকুল রে॥
সুমধুর স্বরে ভ্রমর-গুঞ্জরে
কুঞ্জে চুমি' নব-ফুল রে।
সুধাকর কর অনল-প্রথর
গরল ভেল তাম্বুল রে॥ রং॥
অঙ্গের ভূষণ বৃশ্চিক যেমন
সাপিনী-নীল-দুকুল রে।
কণ্টক সমান শয্যা অনুমান
দহিছে কুঞ্জ-মঞ্জুল রে॥ রং।
মরি যার তরে সে মজিল পরে
পর-প্রেমে প্রেমাকুল।
ভবপ্রীতা ভণে মানস-দর্পণে
হেরি সে রূপ অতুল॥ রং॥

ঝুমর নং ১০০।

নীরদবরণ শ্যাম দ্বিরদ-গমনে
নটবরবেশে যায় শ্রীমতীমিলনে।
। রং ॥ নব বৃন্দাবনে, পথে দেখা বাঁকা শ্যামে চন্দ্রাবলীসনে॥
চন্দ্রাবলী কহে বঁধু! তোমার বিহনে
দিবানিশি মরি প্রাণে মদন-দহনে ॥ রং॥

চল হে নাগর! মোর নিকুঞ্জ-ভবনে
অনঙ্গপ্রসঙ্গে নিশি বঞ্চিব দুজনে॥ রং॥
বাঁধিল মাধবে ভুজমৃণালবন্ধনে
ভবপ্রীতা কহে হরি সচিন্তিত মনে॥ রং॥

ত্রিপদী।

কহে তবে নীলমণি আজি ক্ষম চন্দ্রাননি!
যাব রাধা-বিনোদিনী পাশে।
মোর আশে কমলিনী লইয়া যত সঙ্গিনী
আছে ধনী বসি' কুঞ্জবাসে॥

ভাদুরিয়া ঝুমর নং ১০১।

কালি নিশি তব সনে বঞ্চিব সুখমিলনে
মিলাইব অধরে অধর গো।
হৃদয়ে ধরিব পয়োধর গো॥
॥ রং॥ আজু ধনি! মোরে ক্ষমা কর॥
আজ রাধা সনে নিশি যদি না মিলি রূপসি!
ব্যাকুল হবে তার অন্তর গো।
মদনে হানিবে ফুলশর গো॥ রং॥
বিষম কুসুমবাণ দহিবে রাধার প্রাণ
কুপিতা হবে মোর উপর গো।
না রহিবে উপায় অপর গো॥ রং॥
রাধার ঘটিলে মান মোর হিয়া কম্পমান
দংশিবে বিরহ-বিষধর গো।
ভবপ্রীতার গতি রাধাবর গো॥ রং॥

ভাতুরায়া ঝুমর নং ১০২।

এত শুনি চন্দ্রাবলী কহে শ্যামে হাসিয়া
পেয়েছি তোমারে বঁধু না দিব ছাড়িয়া ২ ॥
নাগরে ধরিয়া কুঞ্জে আনে রসবতীয়া
দুজনে করত কেলীমদনে মাতিয়া ২ ॥
রামার দুকুল তবে হরে কাল-শশিয়া
কমলে পশিল অলি রসেতে রসিয়া ২ ॥
ভবপ্রীতা কহে মাতে যুবক-যুবতীয়া
সময় বুঝিয়া বাণ হাণে রতিপতিয়া ২ ॥

পয়ার।

না আইল নাগর, রজনী অবসান।
উদয় শ্রীরাধার মনে দুর্জ্জয় মান ॥

শ্রীরাধার উক্তি—ঝুমর নং ১০৩।

হের লো সজনি! ভেল প্রভাত শীতল-সমীরে শিহরে গতি
দোলে তরুপাত ডাকিছে বিহঙ্গ জাগিয়া।
সুন্দর সিন্দূর-রাশি লো যেমন শ্যামাঙ্গী-বসুধা-সীমন্তে শোভন
তরুণ অরুণ কিরণ দিল ঢালিয়া ॥
॥ রং ॥ এখনো না এলো কালীয়া লম্পট বনমালিয়া ॥
সরোবরে যায় কুলবালাগণ নিশি জাগরণে অলসনয়ন
চঞ্চল-চরণ ঘুমঘোরে যায় টলিয়া ॥
ভ্রমরনিকর মধুপান তরে নলিনীকানন অন্বেষণ করে
গুণ্ গুণ্ স্বরে যেন মন-প্রাণ লয় কাড়িয়া ॥ রং ॥
অস্তাচলগত রজনী-রঞ্জন কুমুদিনী করে নিরব রোদন
যায় আঁখিনীরে নিশির শিশির ভাসিয়া ।

চকোর চকোরী বসি দুঃখমনে চক্রবাক সুখী প্রিয়ার মিলনে
পতি-দরশনে জাগে কমলিনী হাসিয়া ॥ রং ॥
যাও সহচরি থাক দ্বারদেশে যদি সে কপট আসে নিশিশেষে
বলিও সরোষে 'যাও হেথা হ'তে চলিয়া'।
যায় ভাল তবু থাকে কিছু মান নহে প্রতিশোধে করো' অপমান
নহে সুবিধান কহে ভবপ্রীতা ভাবিয়া ॥ রং ॥

ছন্দ।

গত বিভাবরী নেহারি শ্রীহরি পরিহরি নবকামিনী।
আসি রাধাদ্বারে সভয়ে নেহারে কহে বৃন্দা দ্বারবাসিনী ॥

হিন্দী ও ব্রজভাষা মিশ্রিত ঝুমর নং ১০৪।

কৌনহো তুম্ নেহি কুছ্ মালুম্ ইধর কাঁহাসে আতে হো?।
দ্বারসামনা চোরসমানা আধ্ মুখড়া দেখলাতে হো? ॥
॥ রং ॥ হটো যাওজী বংশীবালে! কাহেকে অন্দর আতে হো? ॥
ক্যাহে লাঠি ক্যা সিঁধকাটি হাতমে ক্যা দেখ্লাতে হো?
রাইরাজাকে ধনহরণেকে চোরি মতলব্ লাতে হো? ॥ রং ॥
রাত কিয়া রং পরনারীসং ভোর হিয়াপর আতে হো?।
সিন্দুর কজ্জল মুখপর ঝলমল জরা সরম নেহি খাতে হো।
॥ রং। পহিরণ্ কালা বরণ্ ভি কালা নখর্দাগ দেখ্লাতে হো।
রাতজাগরণ্ তাকে কারণ্ লালআঁখ চমকাতে হো ॥ রং ॥
রাতকা ডেরা যানা তেরা বেহতর্ হুকুম রহ পাতে হো।
ভবপ্রীতাচিত হরিপদসে প্রীত দুসরেমে কেঁ্যা ভুলাতে হো ॥ রং।

শ্রীকৃষ্ণ উক্তি—ভাদুরিয়া ঝুমর নং ১০৫।

চিনিলেনা সহচরি! আমি শ্রীরাধার প্রহরী
দ্বারে থাকি ধরে' অসি-ঢাল গো ॥
॥ রং ॥ মোরে চোর বল কি জঞ্জাল ॥

সিঁধকাটি নয় রূপসী করেতে মোহন-বাঁশী
রাধানামে সাধা সদাকাল গো। ॥ রং ॥
করিতে দেবীপূজন করি কমল-চয়ন
কাটাদাগ হৃদয়ে বিশাল গো । রং ॥
পূজেছিলাম ভগবতী তাহারি প্রসাদ দূতি !
সিন্দুর-কজ্জলে মাথা ভাল গো ॥ রং ॥
অভিসারে নীলবাস আঁধারে নহে প্রকাশ
পথ ভুলে এমন বেহাল গো ॥ রং ॥
দ্বিজ ভবপ্রীতাভণে খেলে হৃদি-বৃন্দাবনে
রাধাসনে ত্রিভঙ্গ রাখাল গো ॥ রং ॥

পয়ার।

কুপিতা হইল বৃন্দা কপট উত্তরে।
রাধার হইয়া কহে ত্রিভঙ্গ-নাগরে ॥

খ্যামটা ঝুমর নং ১০৬।

যাও হে সেখানে নবীনা যেখানে
তোমার বিহনে ভাসিছে আঁখিনীরে।।
॥ রং ॥ যাও হে ফিরে সে সুখ মন্দিরে ॥
আমরা ললনা না জানি ছলনা
দিও না যাতনা অবলা কামিনীরে ॥ রং ॥
অলীক-বচন কহ কি কারণ ?
ধর্ম্মে বিসর্জ্জন দিওনা হে অচিরে ॥ রং ॥
রাধা অভিমানে যাও মানে মানে
ভবপ্রীতা ভণে শ্যাম ! ভয় কি সখীরে ? ॥ রং ॥

পয়ার।

মাধব বুঝিলা ছল হইল বিফল।
বাঁকাশ্যাম কন কথা সাজিয়া সরল ॥

ঝুমর নং ১০৭।

রাধার বিরহ-অসি বাজিছে পরাণে
বিঁধোনা আর সহচরি! হিয়া বাক্যবাণে॥
॥ রং ॥ চল চল গরবিণি!
বাঁচাও মোরে রাই-দরশনে॥
এ বিপদে শশিমুখি! বাঁচাহ জীবনে
বিষম কুসুম-শরে দহিছে মদনে॥ রং॥
যদি বল শ্রীমতী আছেন অভিমানে
সাধিব ধরিয়া তার যুগলচরণে॥ রং॥
যদি না নেহারে রাধা করুণ-নয়নে
কি কাজ জীবনে দ্বিজ ভবপ্রীতা ভণে॥ রং॥

ত্রিপদী।

শ্যাম-কাতরবচনে দয়া হয় বৃন্দামনে
কহে,—রাধা মানে ধরাসনে।
তোমা হেরিলে দ্বিগুণ জ্বলিতে পারে আগুন
গুণমণি! ভয় হয় মনে॥
যাও একা বাঁকাসখা যেথানেতে শ্রীরাধিকা
ধর গিয়ে যুগল-চরণ।
সঙ্গে যাইতে নারিব তোমার পশ্চাতে যাব
বুঝাইব তোমার কারণ॥

পয়ার।

শুনি' হরি রাধা-কুঞ্জে করেন গমন।
শ্যামে হেরি' ক্রোধে রাধা বলেন বচন॥

ঝুমর নং ১০৮।

ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা কপট আমারে পাপিনী সম্ভোগ করেছে তোমায়ে
ধিক্ হে নিঠুর কালা ! ।
শুনহে অশুচি ! উচ্ছিষ্টেতে রুচি
না করে ব্রজেন্দ্র বালা হে ॥
॥ রং ॥ যাও হে নাগর ! যাও স্থানান্তর
দিতে এলে কেন জ্বালা ?
তোমার কারণ জাগি সারানিশি তুমি রৈলে যথা নবীনা রূপসী
নবপ্রেম মাতোয়ালা।
প্রভাত সময়ে রতিচিহ্ন লয়ে'
হেথা এলে নন্দলাল হে ॥ রং ॥
নিশি জাগরণে অলসনয়ন পীতাম্বর ভুলে সুনীল-বসন
ম্লান বনফুল-মালা।
ভবপ্রীতা বলে সিন্দুর কপালে
মেঘেতে অরুণ-আলা হে ॥ রং ॥

পয়ার

উপায় না হেরি শ্যাম চিন্ত কুল মন।
করেন কাতরে রাধা-চরণ ধারণ ॥

ঝুমর নং ১০৯।

তোমা বিনে বিধুমুখ ! চারিদিকে শূন্য দেখি
প্রাণ বিরহে জ্বালায় রে।
ফুলশরে হানে হিয়াপরে মোরে জোরে মদনায় রে ॥
॥ রং ॥ রাখ মোরে বিনোদিনী !
তোমার ধরি দুটী পায় রে ॥

তব প্রেম আশা করি, রাখালের বেশ ধরি'
আমি রয়েছি হেথায় রে।
দেখ করে বাঁশী থাকি দিবানিশি
তোমার গুণ গায় রে ॥ রং ॥
নয়ন-চকোর মোর হয়েছে প্রেমে বিভোর
হেরি মুখ চন্দ্রমায় রে।
তব নামে লেখা দেখ শিখি-পাখা
ধরেছি চূড়ায় রে ॥ রং ॥
তুমি যদি না হেরিবে হৃদয়েতে না ধরিবে
ঝাঁপ দিব যমুনায় রে।
ভবপ্রীতা ভণে ওই পদ বিনে
সকল অনুপায় রে ॥ রং ॥

ঝুমর নং ১১০।

শুনিয়া মাধব-বাণী ক্রোধে কহে বিনোদিনী
কেন বৃথা জ্বালাও প্রাণ আমার
॥ রং ॥ দেখিব না আর
এ জীবনে ও মুখ তোমার ॥
পরমুখে মুখ দিলে পরের উচ্ছিষ্ট হ'লে
হেন মুখে কাজ কি রাধার ? ॥ রং ॥
ত্যজি' কুল-ধর্ম্মরীতি লম্পটে করি' পীরিতি
পেয়েছি উচিত পুরস্কার ॥ রং ॥
যাও ত্বরা স্থানান্তর নহে দেখিবে নাগর
নিজ প্রাণ করিব সংহার ॥ রং ॥
কণ্ঠে বেণী বদ্ধ করি' প্রাণ দিতে চাহে প্যারী
ভবপ্রীতার হরিপদ সার ॥ রং ॥

ত্রিপদী।

বিষম ব্যাপার হেরি' বৃন্দা কহে আঁখি ঠারি
হরিরে যাইতে স্থানান্তরে।
সখীর ইঙ্গিতে হরি রাধাকুঞ্জ পরিহরি'
চলিলেন বিষাদ-অন্তরে॥
বঙ্কিমনেত্র-নেত্র সজল প্রভাতে যেন কমল
গমন মনের অনিচ্ছায়।
মন্ত্র প্রচালিত ফণী যেন ত্যজি' নিজমণি
মন্ত্রিপাশে বিবশেতে যায়॥

খ্যামটা ঝুমর নং ১১৯।

কান্তারে ত্যজি' কান্তারে শ্রীকান্ত যান কান্তারে গো
দশা যেন পাগলের পারা।
কোথায় যাবেন তার .মনেতে নাহি বিচার
ছঞ্চল-চরণ টলে দিশাহারা॥
॥ রং ॥ দুনয়নে ধারা॥
রাধা-কুঞ্জ পরিহরি' মৃদুপদে যান হরি গো
যেমতি পথিক পথহারা।
হায় রে! যেন সন্ধ্যায় চক্রবাক অনিচ্ছায়
যায় দূরে ত্যজি' নিজ প্রিয়দারা॥ রং॥
অসরল গতি তাঁর ধরায় বসেন বারম্বার গো
চক্ষুজলে ভাসে বক্ষ সারা।
মাধবের দশা হেরি' কান্দে বৃন্দা সহচরী
পশুপক্ষী কান্দে শ্যামে দেখে যারা॥ রং॥

কভু হ'য়ে নিরুপায় পাল্টি চান রাধায় গো
খেদে বলেন কি করিলে তারা ?
ভবপ্রীতা কহে হ'র কবে পাব পদতরী ?
কবে ঘুচিবে আমার ভবকারা ?॥ রং ॥

ত্রিপদী।

হেরিয়া দুর্জ্জয় মান বৃন্দা করে অনুমান
এ মানের নহে পরিমাণ।
কি ঘটিবে পরিণাম অপমান খেদে শ্যাম
অভিমানে ত্যজে যদি প্রাণ ॥
করি এই অনুমান বৃন্দা-হিয়া কম্পমান
গম্যমান শ্যামের পশ্চাতে।
যায় ধীরে বৃন্দাসখী না জানেন বাঁকা আঁখি
যান চলি মনের বিষাদে ॥
হা রাধা ! হা রাধা ! বলি' মুরছিত বনমালী
বসিলেন ধরণী উপরে।
বৃন্দা করে হায় হায় ! অতি দ্রুতবেগে ধায়
ধরে গিয়া ত্রিভঙ্গ-নাগরে ॥

পয়ার।

হরি-দশা হেরি' বৃন্দা মনে পায় তাপ।
অবলা-স্বভাবসিদ্ধ আরম্ভে বিলাপ ॥

ঝুমর নং ১১২।

হেরি রাধা-মান হারাইয়া জ্ঞান পড়িলে ধরণীতলে হে।
ধিক্ শ্রীরাধারে হেন মণিহারে আদরে না ধরে গলে হে।
॥ রং ॥ কেশব ! কেন শবসম
তব শয়ন হেরি ভূতলে হে ? ॥

দয়াহীনা হরি! শ্রীরাধা-কুঞ্জরী পশি' প্রেম-হ্রদজলে হে!
উপাড়িয়া হায়! ফেলেছে ধূলায় ওই যে নীলকমলে হে॥ রং॥
উঠ কালশশী! দেখাও সে হাসি যে হাসিতে প্রাণ গলে হে॥ রং॥
তব ম্লানমুখ হেরি' বাড়ে দুখ বুক ভাসে আঁখিজলে হে॥ রং॥
যাবে মান ছার পাইবে আবার সেই রাধা অবহেলে হে।
ভবপ্রীতা ভণে পূজিব দুজনে হৃদয়-রাসমণ্ডলে হে॥ রং॥

ত্রিপদী।

রোগের নিদানসার কন্দর্প-জ্বরবিকার
তেঁই হরির মূর্চ্ছা ঘটে' ছিল।
ললনা-কোমল-অঙ্গ পরশনে মুর্চ্ছা ভঙ্গ
ত্রিভঙ্গের জ্ঞান সঞ্চারিল॥

ভাদুরীয়া ঝুমর নং ১১৩।

চেতন পাইয়া হরি কহেন বৃন্দে সহচরি!
পারি না আর থাকিতে গোকুলে॥
॥ রং॥ রাধার বিরহশূল বিধে হৃদিমূলে॥
মাখাও আনি ভস্মরাশি সাজাহ মোরে সন্ন্যাসী
যাব কাশী ধরিয়া ত্রিশূলে॥ রং॥
মানভঙ্গের কারণ আরাধিব ত্রিলোচন
বিল্বদল ধুতুরার ফুলে॥ রং॥
ভবপ্রীতা কহে হরি! পদতরীর আশা ধরি'
বসে' আছি ভবনদীর কূলে॥ রং॥

ঝুমর নং ১১৪।

বৃন্দা কহে কালশশী! তুমি হ'বে কাশীবাসী
শুনে হাসি আসে হে বদনে
কাশী গেলে কাশীনাথ পড়িবেন চরণে॥

॥ রং ॥ কাজ কি কাশী যেয়ে বঁধু!
থাক বৃন্দাবনে ॥
পুণ্য লাগি কাশী যা'বে দ্বিগুণ পাপ বাড়া'বে
সেটা বারেক ভেবে দেখ মনে
কুলবতীর কুল ভাঙ্গিবে বঙ্কিম-নয়নে ॥ রং ॥
যাইয়া কালিন্দীকূলে বসিয়া কদম্বমূলে
তপে তুষ্ট কর ত্রিলোচনে
আমি যেয়ে শ্রীমতীরে সাধিব যতনে ॥ রং ॥
রাধার হ'লে ক্রোধ শান্ত তোমাতরে প্রাণকান্ত!
নিতান্ত কাতরা হ'বে মনে
ভবপ্রীতা হ'বে সুখী যুগল-মিলনে ॥ রং ॥

খ্যামটা—ঝুমর নং ৯১৫।

আঁখিঠারে ভাঙ্গিল না মান ভাঙ্গিল না মৃদু হাসিতে ॥
মোহন তানে বাজিয়ে বাঁশী নারিলে মান নাশিতে।
॥ রং ॥ বাঁশীতে যা হ'বার নয় শ্যাম! হ'বে কি তা কাশীতে?
কাশী যাবে কালশশী! শুনে মরি হাসিতে
সঙ্গে যেতে পারি যদি রাখ সেবাদাসীতে ॥ রং ॥
কেন এমন শিখে ছিলে নারী ভালবাসিতে
ভবপ্রীতায় বাঁচাও হরি! সংসারানলরাশিতে ॥ রং ॥

ত্রিপদী।

শুনি বৃন্দার উপদেশ চলিলেন হৃষিকেশ
দিনেশ-নন্দিনী অভিমুখে।
যাইতে যাইতে শ্যাম শ্রীদাম আর সুদাম
দেখিলেন আসিতে সম্মুখে ॥

হেরি' শ্যামে শোকাকুল উভয়ে হ'য়ে ব্যাকুল
কহে সখে কেন হেন দশা?
দেখি' নিজ প্রিয়বন্ধু উথলিল শোকসিন্ধু
কন হরি গত সুখ-আশা ॥

ঝুমর নং ১১৬।

প্রাণ সখা বলি তোরে পড়েছি বিপদ ঘোরে
বিধি মোরে বিড়ম্বিহ
সৌভাগ্য-চন্দ্রমা রাহু গরাসিল।
॥ রং ॥ কমলিনী তেয়াগিল।
(বিরহসাগরে আমায় ভাসাইল।)
বল কি সুখের আশে থাকি আর ব্রজবাসে?
সুখ-আশা মিটাইল।
রাধার বিরহে প্রাণ জ্বালাইল ॥ রং ॥
মানভঙ্গের কারণ আরাধিব ত্রিলোচন
বৃন্দা মোরে বুঝাইল।
কালিন্দীর তীরে সেই পাঠাইল ॥ রং ॥
শুনিয়া শ্যামের কথা দুজনার বাড়ে ব্যথা
কত মত প্রবোধিল।
ভবপ্রীতা হরিপদে প্রণমিল ॥ রং ॥

পয়ার।

শ্রীদাম সুদাম শুনি হরির বচন।
কহে মোরা সঙ্গছাড়া না হ'ব এখন ॥
কালিন্দীর তীরে যাব সঙ্গেতে তোমার।
যোগাইব আমরা পূজার উপচার ॥

নানাবিধ কথোপকথনে তিন জন।
সূর্য্যসুতাতটে আসি' দিলা দরশন ॥

ত্রিপদী।

যমুনাসলিলে হরি বিধিমত স্নান করি'
শৈববেশ করেন ধারণ।
কণ্ঠেতে রুদ্রাক্ষমাল ত্রিপুণ্ড্র মণ্ডিত ভাল
বসিলেন লয়ে কুশাসন ॥
ফল ফুল বিল্বদল ভৃঙ্গারে যমুনাজল
আনি দিল শ্রীদাম সুদাম।
নিজ করে জনার্দ্দন পার্থিব লিঙ্গ গঠন
করি' আরাধেন দেব বাম ॥

ভাদুরিয়া ঝুমর নং ১১৭।

হরি করেন আরাধন শিব উচাটিত মন
ত্রিলোচন ক'ন হাসিয়া উমারে।
॥ রং ॥ ডাকেন হরি
যমুনাকুলে আমারে ॥
রাধার দুর্জ্জয় মানে হরি মগ্ন মোর ধ্যানে
কোন্ প্রাণে থাকি কৈলাস মাঝারে ? ॥ রং ॥
লীলাময় করি লীলা মম ভক্তি প্রকাশিলা
আরাধিলা আমায় পাইতে রাধারে ॥ রং ॥
আমি দেহ হরি প্রাণ উভয়ে অভেদ জ্ঞান
কাঁদে প্রাণ আমার না দেখি' তাহা।
কহেন গণেশপিতা চল গিরীন্দ্র-দুহিতা
ভবপ্রীতা তারা ডাকে বারে বারে ॥ রং ॥

ললিত ত্রিপদী।

বৃষভে আরোহণ করি পঞ্চানন
উমারে লইয়া বামভাগে।
শিরেতে জটাজুট ভুজঙ্গ মুকুট
ভালে বালবিধু জাগে॥
জটাতে গঙ্গাজল কণ্ঠে হলাহল
ভস্ম-বিভূষিত অঙ্গে।
করেতে ত্রিশূল নাশিতে রিপুকুল
ডমরু বাদন কভু রঙ্গে॥
সঙ্গে প্রমথগণ করে আস্ফালন
নাচিছে ডমরুর তালে।
ঘন শিঙ্গা-রব করে সুখে ভৈরব
বব বম্ বাজিছে গালে॥
এমতি উমাধব যথা নীলমাধব
উপনীত হইলা সে স্থানে।
নিরখি' বিশ্বগুরু ভক্ত-কল্পতরু
শ্যাম-প্রেমাকুল প্রাণে॥

পয়ার।

কৃতাঞ্জলিপুটে হরি উঠি' দাঁড়াইলা!
গদগদ ভাবে শিবে স্তবিতে লাগিলা॥

ঝুমর নং ১১৮।

জয়! শিব সুরেশ্বর! জয়! শশাঙ্কশেখর
প্রণমি পার্ব্বতী-প্রাণেশ্বর!

জয় হে ত্রিগুণধারী ! ত্রিনেত্র ত্রিতাপহারী।
ত্রিশূলী ত্রিপুরসংহারী ॥
॥ রং ॥ জয় ! হর ত্রিপুরারি !
তুমি প্রভু বিশ্বগুরু ! :ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু !
করে ধর ত্রিশূল-ডমরু।
করিতে ত্রিলোক ত্রাণ নিজে কৈলা বিষপান
জয় মৃত্যুঞ্জয় ! মদনারি ! ॥ রং ॥
গজেন্দ্র-বক্ষবিদারী ; দক্ষমখ-ধ্বংসকারী
জয় প্রভু ভগ-নেত্রহারী !
জয় হে কৈলাসপতি নিবার মোর দুর্গতি
প্রসীদ শ্মশানবিহারী ! ॥ রং ॥
প্রণমি মা ! ভগবতি ! ত্রৈলোক্যতারিণী সতি !
ত্রাহি দুর্গে হর মা ! দুর্গতি।
দ্বিজ ভবপ্রীতা ভণে রাখ মাতঃ শ্রীচরণে
যাতনা সহিতে না পারি ॥ রং ॥

পয়ার।

হাসি' কন ভগবতী তুমি ত্রিভুবনপতি
কি দুর্গতি সম্ভবে তোমার ?
তব নামে দুঃখ যায় বেদ-পুরাণেতে গায়
তব দুঃখ হরে সাধ্য কার ?
লোকে শিখাইতে ভক্তি আরাধিলা শিব-শক্তি
ধন্য ধন্য ভক্তাধীন হরি !
তব নামে শিব ভোলা সতত সাজি' পাগলা
র'ন ও চরণে ধ্যান ধরি' ॥

ঝুমর নং ১১৯।

শিব কন সেই ফলে দাস জানি' তুষ্ট হলে

ডাকি মোরে দিলে দরশন

॥ রং ॥ হে মধুসূদন! তুমি মোর আরাধ্যরতন॥

ও চরণে ধ্যান ধরি' সুখভোগ পরিহরি'

শ্মশানে করেছি নিকেতন ॥ রং ॥

তোমার কমল পদ আমার মহাসম্পদ

দেহ হৃদে করিব ধারণ ॥ রং ॥

শিব চা'ন পদ ধরি তাহে নিবারিয়া হরি

ধরিতে চা'ন শিব-চরণ ॥ রং ॥

অবশেষে দুইজন করেন সুখ-আলিঙ্গন

ভবপ্রীতার আনন্দিত মন ॥ রং ॥

পয়ার।

এমতে হইল হরি-হরের মিলন।

প্রেমে গদগদ কারো না সরে বচন॥

কিছুক্ষণ পরে কন পার্ব্বতীর পতি।

কি আজ্ঞা পালিবে দাস কর অনুমতি॥

ত্রিপদী।

হরি ক'ন জগদ্‌গুরু! ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু

তুমি অন্তর্য্যামী দয়াময়।

মম মনোভাব জানি' শুধাইছ শূলপাণি!

যেন তব জানা কিছু নয়॥

অলঙ্ঘ্য-আজ্ঞা তোমার তাই করিব প্রচার

আপনার মনের বাসনা।

রাধা রুষ্ট মোর প্রতি হইয়া ব্যাকুল অতি

করিলাম তব উপাসনা॥

জল ছাড়া যেন মীন ফণী হ'লে মণিহীন
চকোর হারা'লে পূর্ণশশী।
যেমতি যাতনা পায় মোর ততোধিক হায়
যন্ত্রণা বাড়িছে দিবানিশি॥

ঝুমর নং ১২০।

যোগিবেশে যোগীশ্বর! মোরে সাজাহ সত্বর
নটবর-বেশ হর হর যতনে।
॥ রং ॥ মানভিক্ষা তরে যাব রাধাভবনে॥
মহামায়ার মায়াবল হউক মোর সম্বল
যাহে প্রকাশি' কৌশল মানভঞ্জনে॥ রং॥
হের আমার দুর্গতি শব সমান সম্প্রতি
হইয়াছি পশুপতি! শক্তিবিহনে॥ রং॥
ভবপ্রীতা কহে হর! হয়ে সদয় অন্তর
ভবসিন্ধু পার কর ধরি চরণে॥ রং॥

ত্রিপদী।

শুনি হাসেন ভগবতী হাসি হাসি পশুপতি
হরিরে সাজান দিয়ে মন।
নিজ করে মহেশ্বর খুলি' শ্যাম পীতাম্বর
বাঘাম্বর করান ধারণ।
ঝুলি হ'তে ভস্ম আনি' নীল-অঙ্গে শূলপাণি
মাখান হইয়া সাবধান।
খুলিয়া চূড়া-মুকুট শিরে দেন জটাজুট
ত্রিশূলে দেন বাঁশীর স্থান॥

উমা কন মহাকাল! যোগী সাজাইলে ভাল
ভোলানাথ! হেরি এক ভুল।
একে একে চিহ্ন তাঁর ঢাকিয়াছে চমৎকার
বাঁকা আঁখি রৈল চিহ্নমূল॥
হাসি কন ত্রিপুরারি বাঁকা-আঁখি হতে পারি'
যদি করি ঢাকেন নয়ন।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গি ইহাঁর ঘুচান হইল ভার
এই চিহ্ন না হ'বে গোপন॥

পয়ার।

বর দিয়ে হর-গৌরী অন্তর্হিত হ'ন।
রাধাকুঞ্জে চলিলেন শ্রীমধুসূদন॥

ঝুমর নং ১২১ খোট্টা এবং বাঙ্গলাভাষা মিশ্রিত।

যোগীরূপসে হে পরকাশ শ্যাম চলে রাধাকে পাশ
ডিমি ডিমি ডিমি ডমরুকে তাল!
বম্ বম্ বম্ বাজে গাল॥
হো রাধাজী ছাড়ো মান এহি শিঙ্গামে দেতা তান
মাফ্ করো অব্ মেরা দোষ।
দাস সমুঝ্কে ছাড়ো রোষ॥
ইসিতরহ চল্‌কে ঘনশ্যাম যা পঁহুছে রাধাকে ধাম
যাঁহা প্যারী সখিয়নকে সাথ।
কহতিথি মাধবকা বাত॥
দুরসে আতে যোগিরাজ দেখা সখীয়নসমাজ
উসি তরফ্ সব্ দেতা ধ্যান
ভবপ্রীতাকে হরিগুণগান॥

ত্রিপদী।

ললিতা বিশাখা চিত্রা বৃন্দা সুনীতি সুচিত্রা
ইন্দুমুখী আর চন্দ্রমালা।
এই অষ্ট সখী মাঝে বসিয়া মলিনসাজে
ছিলা বৃষভানু-রাজবালা॥
যোগী হেরি' সখীগণ রাধারে কহে বচন
দেখ অপরূপ যোগীশ্বর।
তাপসে নেহারী' প্যারী চক্ষে পূর্ণ অশ্রুবারী
গত ক্রোধ মান সকাতর॥

খ্যামটা। ঝুমর নং ১২২।

সকাতরে কহে প্যারী হের সহচরী!
যোগীসাজে বংশীধারী
আসিছেন হেথা মানভিক্ষার কারণ॥
॥ রং॥ হেরি শোকাকুল মন॥
ধিক ধিক মোর প্রাণে না হইল মরণ
তাই করি দরশন
যোগীবেশে প্রাণাধিক মদন-মোহন॥ রং॥
শত ধিক ছার মানে প্রাণ সহচরি!
যে মানের তরে হরি
যোগিবেশে ব্রজদেশে করেন ভ্রমণ॥ রং॥
এত কহি' ধায় প্যারী যেন উন্মাদিনী
যথা প্রভু নীলমণি
উচ্চৈঃস্বরে কান্দি' ধরে হরির চরণ॥ রং॥

রাধা কহে সত্বর ও বেশ প্রাণেশ্বর !
দেখিতে না পারি আর
ভবপ্রীতা কহে রাধা হারাণ চেতন ॥ রং ॥

ত্রিপদী।

দ্রুত ধায় সখীগণ রাধারে করি' ধারণ
চেতন করায় অতঃপর।
কমলাক্ষ বক্ষোপরে ধরেন রাধায় সাদরে
প্রেমাশ্রু ঝরিছে নিরন্তর ॥

পয়ার।

প্রেমে গদগদ কারো না সরে বচন।
অনিমেষ-নয়নে করেন দরশন ॥
ভাব বুঝি' কহে বৃন্দা দোঁহাকার প্রতি।
চল সবে নিকুঞ্জমাঝারে করে শীঘ্রগতি ॥
অবশেষে রাধাশ্যাম আর সখীগণ।
নিকুঞ্জ-রাসমণ্ডপে করেন গমন ॥

ত্রিপদী।

রাধার চিবুক ধরি' সোহাগে কহেন হরি
শুন সুবদনি প্রাণেশ্বরি !
আমার বিরহ তরে এত দিন দুঃখভরে
ছিলে বেশভূষা পরিহরি ॥

ঝুমর নং ১২৩।

শুন শুন শ্রীরাধিকা রাসেশ্বরী সুরসিকা
প্রাণাধিকা রাখ আমার বচন।
॥ রং ॥ করি নিবেদন ॥

নিজকরে সুখমনে বনফুল-বিভূষণে
সযতনে তোমায় সাজাব এখন ॥ রং ॥
শুনি' হাসেন শ্রীমতী হার জানি' অনুমতি
সখীপ্রতি ক'ন ফুলের কারণ ॥ রং ॥
ফুল আনে সহচরী রাধারে সাজান হরি
ভবপ্রীতার গতি শ্রীমধুসূদন ॥ রং ॥

পয়ার।

মানভঙ্গ পরে হৈল যুগল-মিলন।
প্রণয়িবিচ্ছেদ নহে যে করে শ্রবণ ॥

ত্রিপদী।

যোগিবেশ পরিহরি' নটবর-বেশ ধরি'
রাসমঞ্চে দাঁড়াইলা হরি।
বামে রাধা বিনোদিনী চন্দ্রমুখী সুহাসিনী
চারিপাশে যতসহচরী ॥

ঝুমর নং ১২৪।

হ'য়ে রাধার সঙ্গীয়া রাসমঞ্চে ত্রিভঙ্গীয়া
নব রসিক-রঙ্গীয়া।
যুগলরূপে সাজে ॥
॥ রং ॥ অধরে মুরলি বাজে ॥
শ্যাম-অঙ্গে বিনোদিনী জড়ায় হ'য়ে সুখিনী
শোভা হে'রি সৌদামিনী ॥
লুকায় মেঘে লাজে ॥ রং ॥
তমালেরে পরিহরি' খসে কুসুম-বল্লরী
যুগলমাধুরি হে'র'।
নিকুঞ্জ-বনমাঝে ॥ রং ॥

নয়নে হেরি' সে রঙ্গ তেয়াগীয়া রতিসঙ্গ

অঙ্গ লুকায় অনঙ্গ।

প্রণমি' রাসরাজে ॥ রং ॥

দ্বিজ ভবপ্রীতা বলে যেন মম অন্তকালে

হৃদয়-রাসমণ্ডলে।

এই ছবি বিরাজে ॥ রং ॥

ইতি শ্রীরাধার দুর্জ্জয়মানভঙ্গ পালা সমাপ্ত।

অথ শ্রীরাধিকার কলঙ্কভঞ্জন পালা

ত্রিপদী।

একদা দিনের বেলা করিতে প্রণয়-খেলা

ত্রিভঙ্গীয়া সুরসিক কালা।

সুখে করে বংশীধ্বনি মনেতে সঙ্কেত গণি'

প্রেমে উন্মাদিনী ব্রজবালা ॥

ভাদুরিয়া ঝুমর নং ১২৫।

দিবসে বিবশা ধনী শুনিয়া মুরলিধ্বনি

হানিল মদনে ফুলশর গো।

কহে রাধা দহিল অন্তর গো ॥

॥ রং ॥ চল সখি! যেখানে নাগর ॥

আহা! কি মধুর সুর শুনি' মাতে সুরাসুর

প্রেমাঙ্কুর বাড়ায় সত্বর গো

শব্দে যেন বর্ষি' জলধর গো ॥ রং ॥

৯

কি তপ করিল বাঁশি ? পান করে সুধারাশি
দিবানিশি চুমি সে অধর গো।
যার তরে ত্যজি মোরা ঘর গো ॥ রং ॥
বিলম্ব সহে না আর ভবপ্রীতা কহে সার
অসার সংসারে রাধাবর গো
ভবতরী ও পদসুন্দর গো ॥ রং ॥

পয়ার।

বৃন্দা কহে একি কথা কহ সহচরি!
অসময়ে রসময়ে মিলাব কি করি ?
ননদী কুটিলা তব অতি ভয়ঙ্করা।
তার নামে ব্রজ-গোপী ভয়ে আধমরা ॥

ঝুমর নং ১২৬।

কপোতিনীর যেমন ভয় বাজিনী দেখিলে হয়
ছাগীর যেমন বাঘিনীরে হেরি'
মণ্ডুকীর হয় ভয় যেমন হেরি বিষধরী ॥
॥ রং ॥ কুটিলাকে সই! তেম্নি ডরায় যত
গোকুলের নাগরী ॥
(কুরঙ্গিণীর হে'রি যেমন সিংহসহচরী)
নয়নে হে'রি শিখিনী যেমন ডরায় ভুজঙ্গিনী
ভূতিনী শুনিলে যেমন হরি
কালীর করালরূপে যেমন দানবসুন্দরী ॥ রং
ডাইনি দেখিলে পরে পুরবধূ যেমন ডরে
বণ্ডা উপপতীর পত্নী হেরি'
ভবপ্রীতা কহে ভজ হরি সে ভয় পরিহরি' ॥ রং ॥

ত্রিপদী।

শুনি কহে সুকুমারী হরিভবভয়হারী
তাহার দর্শনে কার ভয় ?
ভয় চিন্তা পরিহরি' চল চল সহচরি !
আর বৃথা বিলম্ব না সয় ॥
নাম নিলে যাত্রাকালে এড়ায় বিপদ্‌জালে
কি বিপদ তাহার মিলনে।
হেরিব কিশোর শ্যাম পূর্ণ হবে মনস্কাম
বিলম্ব করো না অকারণে ॥

খ্যামটা ঝুমর নং ১২৭

শুনি' বাণী কিশোরীর সবে পুলক-শরীর
দু'নয়নে বহে প্রেমনীর।
ত্যজিয়া কুল-লাজ লইয়া নব সাজ
হরষে সাজে বিনোদিনী ॥
॥ রং ॥ ভেটিতে নীলমণি ॥
কত মণিমরকত- ময় অলঙ্কার যত
অঙ্গেতে সাজায় মনোমত।
পরিল নীলবাস মনে অতি উল্লাস
কটীতে রতন-কিঙ্কিনী ॥ রং ॥
পীন-পয়োধর পর মুক্তাহার কি সুন্দর !
তাম্বুলেতে রঞ্জিত অধর।
প্রেমে হাসিমুখে চলে মনসুখে
নিকুঞ্জে কুঞ্জরগামিনী ॥ রং ॥

রাধারে হেরি' মুরারি কত পথ আগুসারি'
সাদরে হৃদয়ে ধরে প্যারী।
ভবপ্রীতা গায় যেন শোভা পায়
মেঘেতে স্থির সৌদামিনী॥ রং॥

পয়ার।

বৃন্দাবনে গেল রাধা কুটিলা শুনিল।
ক্রোধভরে ঘরে গিয়া আয়ানে কহিল॥

ভাদ্রমাসের ঝুমর নং ১২৮।

শুন গো আয়ান দাদা কুল-কলঙ্কিনীরাধা
কালাসনে বনে করে খেলা রে
॥ রং॥ চল দেখাইব এই বেলা॥
করি' মোদের অপমান ভাঙ্গিল সে কুলমান
বড়ই দুরন্ত নন্দের ছেলা রে॥ রং॥
তুমি জান রাধা সতী রাখালে তার মজে মতি
কাপুরুষের মত তোমার হেলা রে॥ রং॥
দ্বিজ ভবপ্রীতা ভণে সক্রোধে কুটিলা সনে
আয়ান শ্রীবৃন্দাবনে গেলা রে॥ রং॥

পয়ার।

দণ্ড ধরি' আয়ান শ্রীবৃন্দাবনে আসে।
দূরে তারে হেরি' রাধা কাঁপে অতিত্রাসে॥

ঝুমর নং ১২৯।

রাধা কহে—দেখ হরি! আয়ান আসে ক্রোধ করি হে
এখনি প্রহারি' আমায় করিবে সংহার।
॥ রং॥ বাঁচাও হে শ্যাম! আমারে এবার;
নিদয় হ'য়ে আয়ান আসে হে উপায় না দেখি আর

তোমা সনে হেরি' বনে মোরে বধিবে জীবনে হে
আসিছে কুটিলা সনে পাবনা নিস্তার ॥ রং ॥
ভরসা করি' তোমারে আসি' অকুলপাথারে হে
পদতরী দিয়ে তরাও দুঃখপারাবার ॥ রং ॥
শুনিয়া মাধব হাসে শ্রীকালীরূপ প্রকাশে হে
ভবপ্রীতা সুখে ভাসে হেরি' রূপ তার ॥ রং ॥

ঝুমর নং ১৩০।

মায়াযোগে বনমালী কালা ছিলা হৈল কালী
মুক্তকেশী করালবদনা।
ত্যজিয়া মোহন বাঁশি করে ধরে মুণ্ড-অসি
লক্‌লক্‌ বিলোল রসনা ॥
॥ রং ॥ রূপ হেরি'
প্রকাশিল আয়ানের চেতনা ॥
পীতাম্বর ত্যজি' হরি সাজিলেন দিগম্বরী
শশাঙ্কশেখরা ত্রিনয়না।
মকরাকৃতি কুণ্ডল হইল শবযুগল
শব-শিবপরে শিবাসনা ॥ রং ॥
গলে ছিল বনমালা সে হইল মুণ্ডমালা
উপবীত ধরে ফণিফণা।
ঘন-পীন-পয়োধরে মুক্তাহার শোভা করে
সাজে দেবী রতনভূষণা ॥ রং ॥
পদমূলে কমলিনী যুড়িয়া যুগল পাণি
জবাফুলে করে আরাধনা।
দ্বিজ ভবপ্রীতা ভণে আয়ান হেরি' নয়নে
কহে আমার পূরিল বাসনা ॥ রং ॥

পয়ার।

হেরিয়া আয়ানঘোষ কালী-প্রেম ভয়ে।
করিতে লাগিল স্তব গদগদ স্বরে॥

ভাদ্রমাসের ঝুমর নং ১৩১।

জয় গো মা! শিবেশ্বরী · নমঃ শিবা শুভঙ্করী
সুরেন্দ্রবন্দিত-পদা শ্রীসুন্দরী॥
॥ রং॥ জয় মা! শঙ্করী
শিব-সিমন্তিনী শ্যামা শাকম্ভরী॥
জয় মা দক্ষিণা-কালী জয় জয় মুণ্ডমালী
কপালিরমণী কাল-বিভাবরী॥ রং॥
তুমি শ্মশানবাসিনী শ্মশানপতি-মোহিনী
ত্রিভুবন-প্রসবিনী বিশ্বেশ্বরী॥ রং॥
ভবপ্রীতা সকাতরে ডাকে তোমা বারে বারে
কাতরে কর মা কৃপা কৃশোদরী॥ রং॥

ঐ ঝুমর নং ১৩২।

ধন্য রাধা-কমলিনী নারীকুল-শিরোমণি
উজ্জ্বল করিল আমার কুল গো।
॥ রং॥ কুটিলে দেখনা নিজের ভুল॥
শ্রীমতী সেবে তারিণী সবে বলে
গোকুলের লোক কি বাতুল গো॥ রং॥
গঞ্জি বিনা অপরাধে- আরাধে আমার রাধে
কালীপদে দিয়ে জবাফুল গো॥ রং॥

শুনি' আয়ানের কথা কুটিলার হেটমাথা
ভবপ্রীতা আনন্দে আকুল গো ॥ রং ॥

ইতি শ্রীরাধিকার কলঙ্ক-ভঞ্জন
বা
শ্রীশ্রীকৃষ্ণকালী বর্ণন পালা সমাপ্ত।

নানাবিষয়ের

ভাদ্রমাসের ঝুমর নং ১৩৩।

বরষা আগত ভেল মেঘেতে বিজলি-খেল
মাতি গেল যত শিখিকুল গো
॥ রং ॥ হরিশূন্য রহিল গোকুল ॥
বরষিছে জলধারা নিশি শশী-তারা-হারা
শ্যামহারা গোপিনী ব্যাকুল গো ॥ রং ॥
শ্যামল বন শোভিত শীতবায়ু প্রবাহিত
বিকশিত মালতী-বকুল গো ॥ রং ॥
অশনির ঝন্ঝনি মদন-দুন্দুভিধ্বনি
বিরহিণীর হৃদে বিঁধে শূল গো ॥ রং ॥
রাধা কহে সখীগণে ভবপ্রীতা ভাবে মনে
রাধাসনে জগতের মূল গো ॥ রং ॥

ঐ ঝুমর নং ১৩৪।

ব্যাকুল হইল প্রাণ, আইল বরষা গে সজনী !
(সজন) শ্যামবিনা বাঁচি কিসে কহ উপদেশা গে সজনী

যতেক গোপিনী ধর যোগীনিকে বেশা গে সজনী !
(সজন্) ব্রজ পরিহরি' চল হরিকে উদেশা গে সজনী !
খুঁজিব নাগরে ফিরি' দেশা-বিদেশা গে সজনী !
(সজন্) মিলনের আশে নাহি পথের কলেশা গে সজনী !
ললিতা কহিছে রাধা ত্যজহ অনেষা গে সজনী !
(সজন্) ভবপ্রীতা এনে দিবে বঁধূয়া সনেশা গে সজনী ! ॥

ঐ ঝুমর নং ১৩৫।

শীতলানিল-হিল্লোলে তরুকোলে লতা দোলে
মেঘকোলে দোলে সোহাগে চপলা গো
(মেঘকোলে)
নীরদঘটা নিরখি' নাচিছে শিখিনী-শিখী
সেহ দেখি বাড়ে বিরহের জ্বালা গো
(সেহ দেখি)
আমি শ্যামবিরহিণী কান্দি দিবস-রজনী
একাকিনী ভুলি' পীরিতির খেলা গো
(একাকিনী)
রাধা কহে ললিতায় দ্বিজ ভবপ্রীতা গায়
পা'বে শ্যামে রাই ! হয়োনা উতলা গো
(পা'বে শ্যামে)

ঐ ঝুমর নং ১৩৬।

নীরদঘটা ঘেরিল ইন্দ্রধনু দেখা দিল
উড়িগেল মদন-নিশান সখি !
উড়িগেল মদন-নিশান ॥
॥ রং ॥ সখিরে শ্যাম বিনা ব্যাকুল প্রাণ ॥

ভ্রমর ঘন ঝঙ্কারে কোকিলকুল কুহরে
মধুস্বরে চাতকের তান সখি !
মধুস্বরে চাতকের তান ॥ রং ॥

হেরি ময়ূরনর্ত্তন মনে পড়ে শ্যামধন
মদন সঘনে হানে বাণ সখি !
মদন সঘনে হানে বাণ ॥ রং ॥

ভবপ্রীতা যোড়করে কহে সখী ললিতারে
সে বাঁকাঠাকুরে ধরে' আন সখি !
সে বাঁকাঠাকুরে ধরে' আন ॥ রং ॥

ঐ ঝুমর নং ১৩৭।

রাধা কহে সখীসনে চল শ্যামদরশনে
বৃন্দাবনে বাঁশী বাজিছে সঘনে গো
(বৃন্দাবনে)

রাধা রাধা নাম ধরে' ডাকে বাঁশী প্রেমভরে
ফুলশরে হিয়া বিঁধিল মদনে গো
(ফুলশরে)

কি করিবে কুললাজে যদি পাই রসরাজে
হৃদিমাঝে তারে ধরিব যতনে গো
(হৃদিমাঝে)

কহে রাধা উৎকণ্ঠিতা চল ত্বরা ও ললিতা
ভবপ্রীতা ভাবে সে নীলরতনে গো।
(ভবপ্রীতা)

ঐ ঝুমর নং ১৩৮।

যাইতে যমুনাজলে শ্রীরাধা সখীরে বলে
তরুতলে কালীয়া দাঁড়ায় গো
॥ রং ॥ একাকী সে যাব যমুনায় ?
দেখিলে যুবতী-নারী শ্যাম বাজায় বাঁশরী
আঁখি ঠারি' রমণী ভুলায় গো ॥ রং ॥
সেই ভ্রমর-কালীয়া নারীফুলে জড়াইয়া
অধর চুমিয়া মধু খায় গো ॥ রং ॥
কহে রাধা প্রেমভীতা সঙ্গেতে চল ললিতা !
ভবপ্রীতা মাধবে ধেয়ায় গো।

ঐ ঝুমর নং ১৩৯।

আমারে রাখিয়া আশে সে রহিল কার পাশে
কপট করিল ছলনা
অর্দ্ধনিশি গত তবু এলোনা॥
॥ রং ॥ কপট করিল ছলনা ॥
আকাশে পুরণ শশি ঢালিছে গরলরাশি
মৃদুগন্ধে বহে পবনা
ফুলকুঞ্জে ভ্রমরের গুঞ্জনা ॥ রং ॥
কোকিলের কুহুস্বরে মরম যেন বিদরে
বাড়িছে বিরহ-বেদনা
বিঁধে হিয়া ফুলশরে মদনা ॥ রং ॥
যাও সখি আন তারে এ বিপদে রাখ মোরে
সহেনা দারুণ যাতনা
ভবপ্রীতার হরিপদ সাধনা ॥ রং ॥

ঐ ঝুমর নং ১৪০।

হের লো সজনি! এ সুখরজনী
দংশে সাপিনী সমান।
॥ রং॥ বঁধু মোরে বাম
কলপে অবলা পরাণ॥
চন্দ্র ঝলকত কোইলি গাবত
পাপিয়ার পিয়াতান ॥ রং॥
ফুলে নানাফুল সৌরভে আকুল
অলি করে গুণ্ গুণ্ গান॥ রং॥
কহে ভবপ্রীতা শুনলো ললিতা
বাঁকাশ্যামে ধরে' আন॥ রং॥

ঐঝুমর নং ১৪১।

মাধবে বিনয় করি' কহে রাধা রাসেশ্বরী
তোমা হেরি' যুড়ায় নয়ন হে।
॥ রং॥ প্রাণধন! তুমি আমার জীবনের জীবন॥
পলমাত্র অদর্শনে বিরহ উদয় মনে
কুসুমশরে দহে মদন হে॥ রং॥
মনে হয় অঙ্গে অঙ্গ মিশায়ে হই একাঙ্গ
সঙ্গছাড়া না হ'ব কখন হে॥ রং॥
ভবপ্রীতা কহে রাধা তুমি যে শ্যামের আধা
অভেদ মুরতি দুই জন হে॥ রং॥

ঐ ঝুমর নং ১৪২।

সপনা শগুন দেখি হরখি উঠলি সখী
দূতিসে কহতি বতিয়া

ফরকী উঠল বাম আঁখিয়া
॥ রং ॥ আজু রে আবত কালীয়া
উরেখী বাঁধলি জুরা লাগাওলি পানবিরা
বিছাওলি ঝারী সোজিয়া
জাগি রহলি ধনী রাতিয়া ॥ রং ॥
শ্যাম শবদ শুনি' চমকি' উঠলি ধনী
মিললি আগুলাগীয়া।
প্রেমে ছলছল চারি আখিয়া ॥ রং ॥
অঙ্গপরশসুখে মুরছিতা পতিবুকে
মুখসে না ফুটে বতিয়া
ভবপ্রীতা ভাবে বনমালীয়া ॥ রং ॥

ঐ ঝুমর নং ১৪৩।

ত্যজি' তরুণ বয়সে পিয়া গেলা পরবাসে
(মরি এহো) ভাবি গুণি তনু ভেল ক্ষীন
॥ রং ॥ শ্যামের হৃদয় কঠিন ॥
শ্যাম বিনা শুন দূতি ! পরাণ ব্যাকুল অতি
(মরি এহো) যেমতি সলিল বিনা মীন ॥ রং ॥
একেতো অবলা বালা দোসরে যৌবনজ্বালা
(মরি এহো) মদনে দহিছে নিশিদিন ॥ রং ॥
ভবপ্রীতা কহে ধনি ! কেন বৃথা বিষাদিনী ?
(মরি এহো) এনে দিব সে শ্যাম নবীন ॥ রং ॥

ঐ ঝুমর নং ১৪৪।

যৈসন পুর্ণিমা-চাঁদ করে ঝিকিমিক গো
তৈষন ধনি শোভে মুখ তোর গো ॥ তৈসন—

যৈইসন উজর কনকচাঁপা ফুল গো
তৈইসন ধনি তোর অঙ্গগোর গো॥ তৈইসন
ঝলকে অনার যোখে যোবনা তোহার গো
সেহো দেখি মন লুবধল মোর গো॥ সেহোদেখি
ভবপ্রীতা কহে ধনি কি কহি অধিক গো
তোর রূপে মোর মতি ভেল ভোর গো॥ তোর রূপে

ঐ ঝুমর নং ১৪৫।

যখন পাখীরা ডাকে নিশি হয় ভোর গো
সে সময়ে কার বাঁশি করে শোর গো॥ সে সময়ে
বাঁশি শুনি অন্তরে অনল জ্বলে মোর গো
হিয়াশালে দুনয়নে বহে লোর গো॥ হিয়াশালে
দিনে নাহি শুবো দিশি যেন নিশি ঘোর গো
সময় জানি প্রাণ চুরি করে চোর গো॥ সময় জানি
ভবপ্রীতা কহে রাধা তোর মনচোর গো
কত খেলা জানে সে নন্দকিশোর গো॥ কত খেলা

ঐ ঝুমর নং ১৪৬।

বরষাবাসরে হরি গেলা মোরে পরিহরি'
ডুবে মরি আমি বিরহ-সাগরে!
॥ রং ॥ মরি প্রাণে সখি! হারায়ে নাগরে॥
নীরদঘটা নিরখি' প্রিয়াসনে হয়ে সুখী
নাচে শিখী সুখে শিখরিশিখরে॥ রং॥
বসি' মালতীমঞ্জরে সুখে মধু পান করে
গুণ্ গুণ্ স্বরে প্রাণ হরে মধুকরে॥ রং॥

মেঘরুদ্ধ শূন্য পথ আবরিত রবিরথ

মনমথ তনু দহে ফুলশরে ॥রং॥

ঘোর-আঁধারিয়া নিশি বিজলি উঠে ঝলসি'

বিষরাশি প্রাণে ঢালে কুহুস্বরে ॥ রং ॥

হেরি' রাধায় বিষাদিতা নীরবে কাঁদে ললিতা

ভবপ্রীতা ভাবে মাধবে অন্তরে ॥ রং ॥

ঐ ঝুমর নং ১৪৭।

তোর বদনে রূপসি! সুষমা অর্পিল শশী

শোভারাশি দিল অরুণ-অধরে ॥ শোভারাশি

নয়ন পূজি' নয়নে হরিণী পশিল বনে

সে নয়নে কাম ফুলশর ধরে ॥ রং ॥

তোর পয়োধর পূজে কুম্ভদানে গজরাজে

হেরি' লাজে ধনি! দাড়িম্ব বিদরে ॥ হেরি লাজে।

ভুরুছলে ফুলধনু দিয়ে পূজিল অতনু

সেবে তনু সৌদামিনী নিজকরে ॥ রং ॥

কটী দিয়ে মৃগপতি বিপিনে করিল গতি

ও মুরতি ভবপ্রীতা ভাবে অন্তরে॥ ও মূরতি

ঐ ঝুমর নং ১৪৮।

গেছিলাম যমুনাজলে গেছিলাম যমুনাজলে

গেছিলাম যমুনাজলে

নাগরে দেখিনু কদমতলে গো

॥ রং ॥ গেছিলাম যমুনাজলে ॥

বঁধুয়া ত্রিভঙ্গ হয়ে' মুরলী অধরে লয়ে'

জয় রাধে শ্রীরাধে বলে

বাঁশিয়া বাজাবে কত ছলে গো ॥ রং ॥

শুনি সে বাঁশিকে তান উচটি উঠল প্রাণ
রসে মন গেল টলে
মনে হয় পড়ি পদতলে গো ॥ রং ॥
ভবপ্রীতা কহে ধনি! সুচতুর নীলমণি
অপরে মজায় ছলে
মজেনা সে পরের কৌশলে গো ॥ রং ॥

ঐ ঝুমর নং ১৪৯।

করিনু বাসর-সাজ না আইল রসরাজ
রজনী হইয়া গেল ভোর
॥ রং ॥ রে সজনি!
আজু না আসিল মনচোর ॥
পুরুবে লোহিত আভা মলিন চাঁদের শোভা
পাখীসবে বনে করে শোর ॥ রং ॥
শুন বলি সখীগণ কালি এলে শ্যামধন
আসিতে দিয়োনা কাছে মোর ॥ রং ॥
পীরিতি খলের সাথ নদীতে বালির বাঁধ
ভবপ্রীতা ভাবেতে বিভোর ॥ রং ॥

ঐ ঝুমর নং ১৫০।

আঁধারি ভাদর-রাতি দেখিয়ে তড়পে ছাতি
পতি নাহি পালঙ্ক-উপরে ॥
॥ রং ॥ সখিরে প্রাণ দহে মদনের শরে।
একেতো অবলাবালা দোসরে যৌবনজ্বালা
কেমনে রহিব শূন্য ঘরে? ॥ রং ॥

শুন শুন সহচরি ! তোদিকে মিনতি করি
বাঁচাহ আনিয়া সে নাগরে ॥ রং ॥
বিনা সেই শ্যামধন না রাখিব এজীবন
ভবপ্রীতা হরিপদ ধরে ॥ রং ॥

ঐ ঝুমর নং ১৫১।

আঁধারি ভাদর নিশি নাগরে বাজায় বাঁশি
কৈসে যায়বে গো ?
একেলি কিশোরী বনে ডর লাগে ॥
না গেলে না মানে মন মদন করে দহন
কৈসে রহবে গো ?
বিনু সে নাগর প্রাণে প্রেম জাগে ॥
ভবপ্রীতা কহে ধনি চলে যাহ একাকিনী
কাম সঙ্গে গো
প্রেমেতে মাতিলে মন ডর ভাগে ॥

ঐ ঝুমর নং ১৫২।

প্রশ্ন। অধরে দশন দাগ মেটালি সিন্দুর রাগ
কৈসে ভেলো কৈসে ভেলো গে ধনি বেণীয়া উজার ?
॥ রং ॥ কি কৈসে ভেলো ?
খসিল টিকুলি তোর নিন্দে আঁখি লাল ঘোর
বহিগেলো বহিগেলো গে ধনি নয়না কাজর
॥ রং ॥ কৈসে বহিগেলো ?
উত্তর। অধরে কুসুম ভ্রমে ভ্রমরে দংশিল ক্রমে
ফণী লোভে ফণী লোভে গে বেণী ময়ূরা উজারে
॥ রং ॥ কি ফণী লোভে ?

হাতে তাড়াই'ত অলি মিটাল তিলকাবলী
আঁখিলোরে আঁখিলোরে গে ধনি বহলো কাজর
॥ রং ॥ কি বহিগেলো ॥

ঐ ঝুমর নং ১৫৩ ।

কামিনী কুন্তলজাল সেহোজাল মহাজাল
বাঝিগেলো বাঝিগেলো গে ধনি রসিকানাগর
॥ রং ॥ কি বাঝিগেলো ॥
কটাক্ষ ভ্রুভঙ্গ রঙ্গে অনঙ্গের বাণ সঙ্গে
মারিদেলি মারি'দলি গে ধনি হরিণ' সমান
॥ রং ॥ বাণে মারিদেলি ॥
দেখায়ে মধুর হাঁস লাগালি পীরিতি ফাঁস
বান্ধিলোল বান্ধিলেলি গে ধান চোর' সমান
॥ রং ॥ পাশে বাঁধি লেলি ॥
অলিরে কমলমধু চকোরাকে যৈসন বিধু
মোরা লোথে মোরা লেখে গে ধান তোঁহুতে তৈসন
রং ॥ কি মোরা লেখে ॥

বসন্তে শ্রীরাধার বিরহ।

ভাদুরীয়া ঝুমর নং ১৫৪।

রং ॥ শুন সজনীরে হিয়া যে বিদরে মদনতীরে ॥
আসল বসন্ত ঋতু হরষিত প্রাণ।
নবস্বরে কো কলা-কোকিল করে গান ॥ ধুঃ ॥
আনন্দে গুঞ্জরে অলি পেয়ে নব ফুল।
এলোনা বঁধুয়া আমে ধরেছে মুকুল ॥

মলয় পবন বহে অতি সুশীতল।
জ্বলে উঠে বিরহিণীর বিরহ অনল ॥ ধুঃ ॥
না আসে নাগর যদি না বাঁচিবে প্রাণ।
ভবপ্রীতার রাধাহরি চরণে ধেয়ান ॥ ধুঃ ॥

গ্রীষ্মে শ্রীরাধার বিরহ।

ঐ ঝুমর নং ১৫৫।

॥ ধুঃ ॥ বিনা নীলমণি যৌবনে যোগিনী রাধা বিনোদিনী
গ্রীষ্মেতে রবির তেজে মাটি ফেটে যায়
রাধার হৃদয় ফাটে বিনা শ্যাম রায় ॥ ধুঃ ॥
জল লোভে মরীচিকা হরিণী ভুলায়।
ভুলাইল প্রেমলোভে রাধারে কানাই ॥ ধুঃ ॥
কাননে চাতকী কাঁদে হইয়া কাতর।
শ্যামবিনা কুঞ্জে রাধা কাঁদে নিরন্তর ॥ ধুঃ ॥
বাতাসে অনল ঝরে চন্দনে গরল।
ভবপ্রীতা ভাবে হরি-চরণকমল ॥ ধুঃ ॥

বর্ষায় শ্রীরাধার বিরহ।

ঐ ঝুমর নং ১৫৬।

॥ ধুঃ ॥ কহ সহচরি! কব্‌লে দেখব শ্যাম আঁখি ভরি'?
বরষাতে বরষিল নবজলধর।
ময়ূর ময়ূরী নাচে ভূধর উপর ॥ ধুঃ ॥
ফুটিল কেতকী চাঁপা মালতী সুন্দর।
সেই ফুলে রতিপতি গড়ে ফুলশর ॥ ধুঃ ॥

উমড়ি যমুনা বহে দুকুল ভাষায়।
আঁখিজলে রাধার দুকুল ভেসে যায়॥ ধুঃ॥
তড়পে বীজলি কাটে বিরহিণী-প্রাণ।
ভবপ্রীতা শ্রীহরিচরণে মাগে স্থান॥ ধুঃ॥

শরৎ দর্শনে শ্রীরাধার বিরহ।

ঐ ঝুমর নং ১৫৭।

শরতে সুকুমারি, ঘুরি ফিরি মনে পড়ে বংশীধারী।
শরতে আকাশে সাজে নব সুধাকর।
শ্যাম সুধাকর ব্রজে হয়েছে অন্তর॥ ধুঃ॥
শ্যামল ধরণী পরে ফুটিল যে কাশ।
মাধব থাকিলে হৈত বৃন্দাবনে রাস॥ ধুঃ॥
কমলে কমলে করে ভ্রমর বিলাস।
নবীন যৌবনে রাধা প্রেমেতে নিরাশ॥ ধুঃ॥
কাম-বাণে বিরহিণী পরাণে আকুল।
ভবপ্রীতা ভাবে হরি-চরণ রাতুল॥ ধুঃ।

হেমন্তে শ্রীরাধার বিরহ।

ঐ ঝুমর নং ১৫৮।

হেমন্তের-শীতে অঙ্গ কাঁপে থর থর।
হৃদয় ফাটিছে মোর বিনা সে নাগর।
প্রাণ ধরি কিসে?
দিনরাতি দহিছে বিরহবিষে॥

একাকিনী শয্যা লাগে কণ্টক যেমন।
রাতি হ'লে রাত-পতি করে জ্বালাতন ॥ ধুঃ ॥
কৃষক আনন্দ হেরি' পরিপক্ক ধান।
শ্যামবিনা বিনোদিনী বেয়াকুল প্রাণ ॥ ধুঃ ॥
প্রভাতে গাছের পাতে শিশির পতন।
ভবপ্রীতা কহে হরি বিনে কান্দে বন ॥ ধুঃ ॥

শিশিরে শ্রীরাধার বিরহ।

ঐ ঝুমর নং ১৫৯।

শিশিরে আসিয়া শীত দিল দরশন।
শ্যামবিনা শ্রীমতীর চিত উচাটন ॥
॥ ধুঃ ॥ রাধা ভাবে মনে, কেমনে কাটিব শীত শ্যামবিনে? ॥
নীহারে কমলকুল হইল সংহার।
ভ্রমরে কোটরে পশি' করে হাহাকার ॥ ধুঃ ॥
চাঁদ হৈল বৈরী মার মদন শমন।
রজনী সাপিনী হ'য়ে করিছে দংশন ॥ ধুঃ ॥
কেলীগৃহ নাহি ত্যজে নবীন দম্পতী।
ভবপ্রীতার হরিপদে সদা স্থির মতি ॥ ধুঃ ॥

ঐ ঝুমর নং ১৬০।

॥ ধুঃ ॥ সখি! শ্যামবিনে গো দহিছে মদন।
ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে ও বিধুবদন ॥ ধুঃ ॥
বিফলেতে গেল সখি তরুন-যৌবন ॥ ধুঃ ॥
আর কি হইবে দুতি! বধুয়ামিলন? ॥ ধুঃ ॥
ভবপ্রীত ভাবে সদা রাধিকারমণ। ধুঃ ॥

ঐ ঝুমর নং ১৬১।

সাপটী ধরি নাগরে কহে রাধা সকাতরে
ত্যেজোনা আমারে ॥ ধূঃ ॥ কতরে যতনে বঁধু পেয়েছি তোমারে ॥
মনে হয় চোখে রাখি কাজলে মিশায়ে মাখি
ধরি হিয়ায় হারে ॥ ধূঃ ॥
তিলেক না পেলে দেখা, মনে হয় প্রাণসখা
ত্যজি গেলা মোরে ॥ ধূঃ ॥
ভবপ্রীতা কহে তারে রাখ হৃদি কারাগারে
বাঁধি' প্রেম-ডোরে ॥ ধূঃ ॥

ঐ ঝুমর নং ১৬২।

নামি তোর কেশীয়া তরুণ বয়সীয়া।
দাঁতে শোভেরে উরে থল মিশিয়া (দাঁতে শোভে)
দুয়ারে যৌবনা যৈসে মদন-কলসীয়া।
সেহো দেখি মোর মন গেলো রসিয়া (সেহো দেখি)
তোহরো রূপে ঝলকয়ে চহু দিশিয়া।
বোলে ধনী মুখে হসিরে বিহঁসিয়া (বোলে ধনি)
ভবপ্রীতা কহে প্রেমে শুনলো রূপসিয়া।
তোয়াবিনু চিত হময়ো উদসিয়া। (তোয়াবিনু)

ঐ ঝুমর নং ১৬৩।

তোর মুখ হেরি টুটে শশিকে গুমান।
বিহসাবে সজনী দিয়ে যৈসে পীরিতিকেশান ॥
তোহয়ো ভোঁআ ধনি ধনুক সমান।
মারি দেলি সজনী হৃদয়ে নয়নাকে বাণ ॥
যৌবনা-কমলকলি চিতে অনুমান।

সেহো দেখি সজনী ললকরে রসিকা-পরাণ ॥
তোহরো রূপে হারাওল যে গেয়ান ।
দিনে রাতি সজনী ভবপ্রীতার না ছুটে ধেয়ান

শ্রীমতীর কৃষ্ণবিরহে বিলাপ ।

ঐ খ্যামটা ঝুমর নং ১৬৪ ।

মধুপুরে রইল বধু মধু মাসে
প্রাণ ধরি বল কোন সুখের আসে ? ॥
নব সুধাকর হাসে নীলাকাশে
কিরণ অনল পারা হয়ে' জীবন নাশে ॥
অনল দ্বিগুণ জ্বলে মলয়-বাতাসে, বিরহ-ভুজঙ্গে সখি জীবন ।
কুঞ্জে একাকিনী কাঁদি মদনত্রাসে
ভবপ্রীতা ভাবে সদা পীতবাস ॥

ঐ খ্যামটা ঝুমর নং ১৬৫ ।

সমাগত মধুমাস না আইল পীতবাস
চিতে মদন বিকাশ কোকিলস্বরে ॥
॥ রং ॥ নব ফুলে অলিকুল মাতি' গুঞ্জরে ॥
সরসী-বিমলনীরে নলিনী দোলায় ধীরে
মৃদলমন্দ সমীরে তনু শিহরে ॥ রং ॥
সুধাকর-করজাল আমার হইল কাল
ফুলশয্যা যেন ব্যাল দংশন করে ॥ রং ॥
হরি বিনা বৃন্দাবনে বসন্ত কি প্রয়োজনে ?
ভবপ্রীতা ভাবে মনে শ্যামনাগরে ॥ রং ॥

শ্রীমতীর বিপ্রলব্ধাবস্থায়

শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণন।

ঝুমর নং ১৬৬।

একদিন সখীরে রাই-বিনোদিনী, কহিছেন শুন প্রাণসজনি
এই কদম্ব-তরুমূলে।
নাচিতেন হরি সে রূপ মাধুরী
হেরি ময়ূরী নাচিত ভালে॥
॥ রং॥ তারে চাইলে নয়ন ভুলে॥
নবজলধর-শ্যাম সুতনু শিখিপুচ্ছ শিরে বাসব-ধনু
সুপীত বসন বিজলী খেলে।
কুটিল-ভ্রূভঙ্গে মূর্চ্ছিত অনঙ্গে
কত কামিনীরা কামে চলে॥ রং।
আহা মরি কিবা গলে বনমাল বাঁশরী মণ্ডিত ভুজযুগ ব্যাল
(হরির) অলকারঞ্জিত ভালে॥
রতন কুন্দল কর্ণে ঝল মল
(ও সেই) ত্রিভঙ্গিয়া-রাখালে॥ রং॥
চরণেতে কিবা চরণ ছাঁদা টাঁচর চিকুরে চূড়াটী বাঁধা
সেটা সাজে কত বনফুলে?
এ হেন মাধব আর কি পাইব
ভবপ্রীতা গায় কুতূহলে॥ রং॥

সখীসকাশে শ্রীমতীর স্বপ্নদর্শন প্রকাশ।

ঝুমর নং ১৬৭।

আজি স্বপ্নে হেরি' হরি দ্বিগুণ বিরহে মরি
সে ঘটনা কহিব কেমনে?
॥ রং ॥ মরি মরি! চমকি ভাঙ্গিল ঘুম মধুর বচনে॥
সোহাগে ধরিয়া হাত হাঁসি কন যদুনাথ
উঠ প্রিয়ে! ঘুমাও এত কেনে?॥ রং॥
না হেরিয়া নীলমণি শিরে খসিল অশনি
ভবপ্রীতা রাধার স্বপ্ন ভণে॥ রং॥

ললিতা প্রতি শ্রীমতীর উক্তি।

ঝুমর নং ১৬৮।

কাতরে শ্রীমতী কহে শুন দূতি!
বাঁচাহ আমারে আনি সে নাগর সখি!।
॥ রং ॥ বিরহে দহে অন্তর নিরন্তর সখি!
ক'য়ো শ্যামধনে ব্রজে তব বিনে
হাহাকার সার সকলি আঁধার সখি॥ রং॥
অলি ত্যজে ফুল নৃত্য শিখিকুল
গোপাল ত্যজিল গোষ্ঠের বিহার সখি॥ রং॥
গবী ত্যজে ঘাস কুসুমে সুবাস
যশোদা-নয়নে নীর অনিবার সখি!॥ রং॥
রাধা মরে প্রাণে ভবপ্রীতা ভণে
শ্যামধন বিনে ব্রজ অন্ধকার সখি!॥ রং॥

শ্রীমতীর বিরহ-বিলাপ।

ঝুমর নং ১৬৯।

মাধব বিহীন ব্রজেরে সখি! কি সুখে রহিব?
ধরিব যোগিনী-বেশ দেশে দেশে যা'ব ॥
॥ রং ॥ ব্রজে আর না রহিব ॥
যতেক গোপিনীরে সখি! যোগিনী সাজিব
চিকুরে বাঁধিব জটা চিমটা ধরিব ॥ রং ॥
কস্তুরী চন্দন ফেলে রে সখি! বিভূতি মাখিব
দুকুল ত্যজিয়া মোরা বাকল পরিব ॥ রং ॥
শ্যামের বিরহানলেরে সখি! ধূনি জাগাইব।
নয়ন মুদিয়া মোরা শ্যামে ধেয়াইব ॥ রং ॥
তেয়াগী কুসুমদাম-রে সখি! তুলসী পরিব
ভবপ্রীতা কহে হরি অন্তরে পাইব ॥ রং ॥

ঐ ঝুমর নং ১৭০।

হেরি সে কালার সুষমা মাধুরী, মজিলাম কুল-লজ্জা পরিহরি,
প্রীতি-বিষধরী পোষিনু হৃদয়ে রাখিয়া।
নবপ্রেমাঙ্কুর করিয়া ভঙ্গ, কার প্রেমে মজি' রইল ত্রিভঙ্গ
অনঙ্গ-শাসনে ঝরণা ভেল দু'আঁখিয়া ॥
॥ রং ॥ কি ফল ফলিল সখিয়া কলঙ্ক-কালিমা মাখিয়া?
ই শ্যাম-অনুরাগ, কেবল অর্পিল দুকুলে দাগ
বিরাগ এখন উঠিল অন্তরে জাগিয়া।
সেই বিরাগে হব বিরাগিণী, আর না গোকুলে রহিব সঙ্গিনী
শ্যাম-সোহাগিনী ভ্রমিবে যোগিনী সাজিয়া ॥ রং

পশিব যমুন'-সলিলতল, অথবা জ্বালিয়া প্রবল অনল,
কিম্বা মরিব সুখে হলাহল ভখিয়া ॥ রং ॥
শূন্যময় হেরি এ ব্রজভুবন, শ্যাম লাগি প্রাণ অতি উচাটন,
অনুক্ষণ মন দহিছে বিরহ আগিয়া ॥ রং ॥
চক্রবাকী সম কুঞ্জে একাকিনী যাপি সুদীর্ঘ বিরহ-যামিনী
ভাগ্য-দিনমণি গেছে অস্তাচলে ডুবিয়া।
ভবপ্রীতা কহে শ্রীদাম-শাপ, তাহিকে কারণ এহি সন্তাপ
ত্যজ বিলাপ দিব কালীয়ারে আনিয়া ॥ রং ॥

বর্ষাবর্ণনে ঐ ঝুমর নং ৯৭৯।

বরষা-ঋতু সুন্দর উদিত ধরণী' পর, আকাশে ছাইল জলধর
নাচা'য়ে শিখিপাল গরজে মেঘজাল ঝলসী খেলে সৌদামিনী ॥
॥ রং ॥ বরষে রিমি ঝিমি ॥
কোকিল-চাতক তানে মদনের ফুলবাণে
হাম ধনি ব্যাকুল পরাণে।
যৌবনে করত জ্বালা নাহি আবল কালা
দংশে বিরহ-ভুজঙ্গিনী ॥ রং ॥
আঁধারি-ভাদর-নিশি নাহি সুঝে দশদিশি
কাঁদি আমি একা কুঞ্জে বসি'।
টুটল চিত-আশ মন ভেল উদাস
কৈসে বাঁচত বিরহিণী ॥ রং ॥
ব্রজ ত্যজিয়া সঙ্গিনী সবে সাজিব যোগিনী
খুঁজিয়া ভ্রমিব গুণমণি।
ভবপ্রীতা ভণে পাবে হারাধনে
কেঁদো না শ্যাম-সোহাগিনী! ॥ রং ॥

ঐ ঝুমর নং ১৭২।

বসি' সান্ধ্য-সমীরণে রে! কাঁদে শ্রীমতী সুন্দরী
আইল গোধূলী কোথা রহিল শ্রীহরি॥
॥ রং ॥ বল কিসে প্রাণ ধরি?॥
গোকুলের গাভীকুলে রে! আসে শোকাকুলে ভিরি'।
না আসে রাখালরাজ বাজায়ে বাঁশরি॥ রং॥
ডালে বসি' চক্রবাকী রে! কাঁদে একাকী ফুকরি'
অমনি কাঁদিবে রাধা জনম-শর্ব্বরী॥ রং॥
বিরহে নাগররূপে রে যত গোকুলসুন্দরী।
পূজিবে নয়ননীরে অর্ঘ্য পূর্ণ করি॥ রং॥
বাসনা-কুসুমে দিবে রে! মালিকা বিতরি'।
ভবপ্রীতা গায় হরিপদ হৃদে ধরি॥ রং॥

ঐ ঝুমর নং ১৭৩।

বিনাইয়া বিনোদিনী কাঁদি কহে রে সজনি!
কেমনে ধরিব এ পরাণী?
প্রাণনাথ বিনা হায়! গোকুল কি দেখা যায়?
লাগে যেন শ্মশান অবনীরে॥
॥ রং ॥ কি করি বল না রে সঙ্গিনী!
আমায় নিদয় হইল নীলমণি রে?॥
ব্রজবাসি শোকানল জ্বলে যেন চিতানল
শিবা-রব সম শোকধ্বনি।
হাসিয়া বিকট সুরে নাচিয়া নাচিয়া ঘুরে
দারুণ-বিরহ পিশাচিনী রে॥ রং॥
তবে সখি! মোসবার সাজে কিরে অলঙ্কার?

আমরা যে শ্মশান-যোগিনী।
আন ভস্ম জপমাল পর সবে মৃগছাল
চিকুরে বাঁধ জটা-চিকনী রে ॥ রং ॥
পূর্ব্বস্মৃতি-ধুনি জ্বালি' সর্ব্বসুখাহুতি ঢালি'
জপ শ্যাম যতেক রমণী।
ভবপ্রীতার এই ভিক্ষা যদি রাধে দেখ দীক্ষা
আমিও তবে জপি নাম অমনি রে ॥ রং ॥

ঐ ঝুমর নং ১৭৪।

যাওলো সজনি! আন নীলমণি
তোমা বিনে কারে কহিব?
॥ রং ॥ কত মনে মনাগুণ ধরিব? ॥
বিনা শ্যামধন দহিছে জীবন
অমন ক'দিন বাঁচিব?
॥ রং ॥ আমি নিতান্তই প্রাণে মরিব ॥
না রুচে আহার নিদ্রা নাহি আর
সে প্রাণে কি আশা করিব?
॥ রং ॥ আর বিরহ সহিতে নারিব ॥
আনি' শ্যামধনে রাধা লহ কিনে
ভব বাঁধা হ'য়ে রহিব
॥ রং ॥ ভব কহে হরিনামে মাতিব।

ঐ ঝুমর নং ১৭৫।

আনিবারে সে নাগরে না করিহ হেলা,
রাত্রির সপনে মন হইল উতলা ॥
॥ রং ॥ তাই বলি গো যাও সখি! শ্যাম আনিবারে ॥

যে মিলাবে আনি' রাধায় সে নাগর কালা
তার গলে দোলাবে রাধা হীরার মোহনমালা ॥ ঝুং ॥
যশোদা তাহারে দিবে ধেনু বৎস মালা
অঞ্জলি ভরিয়া মতি-স্বর্ণে ভরি থালা ॥ ঝুং ॥
আশীষিবে ব্রজবাসী ব্রজে এলে কালা
ভবপ্রীতা ভাবে আমি লব পদের ধূলা ॥ ঝুং ॥

ঐ ভাদুরিয়া ঝুমর নং ১৭৫।

একেতো অবলা নারী দোসরে যে এস করি
রাতি ঘন ঘোর ॥
॥ ঝুং ॥ পিয়াকে মধুরে মধুরে স্বপ্নে
নিশি হৈল ভোর ॥
স্বপনে শুনেছি শুনেছি বাঁশী বেঁধেছিলাম কালশশি
দিয়ে ভুজ-ডোর ॥ ঝুং ॥
সতিনী সমান দেখি পুরুবের রাঙ্গা আঁখি
পাখী করে শোর ॥ ঝুং ॥
কহত যে ভবপ্রীতা তনিকোনে খিরিজিতা
বিনা মনচোর ॥ ঝুং ॥

সাঙ্কেতিক বিরহ।

ঝুমর নং ১৭৬।

অম্বর শিবাঙ্কে সমর্পণ করি, তাহারে আবার রামগুণ ধরি'
খ চন্দ্র হ রয়া পরে।
এইমাত্র বাণী কহি নীলমণি
চলে গেলা মধুপুরে গো ॥
॥ ঝুং ॥ তেজল মোরে লম্পট নটবরে ॥

পরবর্ণ আছে যাহার বাস বিধূ-সখী অন্তে যার বিকা॰
তার প্রাণ-বন্ধুবরে।
যক্ষেশ আশায় প্রকাশিত তায়
হেরি সে নাএলো ফিরে গো ॥ রং ॥

পিতা-সুতা-যান-রথ-ধ্বজে যার, সেই সদা প্রাণ দহে গো আমার,
নিকটে না হেরি তারে।
কোকিল কুহরে শ্রবণ বিদরে
আর বাচিব কি ক'রে গো? ॥ রং ॥

শুন প্রাণসখি! স্বরূপ বচন রবিসুত ঋতু করিব সেবন
এ দুঃখ বারণ তরে
ভবপ্রীতা ভণে আনন্দিত মনে লক্ষীপুর দরবারে গো ॥ রং ॥

ঝুমর নং ১৭৭

কালাকরে কাল বাঁশিয়া ভেল, গোকুলের কুল ছলে হরিলে
চহুঁদিশি দেল প্রণয়-গরল ঢালিয়া।
হ্রদে হলাহল করিলে ক্ষেপণ যেমতি আকুল মাতি মীনগণ,
যুবতী-জীবন তেমতি উঠিল মাতিয়া ॥
॥ আর না বাঁচিব সখিয়া! বিনা কালীয়ারে দেখিয়া ॥
ধরম-করম সরম-ভরম নাশল সোই বাঁশিয়া অধম
দগধল মম পরাণ সে প্রেম আগীয়া।
তাহিপর ভেল মদন বাম এত সহি কিসে অবলা হাম?
বিনা শ্যাম কিছু উপায় না পাই ভাবিয়া ॥ রং ॥
দরশ লাগিয়া আঁখীয়া অবশ পরশ লাগিয়া তরসে উরস
অধর নিরস শ্যামাধর-রস লাগিয়া।

মিলাই সজনি! আনিয়া তাহায়, মাধব-বিরহে প্রাণে বাচা দায়,
বৃথা নিশি যায় হেরলো গগন চাহিয়া
হবে কি সজনি হেন শুভোদয় মম কুঞ্জে শ্যামশশির উদয়
রবে কি উভয় তনু এক প্রাণে মিশিয়া ?
অধিক বিলম্বে ঘটিবে প্রলয় শ্যাম অদরশে মরিব নিশ্চয়
ভবপ্রীতা কয় আনি দিব বনমালীয়া ॥ রং ॥

ঐ ঝুমর নং ১৭৮।

আইল ঋতু বরষা পিয়ামিলন ভরষা
আমার ভাঙ্গিল হিয়ার রে।
জলদের ডাকে বিরহ বিপাকে
পরাণেতে বাঁচা দায় রে ॥
॥ রং ॥ নবীন মেঘের ঘটা হেরি মনে পড়ে কালীয়ায় রে ॥
শ্যামল মঞ্জুল কুঞ্জে মালতী কুসুম-পুঞ্জে
অলি গুঞ্জরী বেড়ায় রে।
কোকিল কুহরে হৃদয় বিদরে
কেকারবে শিখি গায় রে ॥ রং ॥
ঘোর আঁধারিয়া নিশি' বিজলি উঠে ঝলসী
একাকিনী প্রাণ ডরায় রে।
সুগন্ধ বাতাসে মদন প্রকাশে
ফুলশরে প্রাণ যায় রে ॥ রং ॥
সঘনে বরষে বারি একাকী অবলানারী
আমি করি কি উপায় রে ?
ঘন পিয়া পিয়া ডাকিছে পাপিয়া
দ্বিজ ভবপ্রীতা গায় রে ॥

একদা গ্রীষ্ম ঋতুতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রাধিকাকে আশ্রয় করিয়া বলেন।

ঝুমর নং ১৭৯।

তব মুখপূর্ণশশী কিরণ মধুর হাসি
প্রেমালাপে সুধারাশি বরষে।
চন্দনে উজ্জ্বল ও কুচ-যুগল
করে সুশীতল উরসে।
॥ রং ॥ নিদাঘ জ্বালা দূরে যায় সখি! তব কোমলাঙ্গ পরশে
তপন তাপের ত্রাস হরে সুগন্ধ নিশ্বাস
যেন মলয়ের বাতাসে
ও ভুজ মৃণাল যেন পুষ্পমাল
কণ্ঠে ধরি ধনি! সরসে ॥ রং ॥
অধরঅমৃত পানে কি আনন্দ হয় প্রাণে
আমি ঢ'লে পড়ি সুখ অলসে।
নাভি-সরোবরে কাম তাপ হরে
প্রেমরস বাড়ে দরশে ॥ রং ॥
নয়ন চরণ-কর যেন পঙ্কজ-নিকর
মন-অলি মুগ্ধ মধু-রসে।
বিনা বিধুমুখী গ্রীষ্মে কেবা সুখী?
ভবপ্রীতা গায় হরষে ॥ রং ॥

শ্রীরামকে সীতা ফিরাইয়া দিতে মন্দোদরী রাবণকে কহিতেছেন।

রামায়ণের ঝুমর।

ত্রিপদী।

রাবণের করে ধরি' কহে রাণী মন্দোদরী
প্রাণনাথ নিবেদি চরণে
অতুল ঐশ্বর্য্যতব বীর্য্যে কম্পিতবাসব
সর্ব্বনাশ কর কি কারণে ?
প্রভুর অদ্ভুত লীলা সলিলে ভাসিল শিলা
গুণেবশ বনের-বানর
হরিতে ধরার ভার হরি রাম অবতার
রাঘব নন সামান্য নর॥
বালীর ঘটে নিধন মরিল খর দূষণ
খাইয়া যাঁহার তীব্র-বাণ
বৈরভাব তাঁর সনে করি কেন অকারণে
কর লঙ্কা-বিনাশ বিধান ?

খ্যামটা ঝুমর নং ১৮০।

নররূপে রাম পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ,
পূজে যাঁরে জগজ্জন
জগন্মাতা রমারূপা-জনকনন্দিনী
॥ রং॥ শুন বলি গুণমণি !
সীতা লাগি কেন বাড়াইছ এত জ্বালা ?
সেবে তোমাসুরবালা
সাধে মালা, পরে কেবা কাল ভুজঙ্গিনী ? ॥ রং॥

বামন হইয়া চাহ চন্দ্রমা ধরিতে?
ভেক-প্রেম সাপিনীতে?
শৃগালের সাধ কেন সিংহের ঘরণী? ॥ রং ॥
স্বর্ণ দোলে সীতারে করাহ আরোহণ
লয়ে মোরা দুই জন
রামপদে সঁপি' তারে লোটাব ধরণী ॥ রং।
নহে অকারণে যাবে কুল, মান, প্রাণ,
না পাইবে পরিত্রাণ
ভবপ্রীতা চাহে রামের শ্রীপদ তরণী ॥ রং ॥

রাবণের নিকট শ্রীরামের রাজনীতি-শিক্ষা।

ত্রিপদী।

অগ্রজ আদেশ মানি' শ্রীরাম পদ দুখানি
বন্দি' সুখে চলিলা লক্ষণ।
যথা অন্তিম শয্যায় বিরাজে রাবণ রায়
রাজনীতি শিক্ষার কারণ ॥
হেরি কুমার লক্ষণ ধীরে প্রণমে রাবণ
আগমন কারণ শুধায়।
হাসি কন বীরবর শুন রাজা লঙ্কেশ্বর
আসিয়াছি শ্রীরাম-আজ্ঞায়।
কহিলেন রঘুপতি আপনি প্রাচীন অতি
পণ্ডিত সর্ব্বজ্ঞ মহাবীর।
রাজনীতি শিক্ষাদান না হইতে সমাধান
পিতা মম ত্যজিলা শরীর ॥

কহ নীতি উপদেশ যাইয়া আপন দেশ
রাজভার বহিতে হইবে।
না জানিয়া রাজনীতি কেমনে পালিব ক্ষিতি
আশা করি বিস্তারি' কহিবে॥

ভাদুরিয়া ঝুমর নং ১৮৯।

শুনি' লক্ষণবচন ভাবে মনে দশানন
প্রভু মোর করুণা-সাগর গো।
কৃপা কৈলা জানিয়া কিঙ্কর গো॥
॥ রং ॥ ভাবে গদ গদ লঙ্কেশ্বর॥
নহে শিক্ষা প্রয়োজন অন্তিমে দিয়ে দর্শন
উদ্ধারিবেন এই পামর গো।
তেঁই পাঠাইলা সহোদর গো॥ রং॥
সম্মুখে রাখিয়া রাম নব-দুর্ব্বাদল শ্যাম
ষট্‌চক্র ভেদিয়া সত্বর গো।
ত্যজিব এপাপ কলেবর গো॥ রং॥
ব্রহ্মরন্ধ্র-পথে-প্রাণ সুখে করিবে পয়ান
লজ্জাপাবে তাপস নিকর গো।
এ মরণ পায় কি অপর গো॥ রং॥
প্রকাশ্যে রাবণ কহে তোমাশিক্ষা যোগ্য নহে
কহিব আসিলে রঘুবর গো!
ভবপ্রীতার সানন্দ অন্তর গো॥ রং॥

পয়ার।

রাবণ কহিছে শুন লক্ষণ সুমতি।
একেত বালক তুমি নহ নরপতি॥
তোমা কহি রাজনীতি নাহি লয় মন।
যাহা জানি শ্রীরামে করিব নিবেদন॥

কণ্ঠাগত প্রাণ মম যাইতে না পারি।
বারেক আপনি হেথা আসুন মুরারি ॥
শ্রীরামে লক্ষণ কন রাবণ বচন।
ভাব বুঝি যান রাম যথায় রাবণ ॥
হরির বিরাটরূপ হেরি লঙ্কেশ্বর।
আরম্ভিল রাম-স্তব-সানন্দ-অন্তর ॥

ঝুমর নং ১৮২।

জয়! জয়! সীতাপতি-রঘুপতি। পূর্ণব্রহ্মরূপ বিরাট মূরতি
অক্ষমা ভারতী স্তবে।
বিধি পঞ্চানন না জানে বর্ণন
আমি কি বর্ণিব তবে হে ॥
॥ রং ॥ আমারে উদ্ধার করিতে এবার অবতার তব ভবে ॥
আকাশ মস্তক, নেত্র-রবিশশি, বিরাজে ব্রহ্মাণ্ড লোমকূপে পশি'
তোমাকি স্তব সম্ভবে?
তব আদি অন্ত না পান অনন্ত
অন্তিমে বন্দী রাঘবে হে ॥ রং ॥
এই শ্যামরূপ যোগীঋষি ধ্যানে বহুকাল ভাবে রোধি' প্রাণাপানে
কে জানে কে পায় কবে?
আমি অবহেলে অন্তে রণস্থলে
প্রত্যক্ষে হেরি কেশবে হে ॥ রং ॥
জীবনে শমনে করি' পরাজয় ক্রোধিত যমের ছিল অন্তে ভয়
নির্ভয় করিলে এবে।
ভবপ্রীতা ভণে লভি হেনধনে
কিভয় ভব রৌরবে হে? ॥ রং ॥

ত্রিপদী।

নিরখি' বিরাটরূপ সানন্দ রাক্ষসভূপ
মনে মনে প্রণমে চরণে।
কৃতাঞ্জলীপুটে কয় কি না জান দয়াময়
কিবা অবিদিত ত্রিভুবনে?
আমি কোন তুচ্ছছার অসাধ্য হয় ব্রহ্মার
তোমা প্রভু উপদেশ দানে।
রাম ক'ন রক্ষপতি আপনি প্রাচীন অতি
কহ কিছু শুনি সাবধানে॥

পয়ার।

অলঙ্ঘ্য শ্রীআজ্ঞাতব কহিছে রাবণ।
যাহা জান শ্রীচরণে করি নিবেদন॥

ঝুমর নং ১৮৩।

শুভে অবিলম্ব অশুভে বিলম্ব
অম্বুজাক্ষ বলি সার।
এই নীতিমত কার্য্যে যেবা রত
সতত সুখ তাহার॥
॥ রং॥ নিবেদি' চরণে
শুন সর্ব্বগুণাধার!
তাহার কারণ করহ শ্রবণ
বাসনা ছিল আমার।
নরক নাশিব স্বর্গে সিঁড়ি দিব
করিব সিন্ধু-সুধার॥ রং॥
অলস কারণ না হৈল পুরণ
জীবন গত এবার।

অশুভেতে ত্বরা মম সীতাহারা
সে ফলে প্রাণ-সংহার॥ রং॥
ভবকর্ণাধার সম্মুখে রাজার
তরে ভব পারাবার।
ভবপ্রীতা ভণে অন্তিম শয়নে
এধনে পাব কি আর?॥ রং॥

ঝুমর নং ১৮৪।

শক্তিশেলে যবে পড়িলা লক্ষ্মণ, কান্দেন শ্রীরাম-রাজীবলোচন
ভাসেন নয়নাসারে।
হায়রে! লক্ষ্মণ! কেন এ শয়ন
মধ্যরণ-পারাবারে রে?
॥ রং॥ উঠ উঠ বীর! ধর-ধনু-তীর দশশির বধিবারে॥
আজি কিরে লঙ্কাপতি বিনাশিলি, রিপুরক্তে কুল-কালিমা ধুইলি,
উদ্ধারিলি কি সীতারে?
তেঁই ধরা'পরে, ঘুমাইলি কিরে,
রণশ্রম জুড়াবারে রে?॥ রং॥
দেশে গেলে মাতা জিজ্ঞাসিবেন কথা, রাম এ'ল লক্ষ্মণেরে রাখি কোথা
কব কি বারতা তারে?
হায় রে অবোধ! দিয়ে কি প্রবোধ
প্রবোধিব বিমাতারে রে॥ রং॥
রঘুকুলপণ আজি বৃথা যায়, বিভীষণ রাজা না হইল লঙ্কায়,
হায়রে! ধিক্ আমারে।
ভবপ্রীতা ভণে শ্রীরামশরণে
শমনে এড়াতে পারে রে॥ রং॥

ভীষ্মের শোকে গঙ্গার বিলাপ।

ত্রিপদী।

দশ দিনের সমরে ভীষ্ম শরশয্যা করে
ভাগীরথী জানিলা অন্তরে।
পুত্র-শোকাকুলা সতী ধাইলেন দ্রুতগতি
কুরুক্ষেত্রে দেখিতে ভীষ্মেরে॥
শোণিতে লোহিত তনু কৌরব-গৌরব-ভানু
হেরি অস্তাচল-গত প্রায়।
ঘোর হাহাকার করি' খসিলা সুর-সুন্দরী
জ্ঞানহারা হইয়া ধরায়॥
ক্ষণে চৈতন্য পাইয়া কহেন ভীষ্মে চাহিয়া
কে তোর হেন দশা করিল ?
জীর্ণদেহ হেরি' তোর কেবা এমন কঠোর
যার চিতে দয়া না হইল ?

ঐঝুমর নং ১৮৫।

জানিয়ে তোমার ইচ্ছায় মরণ, তবে হেন দশা কিসের কারণ ?
তনু বিদ্ধ কার শরে ?
কেবা হেন বীর যে তোর শরীর
বিঁধিল সমরে শরে রে॥ ধুং॥
কি দিব তোমার রণপরিচয়, পরশুরামের গর্ব্ব খর্ব্ব হয়,
বিশ্ব কাঁপে তোর ডরে।
সত্যবাদী বীর জীতেন্দ্রিয় ধীর
কে তব সমতা ধরে রে ?॥ ধুং॥

অরে বাছা কোথা তোর পরাক্রম, কোথায় বালক অর্জ্জুন অধম,
সে কত ক্ষমতা ধরে ?
তোর মাতামহ, শ্রীকৃষ্ণ নির্ম্মোহ,
চক্রী চক্রে এত করে রে ॥ রং ॥
নাম গেল মোর বীরপ্রসবিনী, বীরশূন্য আজি হইল অবনী,
তোর শরশয্যা-তরে।
ভবপ্রীতা ভণে ভজ নারায়ণে
তরিবে ভবসাগরে রে ॥ রং ॥ কেন বাছা দাগা দিলি মার অন্তরে ?

বৈরাগ্যাত্মক

ঝুমর নং ১৮৬।

রমণী রতন ধন, পুত্র মিত্র পরিজন
আপন ভাবিছ যে সকলে।
বল দেখিরে মন আমার সে দিন কে হ'বে তোমার
যে দিন রে ভাই ! ধরে' তোমায় নিয়ে যাবে কালে ?
॥ রং ॥ মন ! ভুলোনা রে ভুলোনা ভুলনা মায়াজালে ॥
যৌবন যোয়ার প্রায় ক্ষণে রহি' বহে যায়
জরাগ্রস্থ বিড়ম্বনা বলে।
অস্থির ভবমণ্ডল পদ্মপত্রে যেন জল
এই ব্রহ্ম-ডিম্ব জলের বিম্ব মিশাইবে জলে ॥ রং ॥
ভাগ্য-চক্র নিরন্তর, ভ্রমে জীব-শীর্ষোপর,
সবে ভাবে নিজে করি বলে।
কালের কুটিল গতি ভুজঙ্গগতি যেমতি
কি হয় ক্ষণে কেবা জানে কি আছে কপালে ? ॥ রং ॥

সংসারের সূত্রধর আছে এক বাজীকর
ভুবন বেঁধেছে এক (ই) কলে।
ভবপ্রীতানন্দ বলে সেই নিজ কুতূহলে
যেমন যেমন টান্‌ছে সূতা নাচ্‌ছে তেম্নি তালে ॥ রং ॥

ঐ ঝুমর নং ৯৮৭।

হরি ! ভবসিন্ধু ভয়ঙ্কর, মোর পুণ্যনৌকা জীর্ণতর,
ডুবে ডুবে এবার বুঝি আর বাঁচেনা।
(ঐ যে) ভয়ঙ্কর ঢেউ উঠেছে এবার বুঝি প্রাণ বাঁচেনা ॥
॥ রং ॥ তরাও ভবসিন্ধু অহে দীনবন্ধু !
দেখ যেন পাথারে ভাসায়োনা ॥

বহে পাপ প্রলয়-বাত ত্রাহি ত্রাহি বিশ্বতাত !
ছয় গ্রাহে করে গ্রাসের বাসনা।
হরি ! নিষ্ঠুর নির্ম্মম তারা করুণতা জানে না ॥ রং ॥
বাল্যেতে অবোধমতি নাভজিলাম জগৎপতি
যৌবনে যুবতী-ধনের কামনা।
(প্রভু !) কুরসে মজিল মন হৈল না হরিসাধনা ॥ রং ॥
বার্দ্ধক্যে অশক্ত তনু হৃদে দীপ্ত ক্রোধ-ভানু
গুরু-পদরেণু মাথা হৈল না।
(হরি !) ভাঙ্গিল বিষয়ের মোহ হৈল এখন চেতনা ॥ রং ॥
তুমি দীনবন্ধু হরি ! অধমে রাখ উদ্ধারি'
ভবপ্রীতা সাঁতার দিতে জানে না।
(দেখো !) ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু নামে কলঙ্ক রটায়ো না ॥ রং ॥

কাশীপুর রাজধানীতে শ্রীশ্রীমান মহারাজ বাহাদুর সম্বৎসরে বহুদেব দেবী-বিগ্রহের পূজা মহোৎসবের সহিত সমাধা করিয়া থাকেন, আমরা (শ্রীশ্রীমানের আশ্রিত ব্রাহ্মণেরা) তন্মধ্যে কতিপয় প্রধান প্রধান দেবতার বর্ণন ঝুমরে প্রকাশিত করিয়াছি।

প্রথমে ভুবনেশ্বরীর বর্ণন যথা ঃ—

ত্রিপদী।

দশতত্ত্বময় মঞ্চের সোপান হয়
অতিশয় শোভা মনোহর।
পাদ চতুষ্টয় তার অতিশয় চমৎকার
ব্রহ্মা হরি রুদ্র মহেশ্বর॥
সে মঞ্চফলকরূপ সদাশিব বিশ্বভূপ
অপরূপ শোভা মরি ! মরি !
তাহে ভুবনেশ বামে লজ্জা দিতে রতি-কামে
বিরাজেন শ্রীভুবনেশ্বরী॥

ঝুমর নং ১৮৮।

তরুণ-অরুণ জিনি' জিনি' রক্ত-সরোজিনী
সাজে বামা সিন্দুরবরণা
মহেশ বামে মহেশী ভুবনেশ ভুবনেশী
হেরিলে ভবভয় থাকে না॥
॥ রং ॥ দিতে নারি ভুবনেশীরূপের তুলনা॥
জিনি' পূর্ণসুধাকর শ্রীমুখ অতিসুন্দর
বিম্বাধরা অরুণবসনা।
ভালে সাজে শশিকলা গলে গজ-মতিমালা
বিমুক্ত-কেশিনী ত্রিনয়না॥

চারি করে শোভা হয় পাশাঙ্কুশ-বরাভয়
ত্রিদশেশ-বন্দিত চরণা।
তরুণীরূপিণী তারা ঘন-পীন-পয়োধরা
সেবে পদ অমরললনা ॥ রং ॥
বসি' কাশীনাথ বামে পুরাও কাশীপুর-ধামে
কাশীপুর-পতির কামনা।
জ্যোতী নৃপতি-হৃদয়ে থাক জ্যোতিরূপা হয়ে'
ভবপ্রীতা করে মা যাচনা ॥ রং ॥

শ্রীশ্রীবগলা দেবার ঝুমর নং ১৮৯।

নেহার রাজভবনে বসি' রত্নসিংহাসনে গো (মরি হায় হায়)
পরমাপ্রকৃতি মা বগলা ॥
॥ রং ॥ সখীরে রূপে যেন চমকে চপলা ॥
চারু-চম্পকবরণী, মুক্তকেশী ত্রিনয়নী গো,
ভালে সাজে অর্দ্ধ-শশিকলা ॥ রং ॥
ঘন-পীন-পয়োধরী বিরাজে হরসুন্দরী গো
রতনভূষণে সমুজ্জ্বলা ॥ রং ॥
দানব রসনা টানে মস্তকে মুদ্গর হানে গো
বধে রিপু সমরকুশলা ॥ রং ॥
দ্বিজ ভবপ্রীতা ভণে নৃপতি-জ্যোতীভবনে গো
কমলারে কর মা অচলা ॥ রং ॥

ঐ ঝুমর নং ১৯০।

কোটি প্রভাকর জিনিয়া প্রখর
সুপীতবরণ কায়।
সুষমা-সুন্দরী হরসহচরী
হেরিলে নয়ন জুড়ায় ॥
॥ রং ॥ আজি কাশীপুরে নেহার বগলা মায় ॥

পূর্ণেন্দুনিন্দিত বদন ললিত
জড়িত লাবণ্য তায়।
সুমধুর হাসি অধরে প্রকাশি'
শ্রীকাশীনাথে ভুলায় ॥ রং ॥
ভালে অর্দ্ধশশী নবীনা রূপসী
মুক্তকেশী শোভা পায়।
চন্দ্রার্ক-অনলে ত্রিনেত্র উজ্জ্বলে
কজ্জলে ভূষিত তায় ॥ রং ॥
অঙ্গে রত্নভূষা হেরি লাজে ঊষা
ক্ষণেক রহি' লুকায়।
রত্নসিংহাসনে রিপুজিহ্বা টানে
মুদ্গর হানে মাথায় ॥ রং ॥
চারু-পীতাম্বরী পীনপয়োধরী
শঙ্করি! নিবেদি' পায়।
দিয়ে পদজ্যোতি জ্যোতি-আয়ুর্জ্যোতি
প্রবল কর কৃপায় ॥ রং ॥

বৈরাগ্যময় কীর্ত্তনাঙ্গ ঝুমর ত্রিপদী।

বদ্ধ হয়ে' কর্ম্মপাশে, ছিনু মাতৃ-গর্ভবাসে, ঊর্দ্ধপদ অধোবদনেতে।
সদা পুতি-গন্ধময়, আলোক প্রকাশ নয়, তনুদগ্ধ জঠরানলেতে ॥
তখন ডাকিতাম মনে, জন্মহারী জনার্দ্দনে, জনমিলে ভজিব তোমায়।
জন্মমাত্রে মায়া আসি' সেই জ্ঞান দিলা নাশি' রোদন করি মহাক্ষুধায় ॥
অবশ ইন্দ্রিয় সব, কান্না বিনা নাহি রব, জননী-দুগ্ধপানে পিপাসা।
মলমূত্রে পড়ি হায়! কান্দি হয়ে' নিরুপায়, মুখ হতে নাহি ফুটে ভাষা ॥
শ্রীহরিভজনহীন, বৃথা গত হয় দিন, ক্রমে তনু পুষ্ট দুগ্ধপানে।
ধূলা কর্দ্দমাদি লয়ে, সদা খেলা সুখী হ'য়ে কে হরি না ভাবি কভু জ্ঞানে।
যায় চলি' বাল্যকাল, মানসে ইন্দ্রিয়জাল, আধিপত্য করে অনুদিন!
বৃথা আয়ু হয় গত, বৃথা নানাক্রীড়া রত, শৈশবে কেশব-চিন্তাহীন ॥

ঐ ঝুমর নং ১৯১।

কৈশোরেতে বিদ্যাভ্যাস ধনের তৃষ্ণায়।
বনিতা-সংসার লতা জড়াইল কায়॥
॥ রং॥ আমার বৃথায় দিন গেল
হরিনাম সাধনের বিনে॥
যৌবনে কুসুমশরে তনু জর জর।
কামিনীপ্রসঙ্গে গত যামিনী-বাসর॥ রং॥
ছয় রিপু দশেন্দ্রিয় করে অধিকার।
হ'লো না মাধবপদ সাধনা আমার॥ রং॥
পাইয়া পৌঢ়েতে ধন-পুত্র-পরিবার।
দিনে দিনে বাড়ে মনে মান-অহঙ্কার॥ রং॥
বার্দ্ধক্যেতে রোগে শোকে জরাজীর্ণ-অঙ্গ।
তবু না দংশিতে ছাড়ে বিষয়-ভুজঙ্গ॥
অন্তে পুত্রপরিবার সকলে ত্যজিবে।
ভবসিন্ধুর-ঢেউ দেখে কেউ সঙ্গে কি যাইবে?
আসিছে শমন-দূত করিতে বন্ধন।
ভবপারে রাখ হরি পতিতপাবন॥ রং॥

শ্রীশ্রীমান মহারাজ বাহাদুর যদিও আপন গৌরবসূচক কবিতাদি শ্রবণে অনিচ্ছুক, তথাপি আ র। শ্রীশ্রীহুজুর বাহাদুরের নিকট আপনাপন ধৃষ্টতার জন্য ক্ষমা চাহিয়া নিজের কর্ত্তব্য জ্ঞানে সময়ে সময়ে মনের আনন্দে শ্রীশ্রীমানের আশীর্ব্বাদীয় কবিতাদি প্রকাশ করিয়া; তন্মধ্যে দুএকটা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

ঝুমর নং ১৯২।

শ্রীজ্যোতিভূপাল পরম দয়াল
কাশীপুর-রাজ্যেশ্বর হে।
রূপেতে মদন প্রতাপে তপন
শান্তিগুণে সুধাকর হে॥
॥ রং॥ রাজনজন-রঞ্জন!
প্রভু করুণারস-সাগর হে॥

বিকচকমল শ্রীমুখমণ্ডল
নেত্র জিনি ইন্দীবর হে।
স্বর্ণে বর্ণে হায় চেনা বড় দায়
ভূষণ কি কলেবর হে॥ রং॥

গুরুত্মকমণি- হার নৃপমণি
গলে সাজে নিরন্তর হে।
তিলক ললাটে সাজে কটীতটে
নবারুণ পট্টাম্বর হে।। রং।।
দেবীপূজাকালে দেখিলে ভূপালে
মনে ভ্রম নিরন্তর হে।
যেন মা মা বলে জননীর কোলে
চাপিছেন গনেশ্বর হে॥ রং॥

অনাথ পালিতে ধর্ম্ম প্রকাশিতে
পুণ্যময় বপুধর হে।
এই ভূমণ্ডলে সঙ্গীত কমলে
প্রভু মত্ত-মধুর হে।। রং।।
দ্বিতীয় বাসব সমভোগ তব
মহোৎসবরতান্তর হে।
ইন্দ্রালয় সম ভবন উত্তম
দ্বারেতে বাজী কুঞ্জর হে।। রং।।

করে গুণিগণ রাগ-আলাপন
বিহঙ্গেরা কলস্বর হে।
কভু অভিনয়, সভামাঝে হয়,
নাচে-নর্ত্তকীনিকর হে।। রং।।

ভবপ্রীতা ভণে দেখা দেহ দীনে
(মম) সুখসিন্ধু-সুধাকর হে।
অদর্শনে মোর নয়ন চকোর
কাতর নিশি বাসর হে ।। রং ॥

শ্রীশ্রীমহারাজভবন বর্ণন।

ঝুমর নং ১৯৩।

ইন্দ্রপ্রস্থপুরী প্রায় কাশীপুরে দেখা যায় গো
শ্রীরাজভবন চমৎকার।
চারু-কারু-কার্য্যময় কাঞ্চনে নির্ম্মিত হয়
কত পুষ্পলতার আকার হে হে
।। রং ।। হেরি সুখ অপার
মহার্হ প্রস্তর কত নিম্ন দেশে সুশোভিত গো
মুকুরে মণ্ডিত চারি ধার।
সুবর্ণ পালঙ্ক আর সিংহাসন চমৎকার
একে একে বর্ণে সাধ্যকার হে হে ॥ রং ।।
তড়িত যোগে যেমন বরুণ অগ্নি পবন গো
আজ্ঞাধীন শ্রীমহারাজার।
ইঙ্গিতে আলোক জ্বলে তেমতি পবন চলে
খসে জল-শীত-উষ্ণধার হে হে ॥ রং ॥
॥ রং ॥ হেরি সুখ অপার।
আলোকমালা প্রকাশে নিশিতে সে পুরী হাসে গো
হেরিয়া সৌন্দর্য্য আপনার।
মনে হয় গর্ব্বভরে যেন উপহাস করে
বৈজয়ন্তে পুরি মঘবার হে হে॥ রং ॥

বাদ্যে গীতে মুখরিত বিহঙ্গরবে পূর্ণিত গো
পূজা যজ্ঞ দেবী-দেবতার।
দ্বিজ ভবপ্রীতা ভণে সতত এই ভবনে
অধিষ্ঠান হৌক কমলার হে হে।। রং॥

মাননীয়া করুণাময়ী শ্রীশ্রীমতী লক্ষ্মীপুরের প্রধানা মহারাণীর আশীর্ব্বাদীর—

ঝুমর নং ১৯৪।

কালীপদাশ্রিতা লক্ষ্মীপুরেশ্বরী, নাম মহারাণী কুসুমকুমারী
কৃপা যাঁর প্রজা সবে।
পবিত্র মুরতি গুণে সরস্বতী
ভক্তি সদা শ্রীমাধবে গো॥

॥ রং॥ যত গুণরাশি ভাষায় প্রকাশি- বর্ণিতে নারে মানবে॥
সাহিত্যে-সঙ্গীতে সদা প্রীতমনা,
মধুরভাষিণী-প্রসন্নবদনা
সন্তোষ দেব উৎসবে।
নিত্যকর্ম্ম যাঁর পর উপকার
পূজেন ব্রাহ্মণ দেবে গো॥ রং॥

'পরে" জুড়াইতে "মেঘে" জলধরে, "পর" উপকার সন্তোষের তরে
ফলধরে "তরু সবে"
ইনি সেইমত পর লাগি যত
ধরেন নিজ বৈভবে গো॥ রং॥

যেমতি "জাহ্নবী" ত্রিতাপনাশিনী, যেমতি দারিদ্র তাপ বিনাশিনী
মহারাণী এই ভবে।
ভবপ্রীতা ভণে রাখুন কল্যাণে
উমাসহ উমাধবে গো॥ রং॥

মান্যবর প্রবলপ্রতাপান্বিত-সদ্‌গুণাশ্রয়
উদারস্বভাব
শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্রীশ্রীরাজা শ্যামলাল সিংহ
জামতাড়াধিপতি বাহাদুরের
আশীর্ব্বাদীয়

ঝুমর নং ১৯৫।

স্বভাব সরল, সুন্দর সবল, রাজা শ্যামলাল, সুগুণ বিমল,
সম্পূর্ণ সকল কলা।
ধার্ম্মিক-নরেশ প্রতাপে সুরেশ
ঔদার্য্যে মহেশ ভোলা॥

॥ রং ॥ সদা সদানন্দ অন্তর, সঙ্গীত সাগর মাঝে নিরন্তর খেলা ॥

নিত্য শিবালয়ে শুচিযুক্ত হ'য়ে, সভক্তি হৃদয়ে সুপুণ্য সময়ে
দিয়ে বিল্বদল মালা।
পূজেন শঙ্কর সহ নিরন্তর
সযতনে গিরিবালা ॥ রং ॥

সুমন্ত্র যখন করেন বাদন, শুনি' শ্রোতাগণ হয় মুগ্ধমন
তালেতে মতি উতলা।
সেতারে যেমতি মাঁদলে তেমতি,
তেমতি বাঁয়া তাবলা ॥ রং ॥

সদাসর্ব্বক্ষণ, ধর্ম্মে স্থির মন, স্বপক্ষপালন বিপক্ষদলন,
মনে নাহি কোন (ও) ছলা।
ভবপ্রীতা ভণে আশীষ বচনে
করুন কৃপাকমলা ॥ রং ॥

ঐ ঝুমর নং ১৯৬।

নরপতি গুণধাম শ্যামলাল-সিংহ নাম
রূপে যেন ঘনশ্যাম
জামতাড়া-অধীশ্বর ॥
॥ রং ॥ প্রতাপেতে প্রভাকর।
ধর্ম্মে যেন যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণভক্ত সুধীর
বিরাজে চারুশরীর
সদা হরিনামাক্ষর ॥ রং ॥
কি দিয়ে তুষিব কারে প্রভাতে এই বিচারে
শয্যা ত্যজি' যান দ্বারে
সদা সানন্দ অন্তর ॥ রং ॥
দ্বিজ ভবপ্রীতা ভণে আশীষ করি রাজনে
পুত্র লভি সিংহাসনে
বিরাজ শত বৎসর ॥ রং ॥

অথ কীর্ত্তন ঝুমর নং ১৯৭।

ত্রিপদী।

মূঢ় ধনবান যারা ধরা দেখে সরা পারা
হরিধনে করে অনাদর।
বুঝে না সেই পামর মানব তনু নশ্বর
ধনজন মিথ্যা মোহকর ॥
পরীক্ষা করেন হরি নরে ধনবান করি
চিত্ত বৃত্তি বুঝিবার তরে।

কেবা হ'য়ে ধনবান করে পরের কল্যাণ
কেবা সদা পরহিংসা করে॥

সাধু ধনী হয় যদি করে কূপমন্দিরাদি
অন্ন বস্ত্রে পালে দীন নর।

খলে যদি ধন পায় নিন্দে দ্বিজ দেবতায়
করে মাত্র উদর ডাগর।

ভাণ্ডার সঞ্চিত ধন মুদিলে দুই নয়ন
অপরে করিবে অধিকার।

দ্বারাসুত বন্ধুগণ সে তনু করে দাহন
শুদ্ধতা হয় স্নানে সবার॥

ঐ ঝুমর নং ১৯৮।

॥ রং॥ হরি হরি বলরে মন। ভূলো না ধনে॥
দ্বারাসুত ধনজন-নিশার স্বপন।
কে যাবে তোর সঙ্গে যে দিন মুদিবি নয়ন॥ রং॥
কোথা রবে সোণার মালা হীরার চেন ঘড়ি।
কোথা রবে ঘর তেতালা শাল গাড়ী জুড়ী॥ রং॥
শ্মশানে পুড়ি যে দিন হবে ভস্মজাল॥
সে দিন কি আর চেনা যাবে রাজা কি কাঙ্গাল॥ রং॥
সময় আছে বুঝে চল ভবপ্রীতা বলে।
মনভ্রমরায় বসাও হরিচরণকমলে॥ রং॥

"মহর্ষি-প্রতিম-স্বর্গীয়-
মহাত্মা ৺রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের"
উপলক্ষে—

ঝুমর নং ১৯৯।

রামপদ দ্বিজবর, রাম সম গুণধর
যুধিষ্ঠির-সম-ধর্ম্মসাধনে।
তুদিনের তরে শিক্ষা দিতে নরে
এসেছিলা ভবে সুক্ষণে॥
॥ রং ॥ মুরতি শান্ত, ভক্তি একান্ত কমলাকান্তচরণে।
(অবিদ্যা-ভ্রান্ত-নরে নিতান্ত দেখাতেন পথ যতনে)
শান্তিগুণে সুধাকর তেজে জিনি বৈশ্বানর
দানে কলিকর্ণ কহে সুজনে।
অল্পেতে সন্তোষ যেন আশুতোষ
দ্বেষ, রোষ নাহি সে মনে॥ রং॥
পর উপকারে তিনি ছিলেন দধিচীমুনি
বহুগুণে গুণী ছিলা জীবনে।
দানে সুরগুরু দীন-কল্পতরু
করুণা-সাগর ভুবনে॥ রং॥
দ্বিজ ভবপ্রীতা ভণে নিবেদি হরি চরণে
হের দীনে সকরুণ-নয়নে
সাযুজ্য প্রদান কর ভগবান
মহাপ্রাণ- দ্বিজ রতনে॥ রং॥



শ্রীশ্রী৺কুণ্ডেশ্বরী জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাত

শ্রীযুক্ত বাবু হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

উপরোক্ত মহাত্মার কনিষ্ঠ সহোদর

এবং

শ্রীশ্রী৺কুণ্ডেশ্বরীজগদ্ধাত্রী-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাতা

মাননীয়

শ্রীল শ্রীযুক্তবাবু হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয়ের উপলক্ষে

ঝুমর নং ২০০।

সদয়-সম্বগ-সরল অন্তর, সদা সনাতন-সধর্ম্মে তৎপর
সর্ব্বগুণে সুরপতি।
ধ্যেয় হরিপদ নাম হরিপদ
ভূমিসুর মহামতি॥
॥ রং ॥ সদা-চিরজীবি করি (তাঁরে) রাখুন শঙ্করি-
কুণ্ডেশ্বরী ভগবতী॥
"অগ্রজ" চরণে প্রীতিভক্তি অতি, সাধনে অগ্রজ বাসনা সুকৃতি
স্মরি জীবিত-ভারতি।
কলির "লক্ষ্মণ" কহে সর্ব্বজন
সুন্দর-শান্ত মুরতি॥ রং॥
"জগদ্ধাত্রী-মূর্ত্তি" প্রতিষ্ঠা করিতে, জ্যেষ্ঠ সোদরের ইচ্ছা ছিল চিতে
কিন্তু "স্বর্গে" কৈলা গতি।
সে ইচ্ছা পূরণ করিলা এখন
"শ্রীহরিপদ সুমতি" ॥ রং॥
ভবপ্রীতা ভণে নিবেদি চরণে ধনবংশ বৃদ্ধি কর দিনে দিনে
ইহাঁর মা! শিবসতি!
জিনিয়া বাসব দাও মা! বৈভব
হয় যেন যশোন্নতি॥ রং॥

শ্রীশ্রীকুণ্ডেশ্বরী ভক্তপ্রবর "শ্রীল শ্রীযুক্ত ফকীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়" মহাশয়ের উপলক্ষে—

ঐ ঝুমর নং ২০১।

গুণধর শ্রীফকিরচন্দ্র দ্বিজবর,

ধর্ম্মে রত নিরন্তর;

সুলেখক গুণগ্রাহী, সদয় অন্তর ॥

॥ রং ॥ শান্তিগুণে সুধাকর ॥

সদা পরত্র পদ চিন্তন তৎপর,

ধ্যানে যেন পরাশর;

শান্তমূর্ত্তি শুদ্ধাচার পণ্ডিতপ্রবর, ॥ রং ॥

নানা বিদ্যা বিশারদ নীতিজ্ঞ-সুন্দর,

পুণ্যদীপ্ত কলেবর;

পর উপকারে রত যামিনী বাসর ॥ রং ॥

শ্রীশ্রী৺কুণ্ডেশ্বরী দেবীর প্রধান পূজক মহাশয়ের পরিচয়।

ঝুমর নং ২০২।

পাণ্ডা সমাজ রতন, স্বর্গীয় "বিপ্রচরণ"

দেবী-ভক্তি-পরায়ণ, ছিলা এই দেওঘরে ॥

॥ রং ॥ প্রসংশে সকল নরে

অদ্যাবধি তাঁহা'রে ॥

সদা পর উপকার, নিত্য কর্ম্ম ছিল যাঁর

প্রতিষ্ঠা ছিল অপার, গীধোর দরবারে ॥ রং

তাঁর প্রথম নন্দন পূজেন তারাচরণ
নাম শ্রীতারাচরণ, সুযশ এ (হি) নগরে॥ রং॥
কুণ্ডেশ্বরী পূজা তরে সেবায়েত কহি তাঁরে
ভবপ্রীতার অন্তরে, ব্রহ্মময়ী বিহরে॥ রং॥

শ্রীশ্রী৺কুণ্ডেশ্বরী আশ্রিত দাতব্য-চিকিৎসালয়ের ডাক্তার মহাশয়ের পরিচয়।

ঝুমর নং ২০৩।

শ্রীশ্রীকুণ্ডেশ্বরী শ্রীচরণাশ্রিত, শ্রীপরেশচন্দ্র কুণ্ডু সুপণ্ডিত,
কুণ্ডায় এবে বসতি।
বিনামূল্যে দীনে সুঔষধ দানে
নাশেন রোগ দুর্গতি গো॥
॥ রং॥ হেরি কর্ম্ম তাঁর আনন্দ অপার আশীষ করি সম্প্রতি॥
ডাক্তারি বিদ্যায় পারদর্শি হন, গুণ পরিচয়ে তুষ্ট সর্ব্বজন,
নগরে সুযশ অতি
প্রসন্ন বদন, শান্ত সুসজ্জন, ধর্ম্মে সদা স্থির মতি গো॥ রং॥
ভবপ্রীতাভণে, আশীষ বচনে সতত তোমারে রাখুন কল্যাণে
কুণ্ডেশ্বরী ভগবতি।
শুক্লপক্ষ শশি সম দিবানিশি
হউক তব উন্নতি গো॥ রং॥

"কুন্তী" গান্ধারীর" কোন্দল
বা
"অর্জ্জুনের" ধনঞ্জয় নাম প্রাপ্তি বিবরণ পালা।

ত্রিপদী।

হস্তীনা" নামে নগর অতিশয় মনোহর
সুন্দর কুরুরাজ ভবন।
সে ভবনে নিরন্তর দেব কুরু কুলেশ্বর
শঙ্কর প্রত্যক্ষরূপে রন॥
কাঞ্চন রত্ন নির্ম্মিত মন্দির অতি ললিত
মাণিক্য গঠিত শিবলিঙ্গ।
চারি পাশে উপবন সরসী মন রঞ্জন
কমলে গুঞ্জরে ভৃঙ্গ॥
একদা সে লিঙ্গবরে পূজি আনন্দ অন্তরে
যান ফিরে পাণ্ডব জননী।
হেন কালে ভক্তিভরে পূজি সে মহেশ্বরে
আসে ধীরে গান্ধার নন্দিনী॥

খ্যামটা ঝুর নং ২০৪।

কুন্তীরে হেরি গান্ধারী ক্রোধ সম্বরিতে নারি গো
কহে সতী রূঢ়-তীরস্কারে।
রাজমাতা পূজ্য হয়ে পূজিলি কি অহঙ্কারে?
ভিখারী জননী হয়ে কি বিচারে॥
॥ ঝুং॥ কহে বারে বারে॥

কুন্তী কহে 'চিরকাল পূজি আমি মহাকাল গো
তুই কেন এলি পূজিবারে ?
ছিনু বুঝি বনবাসে তদবধি কৃত্তিবাসে
পূজিয়া ভাসিস্ গর্ব্ব পারাবারে ? ॥ রং ॥
এই মত দুজনার কটু উক্তি বারম্বার গো
কেহ কারে নিবারিতে নারে।
অবলা স্বভাবসিদ্ধ মরম করেছে বিদ্ধ
বাক্যবাণে দুইজন দুজনারে ॥ রং ॥
লিঙ্গ হতে "শিব" কন কালি অগ্রে যেই জন গো
সহস্র স্বর্ণচম্পক মোরে।
সমর্পিবে আমি তার ভবপ্রীতা কহে সার
সম্রাট্ কুমার তার এ সংসারে ॥ রং ॥

পয়ার।

শুনিয়া তথাস্তু কহি গান্ধারী তখন।
উদ্দেশে বন্দিলা দেবী শিবের চরণ ॥
শুনি নম্রমুখী-কুন্তী দ্বন্দ্ব পরিহরি।
শুনিলে " গরুড়-মন্ত্র" যেন বিষধরি ॥
উপহাসে গান্ধারী কুন্তীরে চাহি কন।
সত্বরে করহ স্বর্ণ চম্পক অর্পণ ॥
দ্রুত গৃহে যেয়ে দেবী ডাকি দুর্য্যোধনে
কহিলা বৃত্তান্ত যত আনন্দিত মনে ॥
শুনি সুখে দুর্য্যোধন বন্দে মাতৃপদ।
শিল্পীগণে ডাকে রাজা হর্ষে গদগদ ॥
কত শত স্বর্ণ ভার দেয় শিল্পীগণে।
নিযুক্ত হইল সবে চম্পক গঠনে ॥

ঝুমর নং ২০৫।

হেথা পাণ্ডব জননী অতিশয় বিষাদিনী
পড়িয়া ধরণী-তলে কান্দে হা! হা! রবে।
॥ রং ॥ মোর সম অভাগিনী কেবা আছে ভবে?
হা! হা! পাণ্ডু মহারাজ! কোথা গেলে দেখ আজ!
গান্ধারী দিতেছেন লাজ প্রাণে কত সবে? ॥ রং ॥
সেযে রাজমাতা হয় ধন মদে মত্ত রয়
ভিখারী মোর তনয় কহিল গরবে ॥ রং ॥
সুবর্ণ-চম্পকদানে পূজিবে সে ত্রিলোচনে
দেখিব নয়নে আমি কেমনে নীরবে? ॥ রং ॥
ভবপ্রীতা কহে ছল, শিবের এত কৌশল
পরীক্ষিতে ভূজবল কৌরব পাণ্ডবে ॥ রং ॥

ত্রিপদী।

দিবসান্তে "বৃকোদর" ক্ষুধায় অতি কাতর
উপনীত জননী আগারে।
ক্ষুধায় ব্যাকুল প্রাণ কর মাগো অন্নদান
জননীরে কন বারে বারে॥
তবু দেবী নিরুত্তর সচিন্তিত বৃকোদর
"ধর্ম্মরাজ" আসিলা তখন।
ম্লান মুখ বৃকোদরে হেরি ধর্ম্ম স্নেহ ভরে
জিজ্ঞাসেন বিষাদ কারণ॥
ভীম কহে মহারাজ! ক্ষুধায় মরিনু আজ
জননী না করেন রন্ধন।
মুখে নাহি কথা কন কর আজ্ঞা হে রাজন!
করি কিছু আমায় ভোজন॥

পয়ার।

ধর্ম্মকন কহ ভাই! খাইবে কি সুখে?
জান আগে জননী আছেন কোন দুঃখে॥
ভীম কহে আমি আর নারি সুধাইতে।
অর্জ্জুনে কহিলা রাজামায়ে জিজ্ঞাসিতে॥
অর্জ্জুন বন্দিয়া ধীরে জননী-চরণ।
জিজ্ঞাসেন কহ মাত! বিষাদ কারণ?
কুন্তী কন মিছে বাপু! কহিলে কি হবে?
পার্থ কন বাঞ্ছাপূর্ণ করিব যে তবে॥
অর্জ্জুন-প্রতিজ্ঞা শুনি কুন্তী কন ধীরে।
গান্ধারীর কটুউক্তি ভাসি আঁখি নীরে॥
কোন্দলের আদি অন্ত করিয়া বর্ণন।
কহিতে লাগিলা যা কহিলা ত্রিলোচন॥

ঝুমর নং ২০৬।

কলহে উভয়ে ক্লান্ত হেরিয়া কলিকা কান্ত
কান্ত করিলা নিবারি দুজনে।
তবে নিতান্ত করিয়া শান্ত
কন প্রশান্ত বদনে?
॥ রং ॥ আশার-অন্ত, প্রাণ-আশান্ত,-
গিরিজা-কান্ত বচনে॥
একান্ত যদি পূজিতে নিতান্ত বাসনা চিতে
শুন অভ্রান্ত মানসে দুজনে।
বহু স্বর্ণ ফুলে চম্পক অতুলে
প্রভাতে পূজিয়ো যতনে॥ রং॥
সে সহস্র প্রসূনেতে যে পূজিবে প্রথমেতে
সে আসিবে নিত্য পূজনে।
কন "পশুপতি" স-সাগরা-ক্ষিতী
পালিবে তাহার নন্দনে॥ রং॥

গান্ধারী পূজিবে হরে স্বর্ণ রত্ন আছে ঘরে
আমি দেখিব তাও নয়নে
ভবপ্রীতা গায় ভক্তাধীন হায়!
ভুলিবেন কি সে(ই) কাঞ্চনে? ॥ রং ॥

পয়ার।

হাসিয়া অর্জ্জুনবীর কন তবে কথা।
সামান্য কারণে মাতা পাও এত ব্যথা?

ঝুমর নং ২০৭।

হয়ে বীর প্রসবিনী কেন মাত! বিষাদিনী?
হেরি তোমা প্রাণ শোকাকুল।
॥ রং ॥ দিব চাঁপাফুল
দূর কর অন্তরের শূল ॥
সত্বরে রন্ধন কর শোকচিন্তা পরিহর
হেরভীম ক্ষুধায় আকুল ॥ রং ॥
চম্পক-কনকময় প্রভাতে দিব নিশ্চয়
ধরায় না হবে সমতুল ॥ রং ॥
ভবপ্রীতা কহে তব কি অসাধ্য হে পাণ্ডব?
কেশব তোমারে অনুকূল ॥ রং ॥
অর্জ্জুন প্রবোধে কুন্তী করিলা রন্ধন।
মনসুখে পঞ্চভ্রাতা করেন ভোজন ॥
ভোজনান্তে সব্যসাচী একান্তে বসিয়া।
ভাবেন বীরেন্দ্র স্বর্ণচম্পক লাগিয়া ॥
গাণ্ডীবে যুড়িয়া পার্থ মনোভেদী-বাণ।
কুবেরের কোষাগারে করিলা সন্ধান ॥
সুবর্ণের দল তার মাণিক্য কেশর।
অসংখ্য চম্পকফুল দেখিতে সুন্দর ॥
বায়ব্য অস্ত্রেতে পার্থ উড়াইয়া আনি।
ঢাকিলা চম্পকদলে দেবশূলপাণী।

প্রভাতে অর্জ্জুনে কুন্তী চম্পক চাহিলা।
এনেছি চম্পক, পার্থ মায়েরে কহিলা॥
স্নানান্তরে কুন্তীদেবী করিলা দর্শন।
সুবর্ণ চম্পকপথ করে আচ্ছাদন॥
হেরি গান্ধারীর মনে লাগে চমৎকার।
গৃহে যেয়ে দুর্য্যোধনে করে তিরস্কার॥

ঝুমর নং ২০৮।

লিঙ্গ হ'তে "প্রভু" হয়ে আবির্ভূত,
কহেন কুন্তীরে মহা হর্ষযুত,
তুমি বীর প্রসবিনী।
তোমার তনয় যশেতে নিশ্চয়
উজলা হবে ধরণী গো॥
॥ রং ॥ কহেন "শঙ্কর" সানন্দ অন্তর
হবে রাজেন্দ্র জননী॥
তোমার তনয় ধনপতিজয়, করিল বলিয়া নাম ধনঞ্জয়
দিনাম ভোজনন্দিনি!
পার্থ মম বরে এই চরাচরে
হবে বীর শিরোমণি গো॥ রং॥
হাসিয়া কহেন প্রমথাধিরাজ, মম প্রিয়-কার্য্য সাধিল সে আজ
শুন বলি সুবদনি!
সময়ে তাহারে বিপক্ষ সংহারে
দিব আয়ুধ আপনি গো॥ রং॥
আজি হ'তে মম পূজা অধিকার, একান্ত হে দেবি, হইল তোমার
ত্যজ চিন্তা সুহাসিনি!
ভবপ্রীতা গায় তোমার কৃপায়
দুর্ল্লভ কি? তা নাজানি গো॥ রং॥
ইতি পালা সম্পূর্ণ॥

ভাদুরিয়াছন্দে শরৎ বর্ণন।

ঝুমর নং ২১০।

শরতকে চাঁদ হেরি মগন চকোর, সখি!
মগন চকোর,
পিয়া নাহি গৃহ মোর রে উমেরিয়া যে থোর॥
কমলে গুঞ্জরে ভোঁরা মধু রসে ভোর; সখি!
দিয়ে পবনে ঝিকোর রে শীহরে অঙ্গ মোর॥
ফুল বিঁধে হিয়া মদন কঠোর, সখি!
মদন কঠোর,
রে! যোবনা করে জোর দু'নয়না বহে লোর॥
কলনা পড়ত সখি বিনু চিতচোর, সখি!
বিনু চিতচোর,
সেই কালীয়া কিশোর প্রেমে ভবপ্রীতা ভোর॥

ভূমিকায় প্রকাশ থাকিলেও নানা কারণবশতঃ এই পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণে "ভরত ও রাম সম্বাদ" পালার সমগ্র ঝুমর দিতে না পারায় এই স্থলে উক্ত পালা হইতে দুইটী মাত্র ঝুমর প্রকাশিত হইল।

ভরতের মুখে পিতার স্বর্গারোহণ সম্বাদ শ্রবণে

শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ।

ত্রিপদী।

বাগ্‌বজ্রং ভরতে নোক্ত মম।
বাগ্‌বজ্রং ভরতে নোক্ত মম নোক্তোং পরন্তপঃ॥
প্রগৃহ্য রামো বাহুবৈ পুষ্পিতাঙ্গ ইবদ্রুমাঃ।
বনে পর শুনা কৃত্তস্তথা ভুবিপপাতহ॥
ইতি বাল্মীকীঃ॥

পয়ার।

নিষাদ বিঁধিলে বাণ হৃদয়ে, যেমতি,—
তরু ত্যজি ভূতলেতে খসে ক্রৌঞ্চ-পতি ॥
ভরতের মুখে শুনি পিতার মরণ।
তেমতি ধরায় রাম খসিলা তখন ॥
পিতৃশোকে শোকাকুল রাজীবলোচন।
হা, তাত! হা, তাত! বলি করেন ক্রন্দন ॥

ঝুমর নং ২১১।

ধূলায় ধূসর-শ্যাম কলেবর, চক্ষুজলে বক্ষ ভাসে নিরন্তর
কাঁদেন কাতর-রবে।
দানব বিনাশে, গেলে স্বর্গবাসে
রাখিতে বুঝি বাসবে হে?
॥ রং ॥ হা! হা! মহারাজ!
আমি প্রভূ! ভানুকুল-কুলাঙ্গার করিতে জনক জীবন সংহার
জনম লভিনু ভবে।
এই পাপে মম জীবনান্তে যম
দিবে কি স্থান রৌরবে হে? ॥ রং ॥
শত বজ্রবাণে তবু যে হৃদয় তিলমাত্র কভু বিদীর্ণ না হয়
হানিল কত দানবে।
বিচ্ছেদে আমার সে হৃদিবিদার
কেমনে হইল তবে হে ॥ রং ॥
ভবপ্রীতা কহে তুমি মায়াপতি মায়াবশে যদি তোমার এ(ই) গতি
কি গতি তবে মানবে?
সম্বর বিলাপ মুনি অভিশাপ
ফলিল ভূমীন্দ্র দেবে হে ॥ রং ॥

শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের সমীপে ভরতের পাদুকা ভিক্ষা।

অধিরোহার্য্যপাদাভ্যাং পাদুকে হেমভূষিতে।
এতেহি সর্ব্বলোকস্য যোগ ক্ষেমং-বিধস্যতঃ॥
ইতি বাল্মীকীঃ॥

ঝুমর নং ২১২।

ভরত কহেন হরি! কুলপ্রথা ভঙ্গ করি
কেমনে ধরিব এ জীবন?
জ্যেষ্ঠেরে রাখিয়া বনে কনিষ্ঠ হনে কেমনে
সিংহাসনে বসিব এখন॥
॥ রং॥ শুন কমললোচন!
করুণা সাগর প্রভু ভুপতিভুষণ !!॥

যদি না যাবে নিতান্ত শুন তবে হে শ্রীকান্ত
দাসের একান্ত নিবেদন।
পাদুকা দেহ আমারে রাখি সিংহাসন পরে
করে ছত্র করিব ধারণ॥ রং॥

রাজকর্ত্তব্য সাধিব রাজভোগ না স্পর্শিব
আজ্ঞা তব করিব পালন।
সেবিব তব নগর সেবে যেন রঘুবর!
মধুকর চম্পক কানন॥ রং॥

চতুর্দ্দশ বর্ষ ধরি এমতে থাকিব হরি।
আশা করি তব আগমন।
আশাভঙ্গে রঘুপতি মরিব নিশ্চয় অতি
ভবপ্রীতার গতি-শ্রীচরণ॥ রং॥

সমাপ্ত।